

অবকাশরঞ্জিনী

৩১ - ৩১৭

[কাব্য]

দ্বিতীয় খণ্ড ।

ঐন-ই-নচক্সে সেন প্রণীত ।

কলিকাতা ।

জানি শাহুদেবী ১৮৮৩

ত্ৰিযোগেশচন্দ্র বসু প্রণীত ।

কলিকাতা

আল্‌বাট প্রেসে মুদ্রিত ।

মূল্য, ১২০০ মাল ।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা
আবহন	১
এক দিন	১৮
হা মের উড়িদ	৩৩
জাগরণশীল	৩০
সামর্য্যের পাপ	৩৬
স্বামী 'কম' মধুসূদন	৪০
বাস্তব জীবন	৪৫
বিষয় কমল	৫৬
অবলা বাক্য	৫৯
অনন্ত ভাষা	৬৪
চিহ্নিত অক্ষর	৭১
উদব	৮০
আমার সঙ্গীত	৮৫
অপ্রকৃত স্বপ্ন	৯০
গাগলিনী	৯৮
অনন্তর	১০২
চিহ্ন	১১১
রাজা কালীন্দ্রারণ্য স্বাহা	১১৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
অশোক বনে সীতা	১২২
প্রেমোন্মাদিনী	১২৭
কে ছুমি ?	১৩৪
স্নেহোপহার	১৩৮
এবার	১৪১
প্রণয়রোচ্ছাস	১৪৮
কেন দেখিলাম ?	১৫০
ভুবনমোহিনী প্রতিভা	১৫৫
হির, দোদামিনী	১৬৩
আবু কি দেখিব ?	১৬৯
আগমনী	১৭৩
অপূর্বদর্শন	১৮০
কেন ভালবাসি ?	১৮৫
স্বপ্ন-উন্নততা	১৯৩
কি, কবি ?	২০১
কি, কবি ?	২০২
বাই	২১৬

অবকাশরঞ্জিনী।

দ্বিতীয় ভাগ।

আবাহন।

১

উঠ, গিরিরাজ ! মোহ পরিহরি',
শারদ অম্বর-নীলমা-মাগরে
ছড়া'য়ে রজত-কিরণ-লহরী,
বন্ধিম শারদ চন্দ্রমা বিহরে।
খেল'ছে বিমল কিরণ-লহরী
গুরু মেঘে মেঘে ভরঙ্গি' অম্বর
লহরে লহরে যায় ছড়াছড়ি
লবণাস্রুকণা তারকা নিকর।

২

“উঠ, গিরিরাজ ! মোহ পরিহর,
 দেখ একবার মেলিয়া নয়ন ;
 দেখ একবার শ্যাম কলেবর,
 ‘মিষ্ট চুল্লিকায় শোভি’ছে কেমন !
 দেখ একবার শোভি’ছে কেমন,
 ‘রজত’ ‘কাঞ্চন’ শৃঙ্গ মনোহর ।
 শোভি’ছে কেমন শোভার সদন
 মানস-সরস, দক্ষিণ সাগর !

৩

“দক্ষিণ সাগরে ব্যাপিয়া স্তূপে,
 - কি চঞ্চল শোভা !—নীলা নীলিমার !
 কি সুন্দর শোভা সুধাংশুর করে,
 চঞ্চল সমীরে শ্যাম বস্ত্রধার !
 সুধাংশুর করে এবে একাকার
 শ্যাম বস্ত্রধরা, স্তনীল সাগর !
 প্রকৃতির উত্তমীয় হার
 - কি মধ্যে । যেত বেলা মনোহর ।

৪

“উঠ, গিরিরাজ ! - উঠ, শৈলেশ্বর !

শারদ নভীর চন্দ্রমা কিরণে
 রক্ত তমণ্ডিত খণ্ড জলধর
 ভ্রাসে কটিদেশে চল সমীপনে ।
 আহা ! শরতের পূর্ণচন্দ্র জিনি'
 পশ্চিম গগনে শোভি'ছে আমার
 উমার বদন,—উমা ত্রিনয়নী
 বৎসর অন্তরে আসি'ছে' আবাহ ।

৫

“কত, চন্দ্র আজি আকাশে উদয়,
 দেখ হিমালয়, মেলিয়া নয়ন ;
 শারদ চান্দ্রিকা হইয়াছে লয়,
 তপ্তকাঞ্চনাতা পূর্ণিত গগন !
 তপ্তকাঞ্চনাতা উপর-গগনে !
 তপ্তকাঞ্চনাতা মধ্য-মেঘজালে !
 তপ্তকাঞ্চনাতা সাগর-দর্পণে !
 তপ্তকাঞ্চনাতা বসুধা শ্যামলে !

৬

“বীরবালা মম, দানবদলনী !
 দেখ, শৈলেশ্বর । দেখ নাহি তুমি
 বহুদিন, আহা ! সিদ্ধু অতিক্রমি’

যে দিন যবন এ ভারতভূমি
 প্রবেশিল, হায়, হইল সে দিন
 যেই মুছলী তব, ভাঙ্গিল না আর !
 সপ্ত শত বর্ষ সেই মুছলীধীন
 রহিয়াছে !—নেত্র মেল একবার ।

৭

“ বীরবালা মম, দানবদলনী,
 রণরঙ্গে বাছা রঙ্গিণী সতত,
 দশভুজারূপে আসি'ছে অবনী,
 দশভুজে দশ দিক পরিণত ।
 ত্রিনেত্রে ত্রিকাল ; অনন্ত শক্তি
 যুগল বাহনে ; বামাস্পৃষ্ঠমূলে
 প্রমত্ত অশ্বর, ভীষণ মূরতি,
 বিদীর্ঘহৃদয় বিশাল ত্রিশূলে ।

৮

“ দক্ষিণ চরণে বিক্রমী কেশরী
 বমদ্রক্ত-ধারা-বিশাল-কবলে
 আক্রমি' অশ্বরে,—রণোন্মত্ত অরি,—
 সংহারক মূর্তি মত্ত ক্রোধানলে ।

হেন মহাশক্তি দলিয়া চরণে,
 বিরাজে পার্বতী—শক্তিবহারিণী ;
 ত্রিভঙ্গ মুরতি, পূর্ণেন্দুবদনে
 ভাসে মহিয়ার হাসি সৌদামিনী ।

৯

“ হার এইরূপে, আহা মরি মরি,
 কি অপূর্ব শোভা হ’য়েছে মিশ্রিত,—
 অর্দ্ধ বগচণ্ডী, অর্দ্ধ রাজেশ্বরী,
 ঘনলে অদ্বিত হ’য়েছে মণ্ডিত ।
 ভবন টাঙ্গরা গিরিজা আমার,—
 মাথায় মকুট, পাশাপাশ-কর ;
 রণরঙ্গিণীর ঝলসে আবাহন
 অন্য করে খড়্গ, চক্র, ধ্বংসের ।

১০

“ উত্তরে ভারতী—রক্তবরণা;
 মানস-সরস-পঙ্কজবাসিনী,
 বেদমাতা, করে শোভে চারু বীণা,
 সঙ্গীত সাহিত্য-শাস্ত্র-প্রসবিনী ।
 দক্ষিণে কমলা, কমল-আসনা,
 শোভে করে পদে সোণার কমল,

ঐশ্বর্যরূপিণী, কণকবরণা,
সচঞ্চল যেন পদ্মপত্র-জল।

১১

“ তা’র দুই পাশে কুমার, গণেশ।
জ্ঞানেশ গণেশ, জ্ঞান-অবতার ;
জীবন্ত আদর্শ ! বিজ্ঞানের শেষ !—
মুষিকের পৃষ্ঠে ঐরাবত-ভার !
অন্য দিকে বীর্ঘ্য সৌন্দর্য্য-আধার
সুর-সেনাপতি শিখণ্ডিবাহন,
করে পূর্ণচাপ, পৃষ্ঠে ভূগভার,
রূপে রতিগতি—মানসমোহন।

১২

“ উর্দ্ধে উমাপতি বৃষভবাহন,
নিমজ্জিত দেব তপস্যা সাগরে ;
অনাদি, অনন্ত, সৃষ্টির কারণ,
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ভাবি’ছে’ অন্তরে।
হ্রি কি প্রতিমা !—অনন্ত শক্তি,
অনন্ত বীরতা, অনন্ত বিভব,
বুদ্ধি, রূপ, প্রেম, যোগরতি,
স্বপ্ন, মরি, পরিপূর্ণ সব !

১৩

“ এইরূপে আজি বৎসর অন্তরে,
 আসি’ছেন উমা দেখিতে তোমায় ;
 উঠ, গিরিরাজ ! এইরূপে প’ড়ে,
 আর কত কাল রহিবে মূর্ছায় ?
 উঠ, গিরিরাজ ! এই চন্দ্রালোকে,
 উমার প্রতিমা দেখ একবার,
 কে আছে জগতে, স্থখে, দুঃখে, শোকে,
 এইরূপে চিন্ত জুড়া’বে না যা’র ?

১৪

“ আহা মরি, কিবা স্বর্গীয় সঙ্গীতে,
 নন্দন-সৌরভে, সুরভি সমীরে
 নামি’ছে প্রতিমা ধীরে অবনীতে,
 যেন উল্কাখণ্ড নামিতেছে ধীরে !
 স্বর্গে দেবগণ দেয় জয়ধ্বনি,
 নক্ষত্র, তারকা করে বরিষণ,
 মর্ত্যে মহোৎসবে ভাসি’ছে অবনী,
 উঠি’ছে গগনে আনন্দ-নিকণ !

১৫

“ দুই আনন্দের স্রোত-সন্ধিস্থলে,

কেমনে অচল আছ, হিমালয় ?
ওই উমা অবতীর্ণা হিমাচলে,
উঠ, প্রভু, আর বিলম্ব না সয় ।
দক্ষবিনাশন জামাতা তোমার,
(ভুলিলে কি পূর্ব কাহিনী সকল ?)
যোগ্য আবাহন না হ'লে তাঁহার,
প্রজ্জ্বলিত হ'বে ক্রোধ-দাবানল ।

১৬

“ ওই মা আমার অবতীর্ণা দ্বারে,
ত্রিদিবের শোভা, হায় রে, ভুতলে ;
এস এস, ও মা ! বল না আমারে,
হিমপুরী ছাড়ি' কেন বিলম্বিলে ?
পাষণের মেয়ে, আপনি পাষণী,
কেমনে থাক, মা, একটি বৎসর
ভুলিয়া মায়েরে ? এ পাপ পরাণি
পাষণ বলিয়া না হয় অন্তর ।

১৭

“ হায়, মাতা ! এই একটি বৎসর
থাকি, বাছা ! তোর পুত্র নিরখিয়া
অচলার মত ; হায়, নিরন্তর

অচল মস্তক আবেশে রাখিয়া
 যোগনিদাগত গির্দীশ-জদয়ে,
 নিশ্বাসি' বাজায়, কাঁদি বরিষায়,
 (শত আশ্রুধারে তিত্তি হিমালয়ে,)
 ধূলি মনস্তাপে নিদাহ-হালায় ।

২৮

“কত সাধ তব শুনি সমাচার,—
 কিন্তু অভাগীরে কে দিবে বলিয়া ?
 আপনি অচলা ; জনক তোমার
 অচল-ঈশব ; গগন ব্যাপিয়া
 মহামহীকুহ তব ভ্রাতৃগণ,
 অচল, অটল ;—পড়িবে ভাঙ্গিয়া
 ভীম উৎপীড়নে, তথাপি কখন
 একপদ তা'রা যা'বে না সরিয়া ।

১৯

“ভয়ীগণ তব কোমলা বল্লরী,
 না পারে দাঁড়া'তে আশ্রয় বিহনে ;
 হেন অবলারে বল না, শঙ্করি,
 এত দূরপথে পাঠাই কেমনে ?
 তব অকুশল জানি অসম্ভব,

জানি তুমি সর্বমঙ্গলা আপনি,
তব অভাগীর পরাণ নীরব
কাদে—মা'র মন,—দিবস রজনী ।

২০

“ কি ছুখে, মা, তোর মেনকা গর্ভিণী
থাকে ? ও মা তব্ব না লও তাহার
মহামায়া তুমি, কিন্তু, ত্রিনয়নি,
মা'র প্রতি মায়া নাহি, মা, তোমার ।
কি ছুখে যে বাঁচে জননী তোমার,
বলিব কেমনে ? যায় নাহি প্রাণ
শিখরী বলিয়া,—তাহাতে আবার
চাপা আছে বুকে কঠিন পাষাণ ।

২১

“ জান এই সপ্ত-শত-বর্ষ, হায়,
মহাধানে মগ্ন জনক তোমার ;
কত কাল আর বল না আমার
র'বে এই নিদ্রা ?—ভাঙ্গিবে কি আর ?
আছে কি না আছে জীবন তাঁহার
বুঝিতে না পারি,—চিহ্নমাত্র, হায় !

সমীরে সুদীর্ঘ নিশান সঞ্চার,
অশ্রু দুই ধারা গঙ্গা যমুনায়ে !

২২

“ কত যত্ন, তবু হ’ল না চেতন,
তালিয়াছি শিরে তুষার শীতল ;
মানস সরসে প্রক্ষালি’ চরণ,
সিদ্ধ, লক্ষপুত্র বহে অবিরল ।
রাখিয়াছি বক্ষঃ জলদে মাখিয়া,
সমারত বপুঃ পল্লবে পাষাণে,
তথাপিও নাহি উঠিলা জাগিয়া,
না মানে প্রবোধ অবোধ পরাণে ।

২৩*

“ হায় রে সে দিন ভারত যখন
‘বরদা-বিপ্লবে’ হ’ল অন্ধকার ;
দিগদিগন্তরে তাসিয়া জীবন,
বিনা মেঘে হ’ল বিজ্জ্বল-সঞ্চার !
উঠিল সে দিন যেই হাহাকার
‘আসন্ন-দগিরিভারত যুড়িয়া ;
শুনি’ সেই ধ্বনি, শুধু একবার
ঝটিকা-নিশ্বাস ছাড়িলা কাঁপিয়া ।

২৪*

“ . . . দিন উছলি’ নয়নের জল
 যমুনা জাহ্নবী শত স্রোত ধারে
 নামিল মাজারৈ শ্যাম-বক্ষঃস্থল,
 অন্ধেক ভারত প্রানিয়া আসারে ;
 সে নীরব শোকে, নীরব-রোদনে,
 জানিলাম নাথ আছেন জীবিত ;
 কিন্তু কত কাল কঠোর এমনে,
 যোগ-নিদ্রা কবে হ’বে অন্তর্হিত ।

২৫

“ রাজার বিহনে রাজ্য ছারখার,
 ‘ধবল’, ‘কাঞ্চন’ শেখর যুগলে,
 রক্তত, কাঞ্চন, ভাণ্ডার আমার
 পড়েছে ছড়’য়ে ; ভ্রমে দলে দলে
 গজ, অশ্ব সাদীনিষাদীবিহনে ;
 পশুপক্ষিশালা ভাঙ্গিয়া বেড়ায়
 যত জীবগণ ; বলিব কেমনে,—
 পদানত সিংহ উঠেছে মাথায় !

* এই দুইটি শ্লোক প্রাকৃতিক ঘটনা লক্ষ্য করি
 লিখিত হইয়াছিল ।

২৬

“জান কত শত যুগযুগান্তর,
 রত্নাকর সনে যুঝি’ অনিবার,
 উদ্ধারিলা রণজয়ী শৈলেশ্বর
 রত্নপ্রসাবিনী ভারত আগার ।
 রত্নাকর সর্ব-উৎকৃষ্ট-রতনে
 গঠিত তাহার শ্যাম কলেবর ।
 নাহি, হায়, এই মরত-ভবনে
 একাধারে এত শোভা মনোহর ।

২৭

“মহাবণে সিদ্ধ মানি’ পরাজয়,
 সোণার ভারত দিয়া উপহার,
 কহিল শপথি’ :—ক্লান্ত-ফণময়,—
 ‘এই শ্বেত বেলা লজ্জিব না আর ।
 আদেশিলা অর্দ্ধি ঈশ্বর তখন :
 ‘সিন্ধো ! এই সন্ধি হ’ল তব সনে,
 মহাপড়ে বেলা করিয়া বেটন,
 রক্ষিবে ভারতে দক্ষিণে আপনে ।

২৮

“মহাছুর্গ করি’ আপনি উত্তরে

বহিলাম আমি ; রাখিও স্মরণ,
 রাখিলাম দৃষ্টি তোমার উপরে,
 তব লীলার্বত্ত করিব দর্শন ।
 সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে, পূর্বে
 র'বে পর্য্যটক প্রহরীগুল,
 একটি মূহুর্ত দাঁড়া'য়ে না র'বে,
 বক্ষিবেক সীমা ভ্রমি' অদ্বিরল ।'

২৯

“ কিন্তু অবিশ্বাসী পশ্চিম-প্রহরী
 গোপনে ঘুনানী যবন-তরুরে
 কত বার নিজ বক্ষে পার করি'
 করাল প্রবেশ ভারত-ভিতরে ;
 সেই দস্তা-স্রোতে নিল ভাসাইয়া
 কত রত্ন, শোভা, বলিষ কেমনে ?
 কিন্তু সেই স্রোতঃ দিল ফিরাইয়া,
 সম্মুখ-সমরে বীর-পুত্রগণে ।

৩০

“ হায় ! গৃহছুরি কাটে গৃহ যদি,
 দেবেও না পারে রক্ষিতে তাহারে ;
 বিশ্বাসঘাতক সিঙ্ধু নিরবধি,

অশ্বেশিখা গৃহছিদ্র দ্বরাচারে,
 আনিল ভারতে পুনঃ দস্তা-দল,
 অস্ত্র-বিগ্রহে হস্ত দিগ্‌দিশবে
 মুখিল একাকী—হইল উজ্জ্বল,
 যবনের ‘অর্ধচন্দ্র’* খানেধরে ।

৩১

“ দেখিয়া নগেন্দ্র হইলা মুচ্ছিত,—
 বজ্রাদাতে যেন । বহুদিন পরে
 ভীম-কল্পনে পাইয়া সম্বিত,
 বলিয়া জীমূত-মন্ত্র ভরস্বরে :
 ‘শৈলেন্দ্র! আমি মেলিয়া নয়ন
 বিধ্বংস পতাকা দেখিব না আর,
 হ’বে ভারতের যেই নির্গাতন
 আজি হ’তে,—প্রাণে স’বে না আমার

৩২

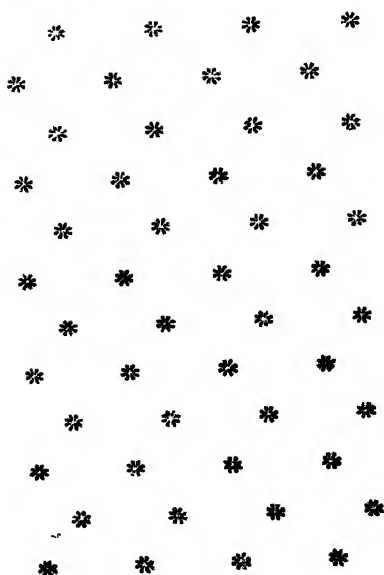
“ ভারতের তরে আজি যোগাসনে
 বসিলাম, দেবি ! উদিলে আবার
 অস্তমিত রবি ভারত-গগনে,
 সেই দিন ধ্যান ভাঙ্গিবে আমার ।’

* যবনের দ্বাগীর পতাকা ।

সপ্ত শত বর্ষ হ'তেছে অতীত,
 নাহি চিরুমান এখনো তাহার ;
 বল, উমা ! সে কি চির অন্তমিত ?
 ভারতের ভাগ্যে অনন্ত আঁধার ?

৩৩

“ হইতেছে নিশি ক্রমে গাঢ়তর ।
 গেল যবনেরা ; কিন্তু পায়বাবার
 চির অবিশ্বাসী, নির্দয় অন্তর,—



৩৪

“ তিন দিন মাত্র পাইয়া তোমায়,
 পূর্ব স্মৃতি তা'র উঠে উছলিয়া,
 পূজা ফল পুষ্প ; পাইবে কোথায়
 পূজিবারে নেই রত্নরাশি দিয়া ?
 কাটে মহামুখে এই তিন দিন
 আনন্দ উচ্ছ্বাস ভুলি' দুঃখ-ভার ;
 মানস ত্রিলোক হইলে বিলীন
 দশমীতে, পুনঃ দেখে কারাগার ।

৩৫

“ যাও, উমা ! তবে দুঃখিনীর বরে,
 আরদ সপ্তমী হ'তেছে প্রভাত ;
 দেখ, মা ! অরুণ পূরব অন্বরে
 কি আনন্দ-রেখা করিতেছে পাত ।
 বাজি'ছে ভারতে প্রভাত আরতি ;
 উঠি'ছে আকাশে আনন্দ নিকর ;
 বৎসর অন্তরে যাও, হৈমবতি,
 দুঃখিনী ভারত জুড়া'ক জীবন ।”

৩৬

এস হৈমবতি, এস মা ভারতে,

বঙ্গকবি, মাতা ! করে আবাহন ;
 এস মা, ভারতে কল্পনার রথে,
 দশভূজারূপে উজ্জলি' গগন ।
 উঠ, বলহীন ভারত-সন্তান !
 পূর্ণজ্ঞানালোকে কর দরশন,
 হ'তেছে ভারতে দেখ অধিষ্ঠান
 মহাশক্তি ; উঠ, কর আবাহন ।

এক দিন ।

১

এক দিন,—প্রিয়তমে ! আছে কি স্মরণ ?
 নহে বহু দিন গত, এই জনমের মত
 পেয়েছিলাম এক দিন যে সুখ-রতন,
 এ জনমে আর নাহি পাইব তেমন ।

২

কার্যস্থান হ'তে অতি ক্লান্ত কলেবরে,
 প্রায় অবসন্ন-প্রাণে, দীর্ঘ দিবা অবসানে
 আসিয়াছি, শ্রমে ভারি বিষন্ন অন্তরে,—
 অস্ত যায় দিনমণি অমল অন্তরে ।

৩

হায় ! ওই অস্তাচল-বিলম্বী ভাস্কর
কত বাঙ্গালির মুখ, মূর্তিমান চিরদুখ,
দেখে সলা, মসিকীর্বা হতভাগা নর,
সারাদিন পেটে যবে ফিরে আসে ঘর ।

৪

তেমনি বিকল ভঙ্গে, এক দিন, হায় !
কস্ম-ক্ষেত্র পরিহরি' মসিযুদ্ধ শেষ করি'
আসিয়াছি,—সে যে দুঃখ, কথা নাহি যায়,
বঙ্গকস্মচারী বিনে কে জানে ধরায় ?

৫

নাহি প্রবেশিতে পর্ণ-কুটীরের দ্বার,
“আজি এত দেরি কেন, মলিন বদন হেন,
বল নাথ ?” শুনিলাম, দেখিলাম আর
প্রেমের প্রতিমা খানি সম্মুখে আমার ।

৬

সুশীতল-স্বাসিত বাসন্ত অনিল,
স্বকোমল পরশনে, পরিমল বিতরণে,
সরস মধুরে যথা জাগার কোকিল,
সঙ্গীত-মোহিত করি' কানন অখিল ;

৭

তথা কীণা-বিনিন্দিত হুমধুর স্বর
 ছুঁইল অজ্ঞাতসারে হৃদয়ের প্রেমভারে,
 শ্লথ হৃদয়ের বস্ত্র বাজিল সড়ক,
 নাচিতে লাগিল রক্ত ধমনী-ভিতর ।

৮

ঘুরিল নয়নে ধরা, ঘুরিল গগন,
 ছুঁই বাহু প্রসারিয়া, জুড়াতে তাপিত হিয়া,
 হৃদয়ে হৃদয়-নিধি করিলু স্থাপন,
 কান্দাল পাইল যেন কুবেরের ধন ।

৯

জগতমোহিনী হাসি ভাসিল বদনে,
 অধর অমৃতধার বর্ষিল পীযুষাসার,
 মৃত-সঞ্জীবনী-সুখা পশিল মরমে,
 করিল শীতল ধারা দাবদগ্ধ বনে ।

১০

বঙ্গ-কুল-নারী ফুল সলজ্জ কমলে
 যদি এই সুখাসার না থাকিত অনিবার,
 মিবাইতে রোগ শোক দারিদ্র্য-অমলে,
 বাঙ্গালির সুখ কোথা থাকিত কুতলে !

১১

ফুটে বঙ্গ অন্তঃপুরে যে কম কানিনী,
 হারি কি তুলনা হয় উদ্যান কুমুদে,
 প্রত্যেক বালাসে যারা হয় কলকিনী ?
 দুঃখী বঙ্গবাসীদের রমণীই নহি ।

১২

ডুগল ঝটিকা শেষে কূলে আগমন,
 গান্ধি সময়ের শেষ, অমশোম্ নিদ্রাবেশ
 নাহে তত প্রীতিকর, দিনান্তে যেমন
 দুঃখী বঙ্গবাসীদের প্রিয়া-সংমিলন ।

১৩

সেই দিন—সেই সুখ—আবার—আবার
 গড়িতেছে মনে, প্রিয়ে ! তোমারে হৃদয়ে নিয়ে
 বলেছিলাম, পড়ে মনে ?—“প্রেয়সি ! আমার,
 আমার মতন সুখী কেহ নাহি আর ।”

১৪

সেই দিন,—প্রিয়তমে ! থাকিবে স্মরণ,
 জীবন হইবে গত, কিন্তু জনমের মত
 পেয়েছিলাম এক দিন যে সুখ রতন,
 ধরাতে আর নাহি পাইব তেমন ।

ছুমিয়া জীবন ।

১

মিঁচড় কানন ; নেত্র বে দিকে ফিরাই,—

অনন্ত পাদপ-শ্রেণী, লতাগুল্মবন ।

অভভেদি-গিরি-শিবে,

• চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে “ছুমিয়া” নামক এক প্রকার অমূল্য মগ জাতি আছে। ইহারা “কলি” বা “লুদাহ” দিগের গ্রাম ততদূর হিংস্র জন্তুর মধ্যে পরিগণিত নহে, অথচ বাঙ্গালীদের তায় ততদূর সভ্যও নহে। ইহারা বৎসব বৎসব বাসস্থান পরিবর্তন করে; যে বৎসব যেখানে অবস্থিতি করিবে, স্ত্রীপুত্র একত্র হইয়া সেইখানের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, তাহাতে আগুন দিয়া এক প্রকার “খাণ্ডবদাহন” করিয়া ফেলে। পবে ধামার (একপ্রকার কাটা বি শেষ) দ্বারা ক্ষুদ্র গর্ত করিয়া এক গর্তে আলু, কচু, তরমুজ প্রভৃতি নানাবিধ বীজ রোপণ করে। পর্বতের এমনই উল্লস শক্তি যে, ইহাতেই প্রচুর পরিমাণে ফসল হইয়া থাকে। কোন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, ইহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম আছে, এমন কি, এক দিনের তারও কখন মুখ স্নান হয় না। একত্র শয়ন, একত্র ভোজন, একত্র আহাৰ, এমন কি, যেন দুই কলেবরে এক জীবন বলিয়া বোধ হয়। ইহারা স্বাধীন, সম্প্রতি ইংবাজ গবর্ণমেন্ট ইহাদের উপর রাজ্য স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে সভ্য করিতেছেন।]

কিনা নীল নদীতীরে,
জলে, স্নেহে, কি গহবরে—নিবিড় কানন ।

২

ব্যাপিয়া নয়ন-পথ পর্বতলহরী
উপ্তিত আকাশে,—এই পাতালে পতিত ;
এইরূপে উঠে পড়ে,
নরভাগ্য বিভ্র করে,
দূরে মাস মেঘে নেত্র করে প্রতারণিত ।

৩

গম্ভীর প্রকৃতি-মূর্তি ; মহীকুহচয়,
বিজনে গম্ভীর ভাবে আছে দাঁড়াইয়া ;
দীর্ঘ শাখা প্রসারিয়া,
গিরিশৃঙ্গ আবরিয়া,
শ্যামল পল্লবে, মরি, নয়ন রঞ্জিয়া ।

৪

শ্যামল পল্লবময় চন্দ্রাতপ-তলে,
নিদাঘ মধ্যাহ্নতাপে, কুবঙ্গীগগণ
স্বনাথ কুরঙ্গ-সঙ্গে
অলস অবশ অঙ্গে ;
ময়ূর ময়ূরী ডালে মুদ্রিতনয়ন ।

৫

সেই দৃঢ় আলিঙ্গনে কানন-বল্লরী
 বোড়িয়াছে প্রেমভরে দীপ্ত তরুণর,
 বিচ্ছিন্ন করিতে তা'রে
 প্রভঞ্জন নাহি পারে,
 আরণ্য প্রণয়, মরি, অতি মনোহর ।

৬

ততোধিক মনোহর—ওই তরুতলে,
 ভূতলে “জুমিয়া” ওই করিয়া শয়ন,
 পাশে বাসে প্রণয়িনী,
 শৈলসুতা গৌরাঙ্গিনী,—
 ততোধিক মনোহর তা'দের জীবন ।

৭

মূর্তিমতী সরলতা জুমিয়া রমণী,
 সরল বচন, আহা, সরল দর্শন,
 সরল মধুর হাসি,
 সরল সৌন্দর্য্যরাশি,
 অকৃত্রিম সরলতাপূরিত জীবন ।

৮

সুবর্ণদর্পণ-সম, অতি সমুজ্জল,

শোভে অর্দ্ধ-অনার্যত চারু বক্ষঃস্থল,
 হৃগোল নিচোল ভুজ,
 চারুনোঃ নীলাম্বুজ,
 চন্দ্রের কলঙ্ক, নত-নাটিকা কেবল ।

৯

সরল বদরীনাভ দীর্ঘ কেশবাশি ;
 বিন্যস্ত কর্ণের রক্তে, মৃন্দর ঝোঁপায়
 শোভে বনপুষ্পগণ,
 বিনা এই আলরণ,
 রত্ন হৈম অলঙ্কার চিনে না বামায় ।

১০

এইরূপে বনদেবী, বসি' পতি-পাশে,
 কার্পাসে কর্কশ বস্ত্র বুনে বিনোদিনী,
 সুবর্ণ অঙ্গুলি চয়,
 —কিন্তু কোমলতা ময়,—
 নাচে তন্ত্র যন্ত্রে, নীচে গায় কল্লোলিনী ।

১১

কাছে শুয়ে ঐশ্বর্য, দেখে প্রেমভরে,
 মন্দ সমীরণে যথা চম্পক কুসুম,
 তেমতি প্রিয়ার কর,

নাচিতেছে নিরন্তর,
হাসিতেছে পতিপ্রেমে পর্বত-প্রসূন ।

১২

কড় কার্য অন্তরালে পতিমুখপানে
নিরখিতে বিনোদিনী সতৃষ্ণ নয়নে,
ভুলিয়াছে তত্ত্ব করে,
দেখি বামা লাজ ভরে,
চাহে প্রাণেশের পানে, সন্মিত নয়নে ।

১৩

কুটিল কটাক্ষপূর্ণ নহে সে দর্শন ;
নহে সে সরল হাসি কুটিলতাময় ।
মোহিল জুমিয়া মন,
হাসিয়া সে সেইক্ষণ,
চুম্বিল প্রিয়ার মুখ—অমৃত-আলয় ।

১৪

সত্যতার অসত্যতা সহিতে না পারি,
পবিত্র দাম্পত্যপ্রেম—অপার্বিব ধন,
ছাড়াইতে সত্যতা-দার,
পশেছে অরণ্যে, হায় !
প্রেমের আবহ ওই জুমিয়া জীর্ণন ।

১৫

পতিপত্নী একচিত্ত, একই জীবন ;
উভয় জীবন-স্রোতঃ বিবাহ অশ্বি,
গঙ্গা বসুনার মত,
এক অঙ্গে পরিণত,
একই বিমল স্রোতে বহে নিরবধি ।

১৬

দিবসযামিনী, বন-কপোত যেমন,
একত্র আহার, বনে একত্র ভ্রমণ,
একত্র প্রবেশি' বন,
কাটে “জোম,” দুই জন,
একত্র ফিরিয়া মঞ্চে একত্র শয়ন ।

১৭

নাহি ভবিষ্যত চিন্তা, অভাবের ভয় ;
অনন্ত পার্শ্বত্যা রাজ্য স্বর্ণপ্রসবিনী
অতি অল্প পরিশ্রমে,
যোগায় জুনিয়াগণে,
আহার্য সামগ্রীচয় ;—ভাণ্ডা গৌরান্বিনী ।

১৮

পর্বতবিহারী ওই সমীরণ মত,

স্বাধীন জুমিয়াগণ ; যথা ইচ্ছা হয় !
 প্রাণের প্রেয়সী মনে
 বেড়ায় নিবিড় বনে ;
 স্নেহের সাগরে চিত্ত-তরণী ভাসায় ।

১৯

বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ তা'দের নয়নে,
 দুরাকাঙ্ক্ষা-মরীচিকা করেনি সৃজন ।
 স্নেহের ভূষণ, হয় !
 কভু নাহি ছুটে যায়,
 আশা-কুহকিনী মস্তে হইয়া গগন ।

২০

নাহি ভূত, ভবিষ্যত, তা'দের নয়নে,
 স্নেহ নির্ঝরিত্রোতঃ সদা, বর্তমান ;
 না বুঝে সময়-গতি,
 সদা স্নেহসন্ন মতি,
 থাকে স্নেহে, প্রকৃতির প্রকৃত সম্ভান ।

২১

প্রিয়াকরবিনিঃসৃত স্নেহা করি' পান,
 ওই ক্ষুদ্র মণ্ডে স্নেহে করিয়া শয়ন,
 কাটে কাল মন-স্নেহে,

প্রিয়সী লইয়া বৃকে,
অকৃত্রিম ভালবাসা জুমিয়া জীবন ।

২২

পশ্চিম সভ্যতা-স্রোতঃ ! থাক দাঁড়াইয়া,
ক্ষমা কর, হইও না আর অগ্রসর,
বাস্তালীর স্থালায়
ভাসাইয়া, হৈ নির্দয় !

পূরিল না তথাপি কি তোমার উদর ?

২৩

নাহি কাজ প্রবেশিয়া অরণ্য ভিতরে,
কলুষিত করি' এই গহন কানন,

নাহি কাজ সভ্যতায়,
কে বল সভ্যতা চায়,

অসভ্যতা যদি, আহা, স্থখের এমন ?

২৪

ইচ্ছা হয়, হায়, ওই জুমিয়ার সনে
বিনিময় করি এই বাস্তালী-জীবন ;

শু'য়ে ওই ধরাতলে,

ল'য়ে প্রিয়া বক্ষঃস্থলে,

লভি স্বর্গ স্থখ,—ওই জুমিয়া জীবন ।

আর্য্য-দর্শন ।

১

“আর্য্য !”—আজি এ ভারতে,
 নিষ্ঠুর ! এনাম কেন ধনিলে আবার ?
 মরুভূমে পিপাসায়,
 যে জন জলি’ছে, হায় !
 “স্বশীতল জন” কাণে কেন কহ তার ?
 কেন মৃগ-তৃষিকার কর আবিষ্কার ?

২

“আর্য্য !”—মোহান্ন যুবক !
 নিশীথ নিদ্রায় তুমি দেখেছ স্বপন ;
 পুনর্জন্ম নিদ্রা পাও,
 যদ্যপি শুনিতে পাও,
 এই মধুময় নাম—সুদূর-স্মরণ !
 নিশ্চয়, যুবক ! তুমি দেখেছ স্বপন ।

৩

স্বপন না হবে যদি,—
 অনন্ত সময়-গর্ভে যেই নাম, হায় !
 অকালে হইয়া লয়,
 আজি তরুণরে বয়,

দ্বিতীয় লক্ষী দর্শন কাঁপায় ধরাগ,
সেই নাম আছি তুমি পাইলে কোথায় ?

৪

ইতিহাসে ?——অবিশ্বাস !

ইতিহাস নহে,—অনুমানের সাগর !

তব ইতিহাসে কয়,

এই সেই আদ্যাক্ষর,

আমরা সে বার্ষিকান আর্গোর কুমার ;

চন্দ্রস্বায়ংশে, এই জোনাকি সন্ধ্যার ?

৫

না, না,—এ যে অসম্ভব !

অসম্ভব,—এই সেই আদ্যাক্ষর নহে ;

কুরুক্ষেত্র মহারণ,

হ'ল যথা সংঘটন,

সেই আদ্যাক্ষর—কেন করিব প্রত্যয়—

একটি ইংরাজ-ভয়ে কম্পিত হৃদয় ।

৬

ছিল যেই—পুণ্যভূমি ;

অনন্ত-ঐশ্বর্য-খনি,—প্রাচুর্য-ভাণ্ডার ;

যাহার মলয়ানিলে,

যাহার জাহ্নবী জগে,
বহিত, ভাসিত, চির-আনন্দ অপার,
আজি তথা দুর্ভিক্ষের ধ্বনি হাহাকার !

৭

এই নহে আখ্যাবর্ত ;
আমরাও নহি সেই আশ্রয়ের কুমার ;
তাহাদের বীৰ্য্য-বল,
ছিল যেন দাবানল,
পৃষ্ঠে তুণ, করে ধনু, কক্ষে তরবার ;
আমাদের—অশ্রুজল, হংসপুচ্ছ সার !

৮

কি দোষে না জানি, হায় !
বিধাতার কাছে দোষী আমরা সকল,
তেজোহীন, বীৰ্য্যহীন,
ততোধিক পরাধীন ;
আমাদের—হায় ! কোন্ পাপের এ ফল ?
করে ভিক্ষা-পাত্র,—কণ্ঠে দাসত্ব-শৃঙ্খল।

৯

হায় ! ওই দীন, হীন,
অনন্ত-বিষাদ-ভাণ্ড—ভারত-সন্তান,

বসি' স্বেতপুচ্ছ করে,
 যেদ সহ অশ্রুবারে ;
 কহিও না তাঁর কাণে এই আখ্যানাম,
 বিবাদ-সংগরে তাঁর উঠিবে তুলান ।

১০

বলি' তলি !—বল নাথ !—
 সম্মান-শক্তিমান্ তুমি, তবে কি কারণ,
 প্রত্যেক পবনদায়,
 উঠিতে পড়িতে, হায় !
 এই ক্ষুদ্র বালি রাশি করিলে সৃজন ?
 অর্ঘ্য বংশে কুলাসার—কলঙ্ক-অর্পণ ?

১১

শুনেছি মঙ্গলময়
 তুমি নাথ, তুমি নাথ দয়ার নিদান ;
 হতভাগ্য হিন্দুচয়
 'সৃষ্টি', ওহে দয়াময় !
 জগতের কি মঙ্গল করিলে বিধান ?
 দুর্বল পতঙ্গে করি অনলে প্রদান ?

১২

বিদরে হৃদয়, নাথ !

বল, হায়, কি মঙ্গল করিলে সাধন ?
 তীত্র আশা বংশ রবি,
 বাল্মীকি কন্যা-ছবি,
 অনন্ত রাক্ষর গ্রাসে করিয়া অর্পণ ?
 এই গ্রাস মুক্ত, নাথ ! হবে কি কখন ?

১৩

হার ! যেই আর্ব্যনাম
 আছিল ভগতপূজা ;--আছিল অচল,
 অটল হিমাঙ্গি সম,
 'সিন্ধু জির্নি' পরাক্রম,
 আজি দে বাতাস-ভরে করে টলমল,
 আজি সেই নাম ওই পদ্য পাত্রে জল !

১৪

রথা তবে, প্রিয়বর !
 নাহি আর্ব্য ; কেন "আর্ব্য-দর্শন" এখন ?
 কি আছে আর্ব্যের আর,
 বিনে ওই--হাহাকার,
 নাহি অঙ্গ, নাহি মন, নাহি সে জীবন,
 কি আর দেখিবে "আর্ব্য-দর্শন" এখন ?

১৫

‘ওই আর্য্য-ভঙ্গ-রাশি ।

ভাগীরথী ছুই তাঁরে, ওই স্থপাকার :

জানিয়াছি দৃঢ়মতে,

পতিত পাবনী হ’তে,

এ পতিত বংশ নাহি হইবে উদ্ধার ;

না পারিবে ভাগীরথী ;—তবে যদি আব

১৬

আর কোন মহাবতী

বাজাইয়া পাঞ্চজনা, ধরি’ তরবারু

করি’ সিংহনাদ ধ্বনি,

আনে রক্ত-তরাঙ্গিনী,

আর্য্যরক্তে আর্য্যাবর্ত ভাঙ্গায় আবার,

তবে যদি আর্য্যবংশ জাগে পুনর্ব্বার ।

১৭

সেই দিন আর্য্যাবর্ত

দেখিবে নবীন শশী, নবীন গগন ;

উদিবে নবীন রবি,

গাইবে নবীন কবি,

দেখিবে নবীন “আর্য্য-দর্শন” তখন ;

কি দেখিবে ?—কত দিনে ?—সকলি স্বপন ।

সখের গোলাপ ।

সখের গোলাপ মম বরিষার জলে,
 দেখ ছিন্ন ভিন্ন করে, স্বকুমার দল ঝরে,
 দেখ, আহা, ক্রমে ক্রমে পড়ি'ছে ভূতলে!
 প্রত্যেক বিন্দুর ঘায়, ওই দেখ মূর্ছা যায়,
 'উলটি' পালটি', দেখ, রস্তোপরে দোলে,
 সখের গোলাপ মম বাতাসের বলে ।

২

কেমন নিবিড় মেঘে আবৃত গগন !
 অনিবার হুহু স্বরে, বরিষার জল ঝরে,
 কি ভীষণ রবে শুন গর্জে তরুগণ,
 উহু! কি বিজলী-মালা, গগনে করি'ছে খেলা,
 জলদ-ছুঙ্কারে কাঁপে পৃথিবী, গগন,
 বাপ্রে! হইল কোথা অশনি পতন !

৩

শুন কি ভীষণ শব্দ দূরে শুনা যায়,
 বিলোড়িয়া সিঙ্কুজল, উপাড়ি' অচলদল,
 উপাড়িয়া তরুগণ বিদারি' ধরায়,
 প্রলয়ের শব্দ সম, বহিতেছে প্রভঞ্জন,

কড় কড় শব্দে যত তরু ভেঙ্গে যায়,
সখের গোলাপ মম কিসে রক্ষা পায় ?

৪

হার্য রে ! দুর্বল ওই রক্তশূন্য করি'
অবশিষ্ট দলচয়, ওই যে পতিত হয়,
ওই দেখ পক্ষসহ যায় গড়াগড়ি ;
মুহূর্তেকে মিশাইবে, চিহ্ন মাত্র না রহিবে ;
সখের গোলাপ মম হ'বে ছারখার ;
প্রেমের গোলাপ মম কে রাখে এবার !

৫

এ প্রেম-গোলাপ মম মানস-কাননে,
সৌরভে মোহিত করি', বিষাদ তমসা হরি',
বিরাজিত, হাসি' হাসি' প্রফুল্ল যৌবনে ;
হেরি' তা'র রূপ-শোভা, অনুপমমনলোভা,
ভাবিতাম, হাসিতাম আপনার মনে,—
প্রেমের গোলাপ মম অতুল ভুবনে ।

৬

এই ফুল ছিল মম জীবনের মূল,
নীতল মিলন জল, বর্ষিতাম অবিরল,
নিখাস-পবনে মম নাচিত কেবল ।

আনন্দে প্রণয়াবেশে, কোমল দলেতে ব'সে,
করিতাম পান স্নেহে স্নেহা অবিরল.
কেমনে সে ফুল মম হইল নিশ্চূল ?

৭

কেমনে ? প্রেয়সি ! সেই দুঃখের কাহিনী,
সেই মরমের ব্যথা, সেই মনোগত কথা,
যাহা মনে করি' কাঁদি দিবস যামিনী,
নে বিচ্ছেদ-বরিষায়, প্রেমের গোলাপ, হায়,
ছিঁড়িল, কণ্টকরন্ত কাল-ভুজঙ্গিনী !
রাখি স্থিতি রূপে, সেই দুঃখের কাহিনী

৮

জানিনা, কি জাননা ? কি বলিব, হায় !
ওই গোলাপের মত, এই প্রেম শত শত
খণ্ড হ'য়ে পড়িয়াছে বিচ্ছেদের ঘায় ;
বিশ্বস্তির পঙ্কে তা'রে, চাহি আমি মিশা'বারে'
কিন্তু সেই প্রেম, প্রিয়ে ! মিশান কি যায় ?
অমৃত কেমনে বলি মিশা'ব ধূলায় ?

৯

মনে কর মিশালেম বিশ্বস্তি সাগরে ;
প্রেম যেন এইক্ষণ করিলাম বিসর্জন,

কিঙ্কর স্মৃতির স্রোত কে রোধিতে পারে ?
 সুখদঃখ, ভালবাসা, নিরাশা, প্রণয়-আশা,
 ইচ্ছা করে কি কখন পারে ভুলিবারে ?
 ইচ্ছা করে কে বাঁধিতে পারে পারিবারে ?

১০

যে দিকে ফিরাই আঁধি,— করি দর্শন
 কত প্রিয় নিদর্শন, করে আঁধি আকর্ষণ,
 কত শত গত কথা করায় স্মরণ ;
 আজি যে গোলাপ ফুল, এই কবিতার মূল,
 এ গোলাপ বখনই করি নিরীক্ষণ,
 মনে পড়ে—প্রিয়তমে । হয় কি স্মরণ ?

১১

দুইটি গোলাপ ফুল পূর্ণ বিকসিত
 একদা আদরে তুলে, পরালেম কর্ণমূলে,
 স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ করিলে রঞ্জিত,
 কিরা অমুপম শোভা, চিত্তহরা, মনোমোহা,
 বিকসিল মুখশলী—অমর-বাহিত,—
 আদরে অধর চুনি' হইলু মোহিত ।

১২

কথায় কথায়, প্রিয়ে । কথা এসে পড়ে,

একদিন নিশাকালে, চন্দ্রের কিরণ-তলে,
 ছু' জ্ঞানে বসিয়া তব কক্ষের ছুয়ারে;
 প্রশংসিলে কৌমুদীকে, বলিলাম প্রেমসি রে,
 যে চন্দ্র বিরাজে মম চিত্ত-সরোবরে,
 তা'র কাছে ওই চন্দ্র মনে নাহি ধরে ।

১৩

এখন সে চন্দ্র, প্রিয়ে ! কোথায় আমার,
 চিত্ত অন্ধকার করি', সেই প্রেমগুপ্তকারী,
 নিতান্তই অন্ত কি হে হইল এবার ?
 না, বিচ্ছেদ-বরিষার, অন্ত হ'লে পুনর্ব্বার,
 উজ্জ্বল হৃদয়রাজ্য করিলে আবার,
 চকোরের চন্দ্র, যাবৎ থাকিবে সংসার ।

৬ নাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

১

হা অদৃষ্ট !—কবির ! এই কি তোমার
 ছিল হে কপালে ?

মধুসূদনের হায় ! (শুনে বুক ফেটে যায় ।)
 এই পরিণাম বিধি লিখেছিল ভালে ?

২

দিয়াছিল যেই রত্ন ভারতী তোমায়—

অপার্থিব ধন ;

রাজ্য বিনিময়ে, আহা! কেহ নাহি পায় তাহা

দাতব্য চিকিৎসালয়ে তোমার মরণ ?

৩

কিন্মা কণ্টকিত হয় ! যে বিধি করিল

গোলাপ, কমল ;

সে বিধি পাষণ মনে, চহিতে সুকবিগণে,

কবির-অম্মতে দিল দারিদ্র্য-অনল ।

৪

বহু যুদ্ধে না পারিয়া করিতে নির্বাপন

এই ছুতাশন ;

প্রাণপঙ্খী-করে ধরি', নরলীলা পরিহরি',

পশিলে মধুসূদন অমর-জীবন ।

৫

কৃত্রিম, না স্বকৃত্তিমি ! এত দিন তব

করিতা-কানন ;

যেই পিকবর, কল-উছল-বধূনা জল

উছলিত, ত্রয়ে শ্রাম বীণারী কেনন,

৬

সে মধু সখারে আজি পাণাণ পরাণে,

(কি বলিব, হায় !)

অমাত্রে না অনাদরে, বঙ্গ-কবিকুলেশ্বরে,

ভিক্ষুকের বেশে, মাতা, দিয়াছ বিদায় !

৭

মধুর কোকিল কণ্ঠে—অমৃত লহরী--

কে আর এখন,

দেশদেশান্তরে থাকি', কে 'শ্যামা জন্মদে' ডাকি'

নূতন নূতন তানে মোহিবে শ্রবণ ?

৮

তোমার মানস-খনি করিয়া বিদার,

কাল ছুরাচার,

হরিল যে রত্ন, হায় ! কত দিনে পুনরায়,

ফলিবে এমন রত্ন ? ফলিবে কি আর ?

৯

শ্রদ্ধা হল' আজি বঙ্গ-কবি-সিংহাসন,

মুদিল নয়ন

অনন্য কবি, কল্পনা-সরোজ-রবি,

কবিতা-মধু হরিল শমন ।

১০

বঙ্গের কবিত্তে ! আশ্রি অনাথা হইলে
মধুর বিহনে ;
আজন্ম শৃঙ্খল ভরে, দীনাঙ্গীণা কলেবরে,
বেড়াইতে বঙ্গালয়ে বিরস বদনে ।

১১

কল্পনার বলে সেই চরণ-শৃঙ্খল
কাটিয়া যে জনে,
মধুর অমিত্রাকরে, তুলিয়া স্বরগোপরে,
দেখাইল তিলোত্তমা 'মুকুতা যৌবনে' ।

১২

রত্নমোধকিরীটিনী স্বর্ণ লক্ষাপুরে,
লইয়া তোমারে ;
মৈথিলী অশোকবনে, প্রমীলা সঙ্জিত রণে,
প্রবেশিতে লক্ষাপুরে বীর-অহঙ্কারে,

১৩

দেখাইল ;—বেড়াইল কল্পনার পক্ষে
লইয়া তোমারে,
স্বর্গমর্ত্যধরাতলে, প্রচণ্ড কলধিতলে ;
ওনাইল "মেঘনাদ" গভীর কঙ্কারে ।

১৪

“ব্রজাঙ্গনা”, “বীরাঙ্গনা”, নয়নের জলে,

—প্রেম-বিগলিত,—

সাজায়ে হৃন্দর ডালা, গাঁথিয়া নূতন মালা,

আদরে তোমার অঙ্গ করিল ভূষিত ।

১৫

পুণ্যখণ্ড ইউরোপে বসিয়া নিবলে

সেই দিন, হায় !

গাঁথিয়া কল্পন'-কারে, পরাইল শ্রদ্ধাভরে,

রত্নগয় 'চতুর্দশ' লহরী গলায় ।

“ ১৬

“কৃষ্ণকুমারীর” চুংখে কাঁদাইয়া, হায়,—

বঙ্গবাসিগণ ;

বঙ্গনাট্য-রঙ্গাঙ্গনে, মোহিত দর্শকগণে,

“পদ্মাবতী” “শশিষ্ঠারে” করিয়া সৃজন ।

১৭

বঙ্গভাষা-স্বললিত-কুসুম-কাননে

কত লীলা করি’;

কাঁদাইয়া গোড়জন, সে কবি মধুসূদন

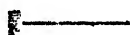
চলিল,—বঙ্গের মধু-বঙ্গ পরিহরি’ ।

১৮

যাও তবে, কবির ! কীর্তিরথে চেড়ি'
বল আঁধারিয়া,
যথায় বাল্মীকি, ব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস
র'য়েছেন সিংহাসনে নোনার লাগিয়া ।

১৯

যে অনন্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া,
কবিতা-তা গারে ;
অনন্ত কালের তরে, গোড়-মন-মধুকরে
পান করি', করিবেক যশস্বী তোমারে ।



বাঙ্গালীর বিষপান ।

প্ররোগ ।

১

বহি'ছে পবন স্বনিয়া স্বনিয়া,
নিশ্বাসি'ছে তরু থাকিয়া থাকিয়া,
উপর-আকাশে যেতেছে ভাসিয়া
নিবিড় জঙ্গল, দিক আঁধারিয়া ।

২

স্বহি'ছে পবন স্নানিয়া স্নানিয়া,
 ঝর ঝর ঝরে বরিষার জল ;
 পবন-পরশে বিরহীর হিয়া
 বিরহ-অনলে জ্বলি'ছে কেবল ।

৩

বিরহীর হিয়া জ্বলি'ছে কেবল,
 যত ঝরিতেছে বরিষার জল ;
 বিরহীর হিয়া জ্বলি'ছে কেবল,
 যতই বিদ্যুৎ করে বল মল ।

৪

গগনে জলদ গরজে গম্ভীর,
 বহি'ছে জলার্দ্র শীতল পবন ;
 উথলিয়া ঢেউ প্রেম-জলধির
 চাহে বিদারিতে হৃদয়-গগন ।

৫

কোথায় গেলাস—চাল ত্রাণ্ডি, চাল,
 নিবাইতে এই হৃদয়-উচ্ছ্বাস ;
 এমন ঐষধ—হেন মায়া-জাল—
 মহৌষধি এই ত্রাণ্ডির গেলাস ।

বিবাহ ।

৬

ঢাল ত্রাণ্ডি ঢাল,—যত পার খাও ।

লুপ্ত হোক ভবে বাঙ্গালীর নাম !

দাসের জীবনে কি কাজ ?—ডুবাও

স্বরাপাত্র-মাঝে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ।

অঙ্গণ ।

৭

এখনো প্রিয়ার বদন-কমল

পড়িতেছে মনে ; নয়ন যুগল—

বিদায় কালের সে চিত্র সজল,

চারি দিকে শুধু নিরখি কেবল ।

৮

ঢাল ত্রাণ্ডি, ঢাল—ঢাল আরবার ;

এ যাতনা প্রাণে নাহি সহে, আর ;

কেন মনে পড়ে আবার আবার ?

কেন শুনি সদা বচন তাহার ?

৯

আবার, আবার, ঢাল ত্রাণ্ডি, ঢাল ;

আর না—রেস—হয়েছে এবার,

ঘূরিতেছে ধরা, আকাশ, পাতাল,
উথলি'ছে চিত্তে সুখ-পারাবার ।

১০

যা' বলে বনুক নির্কোষ চাবায়,
এমন জিনিস নাহিক ধরায় ;
ত্রাণি না থাকিলে, জ্বলিত সদায়
মানব-জীবন দুঃখের শিখায় ।

১১

সুখ যাহা বল,—সে কথার কথা,
দেখেছে কি কেহ ? পেয়েছে কখন ?
আকাশকুসুম—মুকুতার লতা—
জীবনেতে মৃগভক্ষিকার ভ্রম ?

১২

ওই আকাশের নীলিমা মতন,
দুঃখই জীবন স্থিতি ও বিস্তার ;
সুখ যাহা বল, বিদ্যাত যেমন,
বাড়ায় দ্বিগুণ নীলিমা তাহার ।

১৩

ওই নরপতি বলে সিংহাসনে,
মাথায় মুকুট, রাজলগ্ন করে ;

ওই যে ভুলুক অবসর মনে ;—

উভয় গগান অস্থখী অন্তরে,

১৪

তারতম্য এই—দুধায়, তৃণায়,

ভুলিবে দরিদ্র, নিশিথে নিদ্রায় ;

কত নরপতি সে সময়ে, হায় !

নীরবে ভিজা'য়ে অশ্রুতে শয্যায় !

১৫

আজি সিংহাসনে—ধরার ঈশ্বর,

কালি রণাঙ্গনে—করেতে শৃঙ্খল ;

গত ফেরুপতি,—‘দিডন’-সময়—

স্মরি' কার নাহি করে অশ্রুজল ?

১৬

নাহি রাজ্যে সুখ ;—নাহি সুখ ধনে ;

ধনে ধন-তৃষা বাড়ে নিরন্তর ;

চাতকের মত শত বরিষণে,—

কোথা সুখ ?—শুধু তৃষ্ণার কাতর !

১৭

পুরাকালে এই তৃষ্ণা অবতার,

সমগ্র পৃথিবী জিনি' বাছবলে,

“নাহি রাজ্য ভবে, কি জিনিব আর ?”—
বলিয়া, ভাসিল নয়নের জলে ।

১৮

খেল ইতিহাস—জীবন কামন,
বল প্রবেশিয়া তাহার ভিতরে,
আছে কোন্ ফুল—কোন্ পুণ্যবান্—
পশে নাহি কীট যাহার অন্তরে ?

১৯

নাহি সুখ তবে এই ধরাতেলে,
নাহি সুখ এই মানব-জীবনে ;
আপন অবস্থা এই ভ্রমণে,
নহে সুখকর কাহারো নয়নে ।

২০

বিশেষ বান্ধালী চিরপরাধীন,
দাসত্ব-জনম, দাসত্ব-জীবন ;
হইবে জীবন দাসত্বে বিলীন,
দাসত্ব যাহার অদৃষ্ট-লিখন ।

২১

ইহাদের, আহা ! কি সুখ ভূতলে ?
যেই ইন্দ্রজাল, দুঃখের জীবন

কান্না সহনীয় মানবমণ্ডলে ?

শোণ্য, বীর্য্য, অসি, রাজ্য, সিংহাসন

২২

নাহি ইহাদের ; নাহি অনেকের

ঘরে অগ্নিহুত ; কি বলিব আর ?

বাস্তালী-জীবন-শোক-সমুদ্রের

কেমনে গণিব লহরী অপাব ?

২৩

পড়ে মারা দিন প্রভুর চরণ,

যবে মৃতপ্রায় কিরে আসি' ঘরে ;

ধরাভূলে, আহা ! কি আছে এমন,

জীবনের সাধ জন্মায় অন্তরে ?

২৪

কি আছে এমন পারে ভুলাইতে

বিদেশিনী সেই প্রিয়ার বদন ?

এমন কিছুই নাহি পৃথিবীতে,

বঁটকণ নাহি পাসরি আপন ।

২৫

কিসে ভবে বল আপনা পাসরি ?

ভুলাই জীবন বিস্মৃতি-সাগরে ?

কিসে ধরা-ছুঃখ সব পরিহরি',
 লভি স্বর্গ সুখ প্রফুল্ল অন্তরে ?

২৬

ত্ৰাণ্ডি ;—ত্ৰাণ্ডি বিনে, কিছু নাহি আর
 অধীনতা-ছুঃখ করিতে বিনাশ ;
 চিন্তে স্বাধীনতা করিতে সঞ্চার,
 মহৌষধি এই ত্ৰাণ্ডির গেলাস ।

২৭

দাসত্ব-জ্বালায় মরিবারে চাও ?
 মরিবার তরে খুঁজি'ছ গরল ?
 ঢাল এই বিষ—অধঃপাতে যাও !
 এ জ্বলন্ত বারি—তরল অনল ।

২৮

জ্ঞান, বুদ্ধি, লজ্জা, ভরসা, বিশ্বাস,
 নীতি, ধর্ম, সত্য, জাতীয় গৌরব
 এই বিষ-তেজে হইবে বিনাশ !
 একা সুরা বঙ্গে বিনাশিবে সব !

২৯

এই তব ধার্য্য—এতেই গৌরব,

কোথা চন্দ্রগুপ্ত ? কোথা হর্ষরাজ ?
বশ, কীর্তি, বুদ্ধি—মিছা কথা সব ;
ঢাল ত্রাণ্ডি—কব পুরুষের কাজ ।

প্রয়োগ ।

৩০

আবার, আবার, ঢাল ত্রাণ্ডি ঢাল ;
ঢের—সব দুঃখ ভেসেছে এবার ;
ঘূষিতেছে ধরা, আকাশ, পাতাল,
উথলিছে চিত্তে স্থখ পারাবার ।

৩১

বন্ ভোলানাথ ! হর হর হর,
তুমি বিনে প্রভু, এই ভূমণ্ডলে
স্বরার মাহাত্ম্য, অহে স্বরেশ্বর,
কেমনে বুঝিবে নশ্বর সকলে ?

৩২

স্বরা হ'তে স্বর, স্বরপতি, শুনি ;
অস্বর, অস্বর স্বরার বিহনে ;
স্বরা হ'তে মর্ত্তে নাগ স্বরধুনী,—
পতিত-পাবনী বিখ্যাত ভুবনে ।

৩৩

বম্ বম্ বম্, হর হর হর,
 মত্ত—দেবগণ স্তরার লাগিয়া ;
 অনাদি, অনন্ত, সৃষ্টির ঈশ্বর,
 কারণ-মাগরে ছিলেন ভাসিয়া ।

৩৪

স্তরা হ'তে সৃষ্টি ;—গোলাপি নেশায়,
 গত সৃষ্টি পারি সৃজিতে হেলায় ;
 মধ্যম নেশায়—সৃষ্টি স্থিতি পায় ;
 প্রলয় কেবল, অধিক মাত্রায় ।

৩৫

কোথাকার শলী কোথা গিয়া পড়ে,
 পৃথিবী উপরে, নীচে নভঃস্থল ;
 ঘোরে চরাচর চক্রের উপরে,
 গিরি হয় নদী, সমুদ্র ভূতল ।

৩৬

বম্ বম্ বম্, হর হর হর,
 স্তরাস্তরে ঘন্থ স্তরার লাগিয়া ;
 শূন্যর ঝাপটে কাঁপি থর থর,
 স্তথাভাও দিল মোহিনী কেলিয়া ।

৩৭

ফেঞ্চ পুণ্যভূমে সে ভাণ্ড পড়িল ;
 মর্ন্তে ত্রাণ্ড নামে বিখ্যাত হইল ;
 অদীনতা-দুঃখে—পবিত্র সলিল—
 তারিতে বাঙ্গালী, বন্ধেতে আসিল ।

৩৮

সঙ্গ তুমি—তুমি কে ? যম ? কি ভয় !
 জানি আমি ত্রাণ্ডি তব উপাদান ;
 যেই বিমাধার বাঙ্গালী-হৃদয়,
 এই বিষ তাহে অমৃত সমান ।

৩৯

শত মৃত্যু যা'র মুহূর্ত্তে সঞ্চার,
 এক মৃত্যু তা'র কাছে কোন্ হার ।
 এক যম তুমি—কি ভয় তোমার !
 শত যম আছে উপরে আমার ।

৪০

ঢাল ত্রাণ্ডি ঢাল, ঢাল আরবার,
 দ্বলিতেছে বুক !—হ'তেছে অঙ্গার,
 জেতুপরাজিতে সমান বিচার,
 মাতত্রাণ্ডি ! যেন থাকে অবিবার !

বিষয় কমল ।

১

কল্পনে ।

লও তুলি লও করকমলে,
চিত্রকর যাহে কুসুমদলে,
কিন্মা পূর্ণশশী আকাশমণ্ডলে,
কিন্মা কমলিনী সরসীর জলে ।

২

লও সেই তুলি চিত্রকর আজি;
[নহে বিকসিত সর-রুহরাজি,
‘বাহাতে বিহ্বল ভ্রমর বিরাজি,
রাখিয়াছে নীল সরোবর সাজি]

৩

চিত্র সেই ফুল, স্থিত বিকসিত,
সৌরভেতে যা’র দিক আমোদিত,
কিন্তু নাহি তাহে অলি বিরাজিত,
নাহি মুখে হাঁসি—চিত্ত বিষাদিত ।

৪

চিত্র কর ওই করকমলিনী,
‘হারমোগিয়মে’ নাচি’ছে যেমনি,

নাচে যেইমতে ফুল সরোজিনী,
সমীরণ ভরে সর-সোহাগিনী ।

৫

চিত্র কর ভুজ-মৃগাল তাহার,—
দিনল কোমল স্বর্ণের হার ;
নিটোল, নিরেট, অথচ আবার
পরশনে হয় শোণিত সঞ্চার ।

৬

চিত্র কর সেই বদন-চন্দ্রমা,
ত্রিভুবনে যা'র নাহিক স্রবণা,
অধরে নয়নে বর্ণে অনুপমা
চিত্র কর সেই বিশ্ব মনোরমা ।

৭

চিত্র কর যদি পার, সহচরী,
অনুপম সেই লাবণ্য মাধুরী,
চিত্র কর সেই দৃষ্টি মুগ্ধকরী,
বিষয়, গম্ভীর, চিত্ত-দ্রবকরী ।

৮

কপোল-কমলে দিবস ঘাঘিনী
নিরাশার কীটে দংশি'ছে, স্বজনি !

বিষম বদনে হাসিলে কামিনী,
শোভে মেঘগুক্ত হাসি মৌদামিনী ।

৯

এখনো সে হাসি নয়নে আগার
রয়েছে লাগিয়া ; কি বলিব আর
হৃদয় সরসে প্রতিবিশ্ব তা'র,
ভাসি'ছে উজলি' চিত্ত অভাগার ।

১০

পোড়া দেশাচার এমন রতনে,
অযতনে এত কিসের লাগিয়া ;
কিসের লাগিয়া সোণার যৌবনে
বিকচ নলিনী মরে শুকাইয়া ?

১১ .

রাজা রাজারার প্রেমের উদ্যানে
এমন কুসুম দেখা নাহি যায়
পূর্ণিমা নিশীথে শারদ বিমানে,
এমন চন্দ্রমা শোভা নাহি পায় ।

১২

নিরখিলে ওই মলিন বদন,
পাষণ হৃদয় বিদরিয়া যায়,

নিরখিলে তা'র দীন দু'নয়ন,
পাষাণেও, আহা, করুণা জন্মায় !

১৩

পাষণ হইতে নিরেট অধম,
অসভ্য দেশের পাপাত্মা সকল ;
নাহিক হৃদয়, নাহিক মরম,
কাটিতে বরণ করাল কবল ।

১৪

এমন দেশেতে, এমন রতন,
না বুঝি কেমন বিধি বিধিতার,
কা'রে বল দোষি, শোভে কি কখন,
কাকের গলায় কণকের হার ?

অবলা-বান্ধব ।

১

বন্ধের অবলাগণ ! এতদিন পরে,
পোহাইল আমাদের বিবাদ-শরীরী ;
কি হৃথের স্রোত আজি বহি'ছে অস্তরে,
পুলকে কোমল অঙ্গ উঠি'ছে শিহরি' !
ঘুচাইতে অবলার ছুরদৃষ্ট সব,
মিলাইল বিধি এই অবলাবান্ধব ।

২

অবলা অদৃষ্টাকাশে এতদিন পরে,
 একটী নক্ষত্র এই হইল উদয়,
 ইহার বিমলালোকে মন-সরোবরে,
 বিকসিত হ'বে নারী-জ্ঞান-কিসলয় ;
 বঙ্গের সমাজ-শোভা সৌরভে তাহার
 মোহিত হইবে, স্থখে ভাসিবে সংসার ।

৩

ভগ্নাগণ !

পিঞ্জরে আবদ্ধ যেন বনবিহঙ্গিনী,
 আর কাঁদিব না ছুঁখে বসিয়া বিজনে ;
 (অরণ্যে রোদন যেন), শোক-প্রবাহিণী
 উচ্ছ্বসিত হইবে না নির্গম বিহনে ।
 কত আশা, কত ভাব, দিবস রজনী,
 ফুটিয়া অজ্ঞাতে নাহি ঝরিবে অমনি ।

৪

খুলিয়া হৃদয়-দ্বার করুনা-অর্গল,
 কহিব সকল কথা জ্বলের মতন,
 নবীন বান্ধবে, প্রতিদানে নিরমল
 জ্ঞানগুরু উপদেশ, মধুর বচন,

শুমিব অনন্যমনে ; প্রতিলিপি তাঁ'র
রাখিব চিত্রিয়া চিত্ত-ফলকে আবার ।

৫

এস তবে, ভগ্নীগণ ! মিলিয়া সকলে,
অবলা-বান্ধবে করি স্মৃতে সম্ভাষণ,
গাঁথি' কৃতজ্ঞতা-হার বসিয়া বিরলে,
এক সঙ্গে তাঁ'র করে করি সমর্পণ ।
এস, ভ্রাত ! এস, সখে ! এস, হে বান্ধব !
তুমি বঙ্গ-অবলার অনূল্য বিভব ।

৬

কল্পনা-কাননে পশি', কার্য্য-অবসানে,
গাঁথিয়া কোমল ফুলে কবিতার হার,
সাজাইব কলেবর, বিবিধ বিধানে,
বসন্ত সাজায় যথা বসন ধরার ।
দেখা'ব যতেক ফুল ফুটিবে হৃদয়ে,
প্রণয়-গোলাপ কিবা জ্ঞান-কুবলয়ে ।

৭

শারদ চন্দ্রমাতলে, সরোবর-তীরে
বসি' প্রাণেশের কাছে পুঙ্কিত মনে,
নাচিতে ঈশানমালা অতি ধীরে ধীরে,

নৈশ সমীরণ-স্রোতে নিরখি নয়নে,
 শুনাইব পবিত্র প্রণয়-আলাপন,
 দেখা'ব প্রণয় বিশ্বমোহন কেমন ।

৮

কখন মলিন মুখে অবসন্ন মনে
 পতির বিরহে জাগি' সুদীর্ঘ রজনী,
 প্রভাতে পশ্চিমানীলে কোকিলার মনে
 গাইব বিরহ-গীত, কাঁদিবে ধরণী ।
 'নিহার-নয়ন-জলে তিতিবে বসন ;
 স্বনিয়া স্বনিয়া তরু কাঁদিবে তখন ।

৯

কিছা বসি' পতিমনে, অলিন্দ-আসনে,
 নক্ষত্রখচিত নৈশ আকাশের ভলে,
 কিছা চন্দ্রকরতলে শ্যামল প্রাকণে,
 প্রাণপতি-পাশে সুখে বসি' ধরাতলে,
 নিরখিয়া বিশ্ব-শোভা, রচনা-কৌশল,
 শুনা'ব সঙ্গীত, বর্ষি' নয়নের জল ।

১০

কাদম্বরী, শকুন্তলা, দুর্গেশনন্দিনী,
 অক্ষয় ভাণ্ডার হ'তে করিয়া স্মৃতি,

সাক্ষিহস্ত লক্ষ্যমান সমাস-বোধনি,
 সাক্ষা'য়ে বিজ্ঞানগর্ভ কৃত্রিম লিখন,
 নাহি চাহি বাড়াইতে বিদ্যার গৌরব,
 প্রভারিতে সহৃদয় অবলাবাক্যব ।

১১

কেবল কোমল কণ্ঠে তরল বচনে,
 নিরখিয়া কমনীয় কুসুম-কানন,
 নিরখি' বিকচ ফুল প্রীতিফুল্ল মনে,
 ডাকিব করুণাময়ে মুদিয়া নয়ন ।
 বিহঙ্গ কুজন শুনি', পরম স্বনন,
 করিব প্রেমার্জ চিত্ত তাঁহাতে মগন ।

১২

মা মা বলি' গলা ধরি' কোলের বাছনি
 মধুর অক্ষুট স্বরে ডাকিবে যখন,
 আদরে কোমল মুখ চুম্বিতে অমনি
 প্রীতিভরে পরমেশে করিব স্মরণ ।
 পতির পবিত্র প্রেমে, মায়ের মায়ায়
 নিরখিয়া দয়া তাঁ'র প্রতিবিন্দু প্রায় ।

১৩

কেবল অনাথা যত বিধবা ভগিনী,

তাহাদের সমুৎক্ষেপে হইয়া দুঃখিনী,
 কিস্বা পতিপ্রেমে দুঃখী যেই অভাগিনী,
 তোমাকে শুনা'ব তা'র বিষাদ-কাহিনী ।
 কোলিনা-কবল কাল যেই অবলার.
 শুনা'ব কাতর স্বরে তা'র হাহাকার ।

অনন্ত দুঃখ ।

১

রে বিধাত । নির্দয় হৃদয় !
 বাঙ্গালীর এত দুঃখ—এত যন্ত্রণায়,—
 পূরিল না তথাপি কি উদর তোমার ?
 তোমার ভাগ্যে আর, আছে কত তীক্ষ্ণ-ধার
 অস্ত্ররাশি, নাহি জানি ; নাহি জানি, হায়,
 দুঃখিনী বঙ্গের ভাগ্যে কত আছে আর ।

২

মানব-শোণিত, আহা, সহনীয়-যাহা,
 সহিয়াছি ;—আজি ওই কালের নিখাস
 চক্রবাত্য * ভয়ঙ্কর, বিলোড়িয়া চরাচর

বহিল ; সোণার বঙ্গ বিনাশিয়া, আহা !
পশ্চাতে রাখিয়া গেল সমুত্তি বিনাশ ।

৩

কালি পুনঃ মারি ভয়, সংক্রামক জ্বর,
দাবানল রূপে পশি' অঞ্চলে অঞ্চলে,
ভাঙ্গাঙ্গারে পরিণত করিল প্রদেশ শত,
আবার শুনিয়া অঙ্গ কাপে থর থর,
পড়িবে দুঃখিনী বঙ্গ দুর্ভিক্ষ-কবলে ।

৪

মধ্যে মধ্যে বঙ্গ-রাজনৈতিক সাগরে
উঠিল, ছুটিল যেই লহরী নিচয় ;
ভীষণ প্রহারে তা'র, ভাবী আশা বাঙ্গালার
কোথায় উড়িয়া গেল ; জলধি-অস্তরে
পড়েছে বাঙ্গালীকুল—আর নাহি সয় ।

৫

যথা কাকালিনী মাতা-স্নেহেতে গলিয়া,
দুঃখা সমুত্তানের মুখ করি' দরশন,
শুনিয়া কোমল কথা, কণ্ঠ-স্বর-মধুরতা,
পাসরে সকল দুঃখ—হৃদয়ে লইয়া
করিবের ধম, আহা ! জুড়ার জীবন ।

৬

অভাগিনী বঙ্গমাতা, হায় রে, তেমন
 অনন্ত-দাসকে ক্ষীণ দীন পুত্রগণে
 লইয়া শ্যামল বুকে, কাটাইত দিন দুঃখে,
 'ক্লোড়শূন্য করি' বিধি, নিদারুণ মনে
 দুঃখিনীর পুত্র-রত্ন করি'ছে হরণ ।

৭

"মধুসূদনের" শোকে বিবশা দুঃখিনী,
 না হ'তে চেতন, নেত্র মুদিল "কিশোরী";
 তা'র শোক-অশ্রুজল না ছুঁ'তেই বন্ধঃস্থল,
 মাতৃ-কোল দীনবন্ধু গেল শূন্য করি' ;
 জীবর ! তোমারি ইচ্ছা !—দক্ষ অভাগিনী !

৮

হায় ! যথা নির্ঝরিনী-প্রণালী হইতে
 এক ধারা ধরাভলে না হ'তে পতন,
 অন্য ধারা প্রণালীতে আসে হুকু পানটিতে ;
 এক শোক-অশ্রুধারা, বঙ্গের তেমন
 না ছুঁইতে বন্ধঃস্থল, হায় ! আচমিতে

৯

আনি'ছে দ্বিতীয় ধারা নেত্রে দুঃখিনীর,

দ্বিগুণ উছলি' বেগে ;—শোকের সাগরে
উঠি'ছে লহরীচয়, একটী না হ'তে নয়,
ছুটি'ছে দ্বিতীয় উন্মি ভীমবেগ ধ'রে,
মায়ের কোমল প্রাণ করিয়া অধীর ।

১০

দীনবন্ধু নাই !—নীলকর-প্রপীড়িত
কৃষকের কাণে কহ এই সমাচার,
বিদীর্ণ আতপ-তাপে শস্য-ক্ষেত্র মনস্তাপে
নিষিক্ত করিবে অশ্রুজলে অভাগার ।
শুক শস্যরাশি শোকে করিবে অর্জিত ।

১১

দীনবন্ধু নাই !—এই শোক-সমাচার
কাঁদি'ছে সমস্ত বঙ্গ, আসাম, উৎকল ;
কাছাড় কাঁদি'ছে কুকি, বঙ্গদেশে বিধুমুখা
শারদাসুন্দরী স্মৃতি' মুছে অশ্রুজল ।
কাঁদি'ছে হিন্দিতে খোদ্রো, মগধি বেহারে ।

১২

দীনবন্ধু নাই !—বসি' ভারীরাখী-তীরে,
গোপাল কাঁদি'ছে কেহ আপনার মনে ।
এক বুকে কুল-দুই বরষ বরষ কুটি

আজি ছিন্নবস্ত্র এক অন্তর পতনে ।
ভাঙ্গিলে হৃদয়-ঘট যোড়া লাগে ফিরে ?

১৩

দীনবন্ধু নাই !—আহা, কি শুনিতে পাই
যুবক-হৃদয়-বন্ধু—আমোদ-ভাণ্ডার ;—
বালকের আশ্রয়-প্রীতি-রাগ-পারাবার,
প্রাচীনের স্নেহাস্পদ—প্রিয় সবাকার ;
বঙ্গ-পুত্র-রত্নোত্তম,—দীনবন্ধু নাই ;

১৪

স্বকোমল বঙ্গভাষা—দরিদ্রা সদাই—
লভিল যঁহার করে দুর্লভ ভূষণ,
কোড়কৌ লেখনী যঁ'র হাসাইল বাঙ্গালার
পুত্রগণে শেষ তানে—কবিতা-কানন
প্রতিধ্বনিময়—সেই দীনবন্ধু নাই ।

১৫

গেছে চলি' দীনবন্ধু ত্যজি' জীবধাম,
কবিকুঞ্জবনে স্বর্গে করি'ছে বিহার ;
কিন্তু একি শুনি, হায় ! রেখে গেছে এ ধরায় ।

যে 'নবীন তপস্বিনী'--দীনা পরিবার--
পরান্দীন জীবনের শেষ পরিণাম !

১৬

হতভাগ্য দীনবন্ধু যদি দেশান্তরে--
পুণ্যখণ্ডে উরুপায় †--লভিত জনম ।
আজি এই সমাচার, বিষাদে তাড়িত তার
দিগ্দিগন্তরে স্কন্ধে করিত বহন,
হলুস্থল পড়ে যেত পৃথিবী-ভিতরে ।

১৭

ঘোষিত সহস্র দেশ, সহস্র ভাষায়,
কার্ত্তি রাশি--সুমধুর কবিত্ব তাঁহার ;
যে মহৎ শক্তিচয় অন্ধকারে হ'ল লয়
বঙ্গ-কুজবাটিকা-বলে,--প্রভায় তাহার,
হার ! চির আলোকিত করিত ধরায় ।

১৮

যেই পরিশ্রমে ওই দুর্লভ জীবন,
দুর্লভ মানব দেহ করিল পতন ;
রাজ্যান্তরে অন্ধপ্রায়ে, আদি অবলীলাক্রমে,

স্বাধীন রাজ্যের কোষ—দরিদ্রের ধন—
 দুঃখী পরিবার হেতু হ'ত উন্মোচন ।

১৯

রে বিধাত ! অন্ধকার খনির ভিতরে,
 কেন হেন রত্নরাশি কর হে সৃজন ?
 এমন হিমালী দেশে, কেন পদ্ম পরকাশে,
 হইবে না যথা পূর্ণ বিকাশ কখন ;
 কি স্তম্ভ ফুটিয়া ফুল অরণ্য-অন্তরে ?

২০

গেলে সখে!—নাহি দুঃখ—ফুরাইল হা-
 বাসালী-জীবন-দুঃখ চির দিন তরে ;
 যেই রাজ্যে প্রবেশিলে, সব জ্বালা জুড়াইলে,
 কেবল পরাগ কাঁদে স্মরিয়া অন্তরে
 অনাথ সম্মানগণে, অনাথিনী যায় ।

২১

দীনবন্ধু ! গেলে বন্ধু-চিত্ত শূন্য করি',
 কিন্তু যত দিন চিত্ত থাকিবে জাগ্রত,
 তব প্রীতিপূর্ণ বাণী তব প্রেম যুগ ধানি
 জাগ্রতে স্মরণ-পথে ভাসিবে সতত ;
 স্বপনে শুনিব তব রসের লাহরী ।

২২

এক অনুরোধ, সখে !—তুমি চিরদিন
 দুঃখিনী বঙ্গের দুঃখে করেছ রোদন,
 এখনো সে অশ্রুজল করে যেন ছল ছ
 নেত্রে তব ; কাঁদাইয়া সে দীন নয়ন
 জিভাসিও বিধাতারে—“আর কত দিন—

২৩

আর কত দিন এই দুঃখের অনল
 র'বে প্রজ্জ্বলিত বঙ্গে ? শুনিয়াছি ভবে
 সকলের শেষ আছে, সকলেই মরে যাঁচে,
 ধরাতলে কিছু নাহি চিরদিন রবে ;
 বঙ্গের কি দুঃখ, আহা ! অনন্ত কেবল ?”

চিহ্নিত সুহৃদ ।*

এস, এস, সখে ! প্রিয় দরশন !—
 বাল-সহচর !—অনন্য-হৃদয় !
 শৈশবে, সলিলে সলিল যেমন,
 উভয় হৃদয় হইয়াছে ময় ।

Copyrighted Friend.

তোমার আমার জীবন-যুগল,
 এক বক্ষে দুই লতার মতন ;
 শৈশবে যখন হৃদয় কোমল,
 অনন্ত বেষ্টিমে করেছে বেষ্টিন ।

২

এক বিদ্যালয়ে পড়েছি দু'জনে,
 একই প্রাঙ্গণে করেছি খেলা,
 সম সুখদুঃখে ভাসিয়াছি মনে,
 সরল হৃদয়ে শৈশব বেলা ।
 যেই প্রেমে ধরি' গলায় গলায়,
 যাইতাম সুখে অধ্যয়ন তরে ;
 যেই প্রেমে ধরি' গলায় গলায়,
 অধ্যয়ন করি' আসিতাম ঘরে ।

৩

সেই প্রেম—কত বৎসরের পরে
 উছলি'ছে আজি, হৃদয়ে আমার,
 নিদাঘে বিস্তৃত পর্বত-নির্ঝরে,
 যেন হল' আজি বরিষা সকার ।
 সেই স্রোতে এই কএক বৎসর
 গিয়াছে ভাসিয়া ; আজি মনে লর,

জুড়া'তে কৈশোর-বিদগ্ধ অন্তর,
কিরে এল সেই শৈশব সময় ।

৪

সংসার সাগর—চিন্তার তরঙ্গ—
দারিদ্র্য-দহন—দাসত্ব-দংশন—
যেন অকস্মাৎ হ'ল স্বপ্ন ভঙ্গ,
বোধ হইতেছে, সকলি স্বপন ।
আইস আবার গলায় গলায়,
কহি—শুনি—সুখদুঃখ-সমাচার,
বিদেশে, বিভূমে, ঈশ্বর-কৃপায়
আছিলে ত ভাল—বল, একবার ?

৫

ছুঃখিনী ভারতে অকূল সাগরে,
ভাসাইয়া যবে চলিলে সখা,
কি ভাব উদয় হইল অন্তরে,
দেখিয়া মলয়-অচল-রেখা ?

মলয়াবারের তীরে সুবন্ধিন

মিশাইল যবে জলধি-জলে ?

মলয়-অচল উজ্জ্বল নীলিম

মিশাইলে নীল আকাশ-তলে ?

৬

পার্থিব জগৎ, ছায়াবাজিপ্রায়,
লুকাইলে দূরে ; অসীম আকাশ
সদীপ্ত মণ্ডলে ঘেরিয়া তোমায়,
চাঁদ্রিল যখন নীলাশু-নিবাস ;
চন্দ্রানন্বে যেন সন্যাসে ফেলিয়া
অসীম জলদি, বীরদর্পভরে,
সাজিল যখন উদ্গি আশ্ফালিয়া,
কি ভাব উদয় হইল অন্তরে ?

৭

কি ভাব উদয় হইল অন্তরে ?
লজিয়া যখন ভীম পারাবার,
লজিয়া—হায় রে ! হৃদয় বিদরে,—
অভাগা বাঙ্গালি-অদৃষ্ট দুর্ব্বার,
অদূরে যখন করিলে দর্শন
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম খেত ত্রিটনীয়া,
(বঙ্গাকর-গর্ভে রহ্ন সর্বোত্তম !)
হৃদয় কি তব উঠিল পাচিয়া ?

নিষ্কীৰ্ণ, দুর্ব্বল, বাঙ্গালি-অদৃষ্ট

নাছিল কি, সাথে । নাহিলে যখন
 ব্রিটেনীয়া-ভীয়ে ? কবিগণে কয়
 ইংলও পরশে হয় বিমোচন
 আজন্ম দাসের দাসত্ব বন্ধন ;
 পাপরাশি যথা জাহ্নবী-পরশে ।
 কিন্তু ভারতের লতার বেফঁন
 চিরলৌহনয় কুরদৃষ্ট-বশে !

৯

ইতিহাস কহে অভাগী ভারত
 ব্রিটেনীয়া-শিরে মুকুট-রতন ;
 কিন্তু সেই রক্ত কোথায়, কি মত,
 ব্রিটেনীয়াবাসী ভাবে কি কখন ?
 ভাবে কি কখন,—অভাগিনী পড়ি'
 হিমাঙ্গি-গহবরে, সমুদ্র-ভিতরে,
 (বহে শত নদী অশ্রুধারা-ঝরি' !)
 মুমূর্ষার মত রহিয়াছে প'ড়ে ?

১০

ভারত-জীবন যাহাদের করে,
 জানেন কি তাঁ'রা ভারত অমর ?
 পোড়াও আগুনে, ডুবাও সাগরে,

মম্বুর্ষু জীবন হ'বে না অন্তর !
 কিন্তু মুছাইয়া নয়নের জল,
 কর ক্ষীণ দেহে জীবন সঞ্চার,
 আবার ভারত ছাড়ি' হিমাচল,
 তুলিবে মস্তক—মরি ! দুরাশার

১১

কি শখ ছলনা ! নাহি কাজ আছে ।
 বল বল, সখে ! দেখেছ কি তুমি,
 পতিতা বিগত-বিপ্লব-প্রবাহে
 জগত গৌরব ফ্রান্স্ বীরভূমি ?
 ফরাসি-গৌরব-সমাধি “সিডনে”
 দাঁড়াইয়া শোকে বিষাদে নিহবল,
 ফরাসি-অদৃষ্টে—বান্ধালি-নয়নে
 ঝরেছিল কি হে এক বিন্দু জল ?

১২

রুসিয়া, প্রুসিয়া—নব গৌরবিনী,
 রণ-রঙ্গ-ভূমে সিংহিনী যুগল ।
 চলি'ছে রুসিয়া দক্ষিণরাষ্ট্রিনী,
 ত্রিটিশ হর্যাক কটাক্ষে বিহবল ।
 এক দিকে ফ্রান্স্ ভূতল-শায়িনী,

অন্যত্র প্রসিয়া হঠাৎ প্রবল,—
মরি, দুই চিত্র !—ভাবপ্রবাহিনী !—
অন্ধ মানবের কি শিক্ষার স্থল !

১৩

আর এক পদ !—একেবারে তুমি
ডুবিলে অদৃষ্ট-অতল-মাগরে,
সম্মুখে তোমার রোম-রঙ্গ-ভূমি,
চিহ্নমাত্র আছে নদ টাইবারে !
ভুবনবিজয়ী অভিনেতৃগণ
সময়ের গর্ভে হইয়াছে লয় ;
জগত-বিশ্বায় কীর্তি অগণন,
কলকলে ওই নদে মাত্র কয় !

১৪

গ্রীসের গৌরব-শ্মশান-যুগল—
স্পার্টা, এথেন্স—করিয়া দর্শন,
ঝরিল'না, মখে ! নয়নের জল,
হস্তিনা, অমোধ্যা, করিয়া স্মরণ ?
তীর্থ “ধর্মিপলি” দেখেছ কি, হায় !
শতাব্দে যথা, রক্তে আপনার,

স্বাধীনতা-রত্ন রক্ষিল হেলায় ?

ভারতে আমরা ভুলনায় তা'র——

১৫

যা'ক্ সেই দুঃখ !—কি হ'বে বলিয়া ?

বল, সখে, তব আছে কি স্মরণ ?

যাইতে ইংলণ্ডে, অশ্রুতে ভাসিয়া

বলেছিলে—মনে আছে কি এখন ?

বলেছিলে—“মাতঃ ভারত দুঃখিনি !

তব দুঃখে, মাতঃ, হৃদয় বিকল ;

সহিতে না পারি, দিবস বামিনী

ভারত-বৈধব্য—মাতৃ-চিতানল !”

১৬

অকূল, দুর্লভ্য সিন্ধু অতিক্রমি',

বীরহের খনি ব্রিটনে পশিয়া ;

জগৎ-জীবন ইউরোপে ভ্রমি',

আসিয়াছ, সখে ! কি কল লভিয়া ?

শিখেছ সাহিত্য, শিখেছ দর্শন ;

শিখেছ গণিতে নক্সত্রমণ্ডল,

কিন্তু তাহে, সখে ! হ'বে কি বারণ

“মাতার রোদন,—মাতৃ-চিতানল ?”

১৭

ইংরাজের শাস্ত্র, ইংরাজের কেশ,
 ইংরাজি আহার--প্রিয় ব্রাণ্ডজন,
 আনিয়াছ, সখে ! ইংরাজের বেশ,
 কিন্তু ইংরাজের কই বীর্য্য বল ?
 কই ইংরাজের তীক্ষ্ণ তরবার ?
 কই ইংরাজের দুর্জয় কামান ?
 কই ইংরাজের সাহস অপার ?
 নিঃশচর্য্যে তুমি মেঘ অল্প প্রাণ !

১৮

হ'য়েছ "চিহ্নিত !"—কিন্তু সেই চিহ্ন
 তব পক্ষে, হায় ! কলঙ্ক কেবল,
 সেই চিহ্নে, সখে ! হইবে না ছিন্ন
 দীনা ভারতের অদৃষ্ট-শৃঙ্খল !
 বিনিময়ে যদি আসিতে লইয়া,
 অস্ত্রচিহ্ন ক্ষত শরীরে তোমার,
 আজি বঙ্গদেশ আনন্দে কাঁদিয়া,
 প্রকালিত চিহ্ন করি' অহঙ্কার ।

১৯

হ'বে কি সে দিন,—কে করে গণনা,

যেই দিন দীন। ভারত-তনয়
 শিখি' রণনীতি, করি' বীরপণা,
 রক্তাক্ত শরীরে ফিরিবে আসয় ?
 সেই দিন যেই জয়-জয়-ধ্বনি
 তুলিবে ভারত, আনন্দে বিহ্বল,
 গুনিয়া সে ধ্বনি, হইবে অমনি
 হিমাद्रি চঞ্চল, সমুদ্র অচল ।

উত্তর ।

১

নিবুক্ নিবুক্, প্রিয়ে । দাও তা'রে নিবিবারে,
 আশার প্রদীপ ।
 এই ত নিবিতেছিল, কেন তা'রে উজলিলে ?
 নিবুক্ সে আলো, আমি
 ভুবি এই পারাবারে ।

২

কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ, যুগ কত,
 কত যুগান্তর ;
 এই আলো লক্ষ্য করি', জীবন সিঁদুর-নীরে,

দিনস যামিনী, প্রিয়ে !

ভাসিয়াছি অনিবার ।

৩

এখন সে আশা-আলো, হায় ! দূর-দরশন,

সুদূর-স্বপন !

কত বার পাই পাই, উন্মত্ত অন্তরে ধাই,

চাকারের আকিঞ্চন,

যথা চন্দ্র-পরশন ।

৪

কিবা স্মৃতি, কিবা দুখ, কিবা দেশ, দেশান্তরে,

জাগ্রতে, নিদ্রায়,

স্থিরনেত্রে অনুক্ষণ করিয়াছি দরশন,

এই আশা-আলো, প্রিয়ে !

হায় রে, বিষাদভরে !

৫

প্রচণ্ড তপন-ত্রাস কালের তিমিরে, হায় !

এই কীণালোক

হ'য়ে ক্রমে কীণতর হ'তেছিল নির্বাপিত,

কেন অকল্পণ প্রাণে,

জ্বলানিলে পুনরায় ?

৬

নিবুন্ধ, নিবুন্ধ, প্রিয়ে! দাও তা'রে নিধিবারে,
 জ্বালিও না আর ;
 উন্মত্ত জলধি রূপ, উন্মত্ত জীবন-জলে,
 অন্ত যাক্ শেষ-তারা,
 হ'ক্ সব অন্ধকার !

৭

“পাষণ মানব মন, সময়েতে সব সয়”—
 জানি প্রিয়তমে !
 “পাষণ মানব মন, সময়েতে সব সয়,”—
 কিন্তু সে পাষণ মন,
 আশা ছাড়িবার নয় ।

৮

প্রেমের অমর বর্ণে, আশার কোমল করে,
 চিত্রিত যে ছবি,
 কালের অনন্ত জলে, আজীবন প্রক্ষালনে,
 পাষণ মনের ছবি,
 প্রক্ষালিতে নাহি পারে ।

৯

আশার আলোকে যেই কিং-বিনোদিনী ছবি

পড়েছে পাষাণে,
 পাষাণ-হৃদয়ে ধরি', ভাসি আশালোক চেয়ে,
 আশাময় আলিঙ্গনে,
 তরলিত হয় যদি ।

১০

কি সে আশা? কা'র ছবি? জীবন কাহার ধ্যান,
 বলিব কেমনে?
 বলিব কেমনে, হায়! প্রেয়সি! তোমার কাছে,
 আশা, তব ভালবাসা;
 আশাময়ী,—তুমি প্রাণ?

১১

কমা কর প্রিয়তমে, ছুরাশায় মত্ত আমি,
 উন্মত্ত পামর;
 কমাকর, দয়াময়ি, বিদীর্ণহৃদয় জনে,
 কমাকর ক্ষণপ্রভা।
 উন্মত্ত প্রলাপ বাণী।

১২

হায়, যেই আশা-স্বপ্ন, অন্তর অন্তরে যম
 ছিল লুকায়িত;
 কেহ না জানিত বাহা, বিনা সে অন্তরযামী,

আদরে রাখিয়াছি
দরিদ্রের ধন সম ।

১৩

“পাশাণ মানব মন, সময়েতে সব সময়,—
শুনিলাম যবে ;
শোণিতে বিজলী বলি’, হৃদয় বিদীর্ণ হ’ল,
আজি সেই স্বপ্ন-কথা
হইল জগতময় !

১৪

নির্বাপিত প্রায় আশা, আবার হইল আজি
দ্বিগুণ উজ্জ্বল !
আবার পাশাণে, প্রিয়ে, তব চিত্র দেখা দিল,
জীবন-সিঁদুর জল
হাসিল আলোকে সাজি’ ।

১৫

কিন্তু রূথা আশা, প্রিয়ে! যা’বে দিন, যা’বে মাস,
বর্ষ, যুগান্তর ;
কলিবে না আশা মম জীবনের এই তীরে
কিন্তু অন্য তীরে, প্রিয়ে ।
পুরাইল অভিলাষ ।

কি !—

গাইব না কেন ?—অবশ্য গাইব ।
 গায় নাকি কভু স্তম্বরবিহীনে ?
 হ্রস্বে, বিষাদে,—প্রণয়ে, বিরহে,—
 শোকে, স্তবে, হায় ! হ'লে উচ্ছ্বসিত
 হৃদয় তাহার ? ছুটিলে, হায় রে,
 মানব হৃদয়ে ভাবের প্রবাহ ?

আসিলে বরিষা, সলিল-প্রবাহে
 হয় না কি শুষ্ক পর্বতবাহিনী,
 কলকল্লোলিনী,—কূলবিপ্লাবিনী ?
 আসিলে বসন্ত, গোলাপের সনে
 ফুটে না কুসুম, কুসুম-কাননে ?
 গায় না কি কাক কোকিলের সনে ?

হায়, এই জড় অজড় জগতে,
 কে বল নীরব ? নাই'ছে সকল ।
 গর্জি'ছে অলসি, মগ্নি'ছে অসুত,

ডাকে পশু, গায় বিহঙ্গ নিকর ।
 আমি নর কেন নীরবে থাকিব ?
 গাইব না কেন ?—অবশ্য গাইব ।

৪

“গাও তুমি ; কিন্তু শুনিবে না কেহ,
 ঋষভ-কুণ্ঠের নির্বোধ তোমার” ;—
 বলিতেছ তুমি ? শুনিও না তুমি
 সঙ্গীত আমার । ডমরু-বিনাদে
 নাচিবে ভুজঙ্গ কণা আশ্ফালিয়া ;
 পশিবে মণ্ডুক সভয়ে বিবরে ।

৫

মন্দিরে জীমূত ; ঘোর গরজনে
 গায় গিরি ; নাচে গায় পারাবার ;
 হাসে “বিদ্রুদ্ধান্ন ক্ষুরগ চকিত ;”
 সে রণ-সঙ্গীতে, মরি, হাসি পায়—
 ফুলি’ অভিযানে উড়ায়ে পেশব,
 নাচে সগরবে নিরলঙ্কার শিখিনী ।

৬

আজি বঙ্গদেশ নিরলঙ্কার শিখিনী,
 তুমি এক ক্ষুর চকিত তাহার ।

মৃদু'র্ভ ঝলসি' দর্শক-নয়ন,
 ষাটি কোটি পুচ্ছে—পশিবে আবার ।
 তব তরে নহে মম এ সঙ্গীত,
 তব নাট্যশালা—ওই সুসজ্জিত !

৭

গাই'ছে রমণী, শুনি'ছে রমণী,
 নাচি'ছে রমণী, দেখি'ছে রমণী,
 রমণীর নৃত্য, রমণীর গীত ;
 রমণীর রাজ্য, রমণী-শাসিত ;
 প্রমীলার পুরী আজি বঙ্গদেশ ।
 মম এ সঙ্গীত বিড়ম্বনা শেষ ।

৮

যথায় আদর কোকিলা-কণ্ঠের ;
 অবশ পুরুষ দেয় করতালি
 রমণী-ব্যায়ামে,—জঘন্য প্লেমটায়
 যথায় দাসত্ব-শৃঙ্খল-শিঞ্জিত ;
 লক্ষ্মী চেয়ে, লক্ষ্মী টপ্পার আদর ;
 তথা এ সঙ্গীত, মানি—হাস্তকর ।

৯

গর্ভেছিল এই সঙ্গীত আমার,

পাঞ্চজন্যে মহাকুরুক্ষেত্র-রণে ;
 শিক্তিনী-শিক্তনে, অস্ত্রের বজ্রনে,
 রথের ঘর্ঘরে, ঘোর সিংহনাদে ।
 সেই সঙ্গীতের হইয়াছে, স্থায় ।
 শেষ তান লয় 'চিলেনুওয়ালায়' ।

১০

আজি সেই বীর সমাধি-ভবনে
 জাগিবে কি সেই সঙ্গীত আবার ?
 এই রাশিকৃত শীতল অঙ্গারে
 এক কণা অগ্নি হ'বে কি সঞ্চার ?
 লোহে লোহে হয় অগ্নি উদগীরণ ;
 লোহায়, অঙ্গারে ?—ভগ্নের নির্গম !

১১

ভস্মরাশিময় আজি এ ভারত,
 কে শুনিবে বীর-সঙ্গীত আমার ?
 কি আছে ভারতে, গাইরে যে কবি,
 ঢালিয়া অমৃত ভগ্নের কিতর ?
 বরঞ্চ পশিয়া হিমাদ্রি-কন্দারে
 শুনা'ব সঙ্গীত ওই কেশরীয়ে ।

১২

গাইব তাহার ভীত পরাক্রম,
গাইব তাহার বীর অবয়ব,
গাইব তাহার দুর্জয় নখর,
গাইব তাহার গর্জন ভীষণ ।
অতৃপ্ত উদর,—অসংখ্য মশন,—
গাইব তাহার রক্তিম লোচন ।

১৩

শুনিয়া সঙ্গীত, নাচিবে নিজ্জীব
মহীরুহচয় ভ্রজ আশ্ফালিয়া ;
জাগিবে পামাণ ; গর্জিবে জীমূত
বনে দাবানল উঠিবে জলিয়া ।
গা'বে প্রতিধ্বনি ভীষণ নির্ঘোষে,
দূরে মহাসিদ্ধ উভরিবে রোষে ।

১৪

কিন্ধা বসি' গেই মহাসিদ্ধ-ভীরে,
মহা-অশ্রুসহ কণ্ঠ মিশাইরা
গাইব নির্ঘোষে সঙ্গীত আকাশ
মহানন্দে, মহাসিদ্ধ উচ্ছসিয়া ।
শুনিয়া সঙ্গীত কন গরজিয়া,
ঘন ঘনরাশি আগিবে উড়িয়া ।

ফাটিবে জলদ ; ছুটিবে বিদ্যুৎ—
 তীব্র অগ্নিবাণ বিদারি' গগন !
 মাতিবে জলধি ; ছুটিবে তরঙ্গ—
 বরুণাস্ত্র শত, সহস্র—ভীষণ !
 তখন আনন্দে করিয়া কান্দার,
 রণরঙ্গে কবি পা'বে পুরস্কার ।

অপ্রকৃত স্বপ্ন ।

বিদেশে, বিজনে, আহা ! নির্বাসিতপ্রায়,
 দিবস রজনী জ্বলি' বিরহ-জ্বালায়,
 ভাসে যে অভাগা সদা নয়নধারায়,
 কল্পনা পাপিনী তা'রে প্রতারিতে, হায়,
 কতই মোহিনী মূর্তি করে প্রদর্শন,
 কতই কুহকে করে বিমোহিত মন ।
 কখন ছল্লস্যা সিদ্ধু ঘনীল লহরী,
 বিশাল পর্বতশ্রেণী সুখে পরিহরি',
 চিন্তাদগ্ধ এই চিত্ত করিয়া হরণ
 স্বদেশে, স্বজন-কাছে, করে বিচরণ ।

বিরহে মলিন মম হৃদয়ের মণি,
 মাতৃপিতৃহীন ভ্রাতা, অভাগা ভগিনী,
 কেমনে কাঁদি'ছে তা'রা মা মা মা বলিয়া
 কাতর নয়নে শূন্য গৃহ নিরখিয়া !
 একে একে সব চিত্র করি প্রদর্শন,
 একেবারে শোক-শিখা করে উদ্দীপন ।
 কখন বা ছায়া-পথে নন্দন কামনে
 ল'য়ে যায় করে ধরি', সঙ্গিনী কল্পনে ।
 পারিজাত-পরিমল, অমৃত-সিঞ্চনে,
 আমোদি'ছে, বহি চির বসন্ত পবনে ।
 ত্রিদিব সঙ্গীতে মোহে শ্রবণ-বিবর,
 অমর উন্মত্ত যাহে, কিবা ছার নর ?
 ভুলিয়া পিতার শোক, জননী-বিয়োগ,
 করে চিত্র অনুভব অমর-সংযোগ :
 কি বলিব গন্ত নিশি মজিয়া চিন্তায়,
 শুইলাম মনোহুঃখে কষ্টক-শয্যায় ;
 দক্ষিণে গবাক্ষ দ্বার করি' অমর্গল,
 বহিতেছে মলয়ের স্রোত অবিরল ।
 একটি চন্দের রশ্মি, ছাড়ি' বাতাসন,
 পতিত হইল মরুভূমিরে তখন ;

মম দুঃখে শশধর হইয়া কাতর,
 জুড়াইতে চিত্ত যেন বাড়া'লেন কর ।
 কতই ভাবনা মনে হইল উদয়,
 ফুটিয়া কতই আশা পাইল বিলয় ।
 সরল শৈশব ক্রীড়া, কৈশোর প্রমোদ,
 পিতার বিরোগ—(আহা ! হ'ল কণ্ঠরোধ)
 দরিদ্রতা-নিবন্ধন ভিক্ষা ঘারে ঘারে,
 জননী-বিরহানল, অভাগা ভ্রাতারে,
 একে একে সব কথা হইল স্মরণ,
 ভাবনায় ক্লান্ত নেত্র মুদিলু তখন !
 স্বপনের যবনিকা হ'ল উদঘাটন,
 দেখিলাম দিব্য এক আনন্দ ভবন
 শোভি'ছে বলসি' নেত্র রঙ্গভূমি প্রায়,
 আমোদ-লহরী তাহে ছুটিয়া বেড়ায় ।
 আমোদে খেলি'ছে শিশু হাসিয়া হাসিয়া,
 আমোদে জ্বলি'ছে আলো কাঁপিয়া কাঁপিয়া ;
 আনন্দে কাচের শাসি প্রতিবিম্ব তার,
 দেখাই'ছে থেকে থেকে ; বাহিরে আবাস
 হাসিতেছে চন্দ্রালোক সব দুর্কাবলে ;
 হাসে ধরা ঢাকি' মুখ কোয়লি' অন্ধলে ;

প্রাঙ্গণেতে ঝাউগগ স্বনিয়া স্বনিয়া
 গৃহস্থে কল্যাণ করে আনন্দে মাতিয়া ।
 যুগল রমণী মূর্তি বিজলীর প্রায়,
 প্রবেশিল রঙ্গভূমে, রূপের আভাষ
 লজ্জায় প্রদীপালোক হইল মলিন,
 প্রভাকর করে যথা শশধরে দীন ।
 তুশ্যামল জ্যোতিঃপূর্ণ কোন ভাগ্যবান
 ধরাতলে নাহি বুঝি তাহার সমান,
 বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীর করেতে ধরিয়া,
 আনিলেন সগৌরবে, ধনুক ভাঙ্গিয়া ;
 নৃপতি সমাজে, যথা জানকী-জীবন,
 আনিলেক জনকের দুহিতা রতন ।
 প্রাণেশের কয়ে কর জানকী স্তম্ভরী,
 লাজে অবনত মুখ অঞ্চল আবরি’;
 হাসিলেন প্রিয়তম গৌরবের ভরে,
 হাসিলেন এ রমণী প্রফুল্ল অন্তরে ।
 আবার নবীনা প্রতি করি নিরীক্ষণ,
 অপক্লপ রূপকান্তি বসন ভূষণ,—
 মাতৃস্নেহ-পূর্ণ হাসি হাসিয়া আবার,
 নয়ন পল্লব ধীরে দামিল তাঁহার ।

প্রাচীরের কাছে স্বর্ণ প্রতিমার প্রায়
 দাঁড়াইয়া, জগন্মাতা জিনিয়া উমায় ।
 নিরখিয়া চিত্রভ্রম জন্মিল অন্তরে,
 ভাবিলাম গৃহস্থামী বুঝি শ্রদ্ধাভরে
 চিত্রিয়াছে প্রাচীরেতে, প্রেমের বরণে,
 পূর্ণলক্ষ্মী প্রতিমূর্তি এ মর ভবনে ।

মায়ের মমতাপূর্ণ বদন তাঁহার,
 ইচ্ছা হ'ল, নিরখিয়া ডাকি বারম্বার
 মা মা বলি ; একবারে হই বিস্মরণ
 অভাগার মাতৃশোক, জুড়াই জীবন ।
 অমনি দুঃখিনী মায়ে হইল স্মরণ
 নীরবে নয়ন-নীল হইল পতন ।

শোকেতে কাতর হ'য়ে নবীমার পানে
 দেখিলাম, যেন শশী বিরাজে বিমানে,
 বিরাজি'ছে রূপবতী নবদুর্গা প্রায়,
 বারেক দেখিলে মূর্তি নয়ন জুড়ায় ।

কোমল কনককান্তি, প্রসন্ন বদন,
 উজ্জ্বলিত দর্শকের হৃদয়-গগন ।

কৌলিষ্ঠ-কালিমা কিহু পড়িয়া তথায়,
 বিধাতার নিদারুণ হৃদয় খালায় ।

রূপরাশি প্রতিবিন্দু পড়িয়া নরনে,
 শোভিতেছে নৈত্র শুভ্র সুনীল বরণে ।
 পূর্ণচন্দ্র কররাশি জলদমালায়
 গরদে সেমন শুভ্র বর্ণ শোভা পায় ।
 কিস্বা যথা মরকত স্নান পাতায়
 পরস্পরে সমধিক সৌন্দর্য্য বাড়ায় ।
 পরিধান পেশোয়াজ, খচিত কাঁচলি,
 নীলাম্বর শোভাপায় বরণ উজ্জলি';
 কারুকার্য্য, দীপালোকে সহস্র নয়ন
 প্রকাশিয়া, দেখিতেছে অতুল বরণ ।
 নবীন প্রণয়বশে নয়ন চপল
 হাসি'ছে, হাসিতে পূর্ণ অধর যুগল ।
 তরল সে হাসি, আহা ! সত্য তথায়
 বিরাজি'ছে যেন স্থির বিজলীর প্রায় ।
 আবার সে মুখশলী গভীর কথন,
 ঝড়-প্রতীক্ষায় যথা জলধি-জীবন ।
 সরলে তুলিয়া মুখ, সরল নয়নে
 চাহিল সরলভাবে, রিকাসি' দশনে
 সরল স্নানর হাসি ; এ চিত্ত-দর্পণে
 প্রতিবিন্দু ছলে হাসি হাসিল তখনে ।

চারি চক্ষু মুহূর্তক হইল মিলন,
 আবেশে সে পদ্যনেত্র মুদিল তখন ।
 এই দৃষ্টি প্রবেশিয়া হৃদয়ে আমার,
 খুলিল এ অভাগার স্মৃতির দুয়ার ।
 স্বদেশে—স্ববাসে মন উড়িল তখন,
 প্রেমের প্রতিমা কত করিলু দর্শন ।
 কখন বা সহোদরা ভগ্নী চতুর্দয়ে,
 “কভু মম অভাগিনী এ পোড়া হৃদয়ে
 হইল উদয়, আছা ! কি বলিব আর,
 প্রণয়-পূরিত হ’ল হৃদয় আমার ।
 ঢাকিল ভাবনা-মেঘে হৃদয়-আকাশ,
 ঘূর্ণিতে লাগিল ধরা, গগন, আবাস ।
 অমনি রমণীষয় কোমল চরণে
 প্রবেশিল ধীরে ধীরে রজত-প্রাঙ্গণে ।
 বহুক্ষণ প্রেমভরে চুম্বিয়া চরণ,
 বলিলেন ঝিল্লিরবে,—“সার্থক জীবন ।”
 কৌমুদী সন্নেহে কর’ করি’ প্রসারণ,
 উভয়েরে শান্তভাবে দিল আলিঙ্গন ।
 মলয় ঘোমটা খুলি শব্দরৌপকার
 দেখাইল বুখচক্স, বলিল লজ্জায় ।

দেখিয়া পাদপচয় স্বন স্বন স্বনে
 ধাতার কোশল তা'রা গায় প্রেমভরে ।
 চলিলেন মা আমার কোমল চরণে,
 যথা লক্ষ্মী তেয়াগিয়া জলধি-জীবনে ।
 চলিলা নবীনা গর্বে যৌবনে মাতিয়া,
 চলে যথা তরঙ্গিনী নাচিয়া নাচিয়া
 চন্দ্রের কিরণতলে, সুনীল সাগরে,
 বহে যবে সমীরণ শাস্তবেগ ধ'রে ।
 চলি'ছেন মহাগতি সম্মুখে সবার,
 পত্নীভাবে প্রবীণায় দেখি বারম্বার ;
 নবীনা পশ্চাতে চলে লহরী-চলন,
 সেই ধন্ত এই স্বা'র কণ্ঠের ভ্রমণ ।
 প্রেম-স্বখে বুদ্ধি তা'র হৃদয় অচল,
 না জানি কাহার এই পূর্ব পুণ্যফল !
 দেখিতে দেখিতে সব হ'ল আদর্শন ;
 চড়াং করিয়া ঘুম ভাঙিল তখন ।
 এমন প্রতিমা কি হে দেখিব আবার ?
 দেখি নাই এই জন্মে—দেখিব না আর ।
 কি জাগতে, কি নিদ্রায়, স্বপ্ন-সময়ে
 এই দুই মূর্তি যম আগিবে ফাটবে ।

পাগলিনী।

১

পাগলিনি রে আমার !

এই কান্না, এই হাসি ; এই আনন্দের রাশি ;

এই দেখি মুখচন্দ্র বিষাদে আঁধার ;

এই নাচ, এই গাও ; এই যাও, ফিরে চাও ;

এই হৃদয়ধাম, এই গলায় আবার ;

পাগলিনি রে আমার !

২

চকল চিত্তের স্রোত ;—

কিবা স্তব্ধ, ছুঃখ তার স্থির না থাকিতে পায়,

ভেসে যার স্রোত ক্ষুদ্র তুণের আকার ;

এই প্রেম বয়িষায়, সেই স্রোত পূর্ণ কায়,

এই মান নিদাঘেতে বিগুহ্ণ আবার ;

পাগলিনি রে আমার !

৩

পিঙ্করের পাবী ভূমি ;

বেড়াও পিঙ্কর মাঝে, চরণে-শৃঙ্খল বাজে,

নাহি জ্ঞান, আনন্ডেতে গাও অনিবার

বক্তাব সঙ্গীতরাশি, আঁধারে স্রোতের বাশী ;

যে বুলি বলাই তাহা বস আর বার,
পাগলিনি রে আমার !

৪

এই পাগলিনী মূর্তি,—

একমাত্র বাঙ্গালির দুঃখ সাগরের তীর,
এই মূর্তি,—একমাত্র গৃহ-অলঙ্কার ;
বাঙ্গালির শূন্য ঘরে এই মূর্তি শোভা ধরে,
অন্য মূর্তি কদাচিৎ শোভিবে না আর,
পাগলিনি রে আমার !

৫

শোভিবে না আহ্লাদিনী !

আহ্লাদিনী বঙ্গ-ঘরে ! বিধ্বংসী মহীধরে !
মরুভূমি মধ্যে যুগভূমিকা সঞ্চার !
জ্বলিতেছে চিতাশ্রায় যাহার হৃদয়, হায় !
তাহার আলিয়ে কিলে আহ্লাদ আবার ?
পাগলিনি রে আমার !

৬

শোভিবে না বিষাদিনি !

বাহিরের ছঃখানলে নিরন্তর চিত্ত জ্বলে,
তাহাতে বিষাদ যদি গৃহেতে আবার,

হতভাগ্য যন্ত্রবানী, হইবেক ভস্মরাশি,
কোথার জুড়া'বে এই যন্ত্রণা তাহার ?
পাগলিনি রে আমার ।

৭

গম্ভীরা ত্রাণিকামূর্তি ।
নাহি সুখ, নাহি দুখ, সতত বিষম মুখ,
পাপে অনুতাপে চিন্ত দহে অনিবার !
এই পাপরাশি, হায় ! যা'বে কোন্ তপস্যায় ?
এত পাপ যা'র ঘরে, কি সুখ তাহার ?
পাগলিনি রে আমার !

৮

নাহি চাহি কোন মূর্তি ;—
আহ্লাদিনী, বিষাদিনী, কিম্বা পাপপ্রয়াসিনী,
নাহি চাহি অন্য ছবি গৃহেতে আমার,
ওই কান্না, শুই হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
ওই বালিকার শূন্য-হৃদয় তোমার,
পাগলিনি রে আমার ।

৯

কলিয়া অনন্ত দুঃখে,
যবে-যবে কলেরব্রে, কিরিয়া আশির বরে,

দেখিব বিষাদে মাথা সকল সংসার,
তখন হাসিয়া স্নেহে, কোমল প্রগল্ভমুখে,
ধরিয়া গলায় মম, হাসিও আবার,
পাগলিনি রে আমার !

১০

কিস্বা যদি হাসিমুখ,
দেখ, প্রিয়ে ! কোন দিন, বিদ্যাৎ,কৌমুদী লীন
অদর টিপিয়া, (শুনি স্নেহ-সমাচার),
“পাই নাথ ! যেই স্নেহ, নিরখি তোমার মুখ,”—
বলিও—“তাহার কাছে, কি স্নেহ আবার !”
পাগলিনি রে আমার !

১১

এই বরিষার মত,
তব মুখে সদা দেখি, মেঘে চন্দ্রে মাথামাখি,
মনে বিদ্যাতেতে মাথা আদর আমার ;
চব কাল্ল, তব হাসি, তাই এত ভালবাসি,
তরল চঞ্চল ওই হৃদয় তোমার,
পাগলিনি রে আমার ।

১২

যে চাহে দেখিতে, প্রিয়ে ।

অচঞ্চল সৌদামিনী, অচঞ্চল কাদম্বিনী,
 অচঞ্চল আহ্লাদিনী,—হউক তাহার !
 আমি মেঘে ভালবাসি, চঞ্চলা চপলা হাসি ;
 আমি ভালবাসিতোরে,—চাঞ্চল্য সবার !
 পাগলিনি রে আমার !

অনন্ত শয্যা ।

১

মাত ভাগীরথি পুণ্যপ্রবাহিনি,
 অমরা, ভূতলে তুমি মন্দাকিনী,
 যুগ যুগ হ'তে তুমি হ্রশোভিনি ?
 ভারতের কণ্ঠে রজতের হার ।
 যুগ যুগ হ'তে করেছ দর্শন,
 কত রাজ্যোদয়—উন্নতি—পতন,
 আৰ্য্য যবনের স্নেহের শাসন
 ঘূরিতে ভারতে চক্রেয় আকার ।

২

দেখিয়াছ, হার । যেন উকা তারা
 ভারত-অদৃষ্ট-আকাশে সাধারা

হইয়া উদয়, হ'য়ে দিশাহারা

চকিতে খসিয়া পড়েছে ধরায় ।

কেহ বা অকালে, কেহ কালে কালে,

কেহ কারাগারে, কেহ করবালে,

কেহ রণক্ষেত্রে, শত্রু-শরজালে

কেহ অন্তঃপুরে কুসুম-শয্যায় ।

৩

কত শোক-দৃশ্য সময়ে সময়ে

হইয়াছে প্রতিবিস্তৃত হৃদয়ে,

সমর, বিপ্লব, বিদ্রোহ দুর্জয়ে,

মহামারী-ভয়, দুর্ভিক্ষ দুর্কার !

কিন্তু বল, মাত ! দেখেছ কখন

রাজ্ঞী-প্রতিনিধি, ভারতরাজন,

আততায়ী করে হইতে পতন,

করিয়া ভারত-অদৃষ্ট আঁধার !

৪

হেন শোকাবহ দৃশ্য কি কখন,

বল, শৈলহুতে ! করেছ স্মরণ

তব বামতীর সেজেছে কেমন

মলিন বিনেশ বাহার হারান !

রাজগৃহ হ'তে শোকস্রোতধার,
 শোকে কলিকাতা করি অন্ধকার,
 আসি চাঁদপালে, দেখ একবার,
 কাল রূপে তব ব্যাপিতেছে কায় ।

৫

যেই কলিকাতা হেন সন্ধ্যাকালে
 পূর্ণিত হইত ভীম কোলাহলে,
 আজি দাঁড়াইয়া নীরবে সকলে,
 জীবন-প্রবাহ অবিচল প্রায় ।
 মলিন বদন, কাল পরিধান,
 কি হিন্দু, যুনানি, কিম্বা মুসলমান,
 শোকে দিনমণি হ'য়ে তিরোধান,
 কাল-সন্ধ্যাজালে বদন লুকায় ।

৬

ওই তুলিতেছে কাল শরাসন,
 বাহাতে শায়িত ভারত-রাজন ;
 ঐ রাজপ্রাসাদে করিয়া শয়ন,
 তৃপ্তি হইত না ছদ্ময়ে যাহার ;
 ওই কার্ঠে—অতি ক্ষুদ্র আয়তন,—
 আজি তিনি শুখে করিয়া শয়ন,

অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত এখন,—

হায় ! মানুষের অদৃষ্ট দুর্ব্বার !

৭

“ডেফনি” হইতে “কফিন” তুলিয়া,

বাজহুর্নামুখে নিতেছে টানিয়া,

দ্বাদশ তুরঙ্গে, বিঘারে ডুবিয়া,

নীরবে নগর করি’ছে দর্শন ।

গাঙ্গে চলে রাজপুরুষ সকল,

অধোগুণে অস্ত্র, অস্ত্রধারীদল,

ভ্রাতৃত্রয় শোকে, বহে অশ্রুজল,

নীরব সকল, বিরস বদন ।

৮

ধ্রুং ধ্রুং দুর্গে তোপের গর্জন,

ধ্রুং ধ্রুং ডেফি উত্তরে তেমন,

পলে পলে যেন অশনি পতন,

সুদূর গঙ্গাজল বহি’ছে উজান ;

কম কম কম গভীর নিম্নে,

সকলগ স্বরে দুর্গ-বাণ্য কাঁদে,

অর্ধ-অন্ধত উড়ি’ছে বিবালে,

ত্রিটিশ-শতাব্দী ব্যতিক্রম-মিশ্রণ ।

৯

আবার আবার তোপের গর্জন,
আবার আবার বাদ্যের রোদন,
তালে তালে চলে কাণ্ড-শবাসন,

তালে তালে চিত্ত হ'তেছে দ্রবিত ;
কিন্তু বৃথা শব, মিছা আড়ম্বর,
যদি শত তোপ্‌ সহস্র বৎসর,
অথবা সহস্র আগ্নেয় ভূধর
হুঙ্কারিয়া করে পৃথিবী কম্পিত ;

১০

সেই ভীমরোলে তথাপি কখন
নিষ্কর্জীব হৃদয় হ'বে না চেতন ;
স্বর্গীয় প্রভুর শ্রবণে কখন

শব্দমাত্র তা'র পশিবে না আর ।
বধির শ্রবণ চিরদিন তরে
হ'য়েছে ; বসন্ত কোকিল কুহরে,
কিন্ধা বরিষার মেঘের ঘর্ঘরে,
হইবে না কভু চেতন আবার ।

১১

নীরব সে স্বর্গ, যাহাতে কম্পিত

হইত “হুমেরু” “কুমারী” সহিত
 যাঁর আচ্ছা, নাহি বাছি’ হিতাহিত,
 লইত হিনাদি মস্তক পাতিয়া ;
 যেই সনে কত রাজা রাণীগণ
 হারায়েছে, পাইয়াছে সিংহাসন,
 মোধপুত্রপতি যাবৎ জীবন
 র’বে’ মণিহারি ভুজঙ্গ হইয়া !

১২

অচল সে কর—যে কর শোভিত
 কোটি কোটি নর জীবন সহিত,
 বাহাতে ভারত-কঙ্কট বৈদিক
 হইত অদৃশ্যে যেই করে, হার ।
 একাণ্ড ভায়ত-রাজ্যের ভরণী,
 রাজ্য হিতাহিত মনে নাহি মণি,
 হুস্র করি’ প্রজা প্রতিবেদ্যনি,
 চণীয়েছে মল্য আশ্রয় কোমল ।

১৩

চিহ্ন ।

চিহ্ন ।

১.

মরি কিবা অতিবিলম্বিত করণে

হ'ল বিজ্ঞানিক আদর্শ দেবিরাহি, হার,
পৃথিবী। অতীত কাল কালের মধ্যমে ।
দেবিরাহি অতীত কালের মধ্যমে ।

দেবিরাহি অতীত কালের মধ্যমে ভরা,
পূর্ণ দেবিরাহি অতীত কালের মধ্যমে ;

দেখিছা ছুঁ হৃদ-স্বপ্নে নন্দনে অঙ্গরা,

কিন্তু হেন চারু চিত্র দেখিনি কখন ।

৩

দেখিষ কি ! দেখিলে কি নয়ন মোহিত

পারে কেহ ফিরাইতে ? র'বে অবিরত

মুগ্ধদৃষ্টি এক শ্রোতে চিত্রে প্রবাহিত ;

চিত্র দেখি হইলাম চিত্রিতের মত ।

৪

বিরহেতে গুরুতর উরসের ভারে

ভলিয়া পড়েছে বামা কুহ্মমেষু-শরে

কুহ্মম-শয়নে ; কিন্তু কুহ্মমে কি পারে

নিবাইতে যে অনল জ্বলি'ছে অন্তরে ?

৫

সুগোল সুবর্ণমিত্র জরু হুজোপারে

শোভে পূর্ণ-বিকসিত-নন্দন কমল,

(রূপের কমল, মরি, কাম-সংসারবশে),

-অশ্রুর বিরহে কিন্তু নিম্নলিত মল !

৬

শোভিতেছে অস্ত কবে কাব্য-অঙ্গের,

অলিত অলংকারনি-পায়ের ধর

বিশ্রান্ধিলে অবতনে কাব্যদ উপল,-

পূর্ণাঙ্গ কবি - কান্দা পুণ্ডরিক-মুকুট !

৭

বিদ্যাস-দমন-চন্দ্র, বিনোদ নরন

পূর্ণাঙ্গ আঙ্গুর, পাতে তির সন্নিবেশ ;

তত্ত্বম্ বিদ্যোদত্তম - ত্রিদিব-মোহন,

আঙ্গ অঙ্গ অনঙ্গঃ বিলাস-আবেশ ।

৮

বিলাস-লক্ষ্মি রেখা, কহকী যৌবন

চিহ্নিয়াছে কি কোণে—সর্ব অঙ্গে মন্দি

পূর্ণতার পূর্ণাঙ্গ—সুনীল বদন

বিকাশি'ছে তলে তলে কনক-লহরী ।

৯

এইমূলে বিরহিণী বিনোদ কামিনী—

চিত্রময়ী !—চিত্রপটে র'য়েছে শায়িত

অবতনে—অনিমেঘ কুসুমশায়িনী !

চিত্তাকুল ! চিত্রতলে র'য়েছে লিখিত :—

১০

“বিরহেতে বিমাদিনী, বিরহযাতনা

ভুলিবার তরে মনে সদা আকিঞ্চন ;

রতনভূষণ তাজি' পাঠেতে মগনা,
তথাপি বিরহানল দহি'ছে জীবন।"

১১

পুণ্যবান্ তুমি ! হায়, বাহার লাগিয়া
এই প্রেমময় চিত্র চিন্তায় অচল,
শত পুণ্যবান্ তুমি—বাহার লাগিয়া
হায়, এই চিত্রময় বিরহ 'অনল'।

১২

অতুল ঐশ্বর্য্য তব,—অসংখ্য রতনে
পূর্ণিত ভাণ্ডার 'তব, রত্নাকর জিনি' ;
সকল রত্নের রত্ন—দুর্লভ ভুবনে !
অমূল্য রতন এই বিনোদ কামিনী।

১৩

হেন রত্ন, হায়, যা'র কণ্ঠের ভূষণ,
তাহার জীবন-পথ উজ্জ্বল সতত
পবিত্র প্রণয়ালোকে—মানব-জীবন
নন্দন-কাননে ইন্দ্রসুখ-স্বপ্নমত।

১৪

উজ্জ্বল অদ্বৈতস্বামী ভানুর প্রতিমা
" দেখে যথা সূর্য্য-নর প্রতিবিম্ব জলে ;

কিন্মা যথা দেখে সেই তনল-গরিমা
অদূরবীক্ষণে কিন্মা বিজ্ঞান-কোথালে ;

১৫

হেমতি কি পুণ্যবলে এই রূপরাশি
দেখিলাম প্রতিবিশ্বে এই চিত্রপটে ;
নিরগিব স্মৃতি-নেত্রে, র'বে দিশানিশি
চিত্রময়ী মনে, চিত্র নয়ন-নিকটে ।

১৬

হরিনে প্রণয়ে রক্ত অমর যুগল—
চিত্রে অচঞ্চল--যবে বর্ষে অসঙ্গীত ;
সেই স্থললিত কণ্ঠ—মধুর তরল,
হৃদয়ে পবিত্র প্রেমে করি উচ্ছ্বসিত ;

১৭

বড় সাধ সে সঙ্গীত শুনি একবার,
বড় সাধ নিরখি সে আচ্ছন্ন নয়ন—
কমল-কোরক,—যবে স্নেহের আসার
ধিকারে ত্রিদিব-শোভা, উজ্জ্বল বরণ ।

১৮

না দেখি, না শুনি ;—কিন্তু দেখিব শুনিব
কল্পনার নেত্রে, কর্ণে দিবস যামিনী ;

রতনভূষণ তাজি' পাঠেতে মগনা,

তথাপি বিরহানল দহি'ছে জীবন।”

১১

পূণ্যানন ভুগি ! হায়, যাহার লাগিয়া

এই প্রেমময় চিত্র চিস্তায় অচল,

শত পূণ্যবান্ ভুগি—যাহার লাগিয়া

হায়, এই চিত্রময় বিরহ অনল ।

১২

অতুল ঐশ্বর্য্য তব,—অসংখ্য রতনে

পূর্ণিত ভাণ্ডার তব, রত্নাকর জিনি’ :

সকল রত্নের রত্ন—হুগ্ধ ভুবনে !

অমূল্য রতন এই বিনোদ কামিনী ।

১৩

হেন রত্ন, হায়, যা'র কণ্ঠের ভূষণ,

তাহার জীবন-পথ উজ্জ্বল সতত

পবিত্র প্রণয়ালোকে—মানব-জীবন

নন্দন-কাননে ইন্দ্রসুখ-স্বপ্নমত ।

১৪

উজ্জ্বল স্নেহরসায়ী ভাস্কর প্রতিমা

দেখে যথা স্নেহ নর প্রতিবিম্বে জলে ;

কিন্মা যথা দেগে সেই অনল গরিমা
হৃদরসীক্ৰণে কিন্মা বিভ্জান-কোথলে ;

১৫

হেনাত কি পুণ্যবলে এই রূপরাশি
দেখিলাম প্রতিবিশ্বে এই চিত্রপটে ;
নিরাগিব স্মৃতি-নেত্রে, রবে দিবানিশি
চিত্রময়ী মনে, চিত্র নয়ন-নিকটে ।

১৬

হরিসে প্রণয়ে রক্ত অমর যুগল—
চিত্রে অচঞ্চল—ববে বর্ষে হৃদঙ্গীত ;
সেই হুললিত কণ্ঠ—মধুর তরল,
হৃদয়ে পবিত্র প্রেমে করি উচ্ছ্বসিত ;

১৭

বড় সাধ সে সঙ্গীত শুনি একবার,
বড় সাধ নিরখি সে আচ্ছন্ন নয়ন—
কমল-কোরক,—যবে স্নেহের আসার
ধিকারে ত্রিদিব-শোভা, উজ্জ্বল বরণ ।

১৮

না দেখি, না শুনি ;—কিন্তু দেখিব শুনিব
কল্পনার নেত্রে, কর্ণে দিবস বাসিনী ;

পবিত্র স্বপনে কিম্বা শুনিব, দেখিব,
চিত্রময়ী কণ্ঠ, চিত্র বিনোদ কামিনী ।

রাজা কালীনারায়ণ কায় বাহাদুর ।

১

রাজন্ !

বহুগর্ভা পূর্ববঙ্গে তুমি ভাগ্যবান

হিন্দুকুলে

পূর্ববঙ্গ সমুজ্জ্বল গৌরবে তোমার ;

যে কিরাঁট দয়া কবি' অর্পিলা ভারতেশ্বরী

তব শিরে, অক্ষয় তা' থাক তব ঘরে

সমুজ্জ্বল,—পূর্ববঙ্গ আশীর্বাদ করে ।

২

কালের করাল শ্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া

অভাগীর

কত শত কীর্তিস্তম্ভ,—গৌরব-আধার ;

তাই পদ্মা বান ঘা'রে, কে রক্ষিতে পারে তা'

পূর্ব ইতিহাস কথা কহে ধীরে ধীরে :—

৬৩ শিলা “বুড়ীগঙ্গা”, “কীর্তিনাশা”—তীরে

৩

এত দিনে অভাগিনী পুছিয়া নয়ন

সনিধাসে,

যুড়া'বে তাপিত প্রাণ, দেখিয়া তোমারে ;
মলিন বদনে আমি, দেখা দিবে চারু হাসি,
ভগ্ন শিলারশি-মাঝে দেখিবে এখন
তব রাজ্য-হুম্ম্য-শোভা নয়ননন্দন ।

৪

নিষ্প্রভ শশাঙ্ক যথা প্রভাকর করে

সমুজ্জ্বল ;

আগ্নি এই অর্ধাভূমে, হায রে, তেমতি
ব্রিটিশ-তপন-করে শোভিতেছে স্তরে স্তরে
চন্দ্রনিভ সংখ্যাতীত নৃপতিমণ্ডল,
ভারতের সূর্য্যবংশ গেছে অন্তাচল ।

৫

আপনি নিষ্প্রভ তবু প্রভাকর-করে

শশধর

শীতল কিরণজালে জুয়ায় সংসার,
তেমতি, হে নৃপবর । . জুড়াউক নিরন্তর,
আজি হ'তে বঙ্গদেশ কিরণে তোমার ;

হাস্তক পদ্মায় চির প্রতিবিশ্ব তা'র ।

৬

রচি' যথা প্রভাকর ঘনবর-শিরে

ইন্দ্রচাপ,

চাতকিনী-ভৃষা তাহে বাড়ায় দ্বিগুণ,

বৃটিশ-ভাস্করে আজি তোমায় কিরীটে সাজি'—

গুরু ভার !—বাড়া'য়েছে ভৃষা বাঙ্গালার,

জুড়াইবে তুমি বর্ষি' দয়ার আসার ।

৭

অন্ধকার অন্তঃপুরে বঙ্গ বিধবার

নয়নাশ্রু

ঝরে যথা অনিবার অদৃশ্যে আঁধারে,

শোকাতুরা বিহঙ্গিনী, কাঁদে যথা একাকিনী,

নির্জন কাননে, সেই অরণ্যে রোদন

করে যেন তব নেত্রে অশ্রু আকর্ষণ ।

৮

উঠিয়াছে বঙ্গে যেই 'হা অন্ন' হতাশ—

হাহাকার !

না জানি ইহার শেষ হইবে কোথায়,

দরিদ্রতা-দাবানলে যায় দেশ যায় ফলে,

কর এ অনলে দয়।-বারি বরিসণ,
বড় শোভা নৃপতির সজল নয়ন।

৯

কল্পতরু হ'ক ওই কিরীট তোমার,
মহাতাগ।

দিন দিন দীপ্তি তা'র হউক বর্দ্ধিত,
প্রসারি' তরঙ্গ রঙ্গে, জ্ঞান-জ্যোতিঃ পূর্ববঙ্গে,
শান্তি স্থখে পূর্ণ হ'ক সেই জ্যোতিস্তল,
লাভুক নিরম্বে অম্ম—ভৃগুহুরে জল।

১০

দেশের দুর্ভাগ্যে যেন কাঁদে তব মন,
নৃপবর।

রত্নপ্রসবিনী বঙ্গ সাগরসম্ভবা,
হইতেছে দিন দিন, তনুক্ষীণ, প্রাণহীন,
দিন দিন অধোগতি—ইচ্ছা বিধাতার,
সন্মুখে অতলস্পর্শ, র'য়েছে তাহার।

১১

বঙ্গের কবিতা ওই অনাশ্রিতা লতা,
দীনহীনা,
পায় ঘেন, নৃপবর! আশ্রয় তোমার,

দিন দিন পল্লবিতা, হয় যেন, রসান্বিতা.
 তব যশোপুষ্পে সাজি' কোমল বল্লরী,
 মোহে যেন বঙ্গবাসী সৌরভ বিতরি' ।

১২

তুমি রাজা, পুত্রবর রাজেন্দ্র তোমার
 পুণ্যবান,
 মিশিয়াছে তব গৃহে লক্ষ্মী সরস্বতী ;
 'মিশি' পূর্ক বাঙ্গালায়, যথা পদ্মা মেঘনায়
 চলি'ছে অনন্ত যুগে,—বহুক তেগতি
 এক স্রোতে তব গৃহে যুগ্ম স্রোতস্বতী ।

১৩

বঙ্গ ইতিহাসে যেন গায় শতযুগে
 তব কীর্তি,
 লিখে রাখে বঙ্গ ভাষা অমর অক্ষরে,
 বাঙ্গালার ঘরে ঘরে, অনন্ত কালের তরে,
 হয় যেন যশোগান ।—পরম আদরে
 পুনর্ব্বার পূর্ব্ববঙ্গ আশীর্ব্বাদ করে ।

অশোকবনে সীতা ।

চিত্র-নভঃ-কিরীটিনী সচন্দ্র রজনী,
 চিত্রি' বিকসিত নৈশ কুসুম মালায়
 উদ্যান, সরসী-নীৰ ; অযুত রতনে
 চিত্রি' সচঞ্চল চির নীল নীরনিধি,
 ভাগি'ছে নিদাঘাকাশে । বিশ্ব চরাচর
 নীরবে শান্তির স্বধা করিতেছে পান ।
 চন্দ্রের একটি রশ্মি শিবিরের দ্বারে
 রহিয়াছে শতরঞ্জি—উপরে পড়িয়া,
 যেন স্থির উল্কাখণ্ড, স্থিরতর জ্যোতিঃ ।
 নিরখিয়া সেই রশ্মি বিমল উজ্জ্বল,
 উদাস হইল প্রাণ ; পৰ্য্যঙ্ক ত্যজিয়া
 শিরির-বাহিরে নব শ্যাম দুৰ্ভাদলে
 বসিলাম মন স্মৃথে ; সন্মুখে আমার
 অনন্ত, অসীম সিদ্ধি । চন্দ্রের কিরণে
 খেলি'ছে অনিলসহ, মলিল-মহরী,
 চুখি' যুহু কলকলে মম পদতলে
 রক্ত-বালুকাকীর্ণ ধবল সৈকতে ।
 দক্ষিণে আমার—যুহু সন্মুখের কলে

ছুটিয়াছে কল্লোলিনী* নাচিয়া নাচিয়া,
 আলিঙ্গিয়া প্রতিকূল ভীরে গিরিচয় ;
 ধবল উত্তরী যেন মাধবের গলে ।
 অপূর্ব প্রকৃতি-শোভা ! অদূর হৃদয়
 শোভিতেছে মেঘবৎ আকাশের গায়ে ;
 কেবল কোথায় কোন উচ্চ তরুণ
 অরণ্য হইতে ফুলি' উচ্চতর শির,
 করিতেছে আকাশের সীমা নিরূপণ ।
 চিত্রিত আকাশ—চন্দ্র—হৃদয়—সাগর,
 চিত্তবিমোহিনী শোভা ! মরি কি সুন্দর ।

“এমন সময়ে” আমি ভাবিলাম মনে,
 নিশা-হস্তা ‘মেকবেত’ সাধিল মানস
 সুপ্ত “ডনকেনের” রক্তে ; এমন সময়ে
 নিভাইল অশ্বখামা, ভজিয়া ধূজটি,
 পাণ্ডব বংশের পক্ষ প্রদীপ উজ্জল ;
 এমন সময়ে লজ্জি' উদ্যান-প্রাচীর,
 ভেটিল ‘রোমিও’ প্রায়-শির ফুলিয়েটে ;
 নিরখিল চন্দ্র সূর্য্য একত্র উদয় ;
 এমন সময়ে, হায় ! অরণ্য-মহাশয়

* কল্লোলিনী ।

নিভাইতে সাগরিকা উদ্যান-বল্লরী
 লয়েছিল করে, দিতে কোমল গ্রীবায়,
 উব্বন্ধনে বিনাশিতে দুঃখের জীবন ;
 এমন সময়ে স্থপ্ত কনক লঙ্কায়,
 একাকিনী শোকাকুলা পতির বিরহে
 কাঁদিতা অশোক বনে গীতা অভাগিনী ;
 “এমন সময়ে—” সেই সমুদ্রের কূলে
 ভাবিতে ভাবিতে দেহ হইল অবশ ;
 ক্রমে অজানিত সেই সমুদ্র-বেলায়
 শুইলান, হুকোমল দুর্ব্বাদলময়ী
 শ্যামলশয্যায় ! স্নিগ্ধ সমুদ্র-নীরঞ্জ
 অনিল বহিতেছিল অতি ধীরে ধীরে ;
 পশিলাম ক্রমে নিদ্রা—স্বপন-মন্দিরে ।

রত্ন-সৌধ-কি রীটিনী স্বর্ণ লঙ্কা জিনি,
 দেখিছু শোভি'ছে রাজ্য জলধি-হৃদয়ে
 শত লঙ্কা পরিসরে ; বাঁধা ছিল বলে
 এক চন্দ্র, এক সূর্য্য রাবণ-দুয়ানে,
 এই থানে হুকুমার প্রণয়-শৃঙ্খলে
 কত চন্দ্র, কত সূর্য্য প্রীতি ধরে ধরে
 বহিয়াছে শৃঙ্খলিত । বহিতেছে বেগে

যেই রম্য রথশ্রেণী বাপ্পে, হুতাশনে,
 অতি তুচ্ছ তা'র কাছে পুষ্পকের গতি ।
 চপলা সন্দেশবহা ; যাহার পরশে
 মরে জীব, সে বিদ্যুৎ দেশদেশান্তরে,
 কড়ু ছায়া-পথে, কড়ু জলধির তলে,
 বহিতেছে রাজ—আজ্ঞা । অপূর্ব কোশলে
 বিরাজিয়া স্থানে স্থানে গগে অনায়াসে
 সময়ের গতি কিম্বা আকাশের তারা ।
 লঙ্কার অমৃত ফল বানরের করে
 হইল নিঃশেষ, কিন্তু এ অপূর্ব পুরে
 জাতীয়-গৌরব রূপ যে অমৃত ফল
 ফলিতেছে অনিবার, বিনাশিতে তা'রে
 পারিবে না নরে কিম্বা সমরে অমরে ।
 এমন অমৃত পানে পুরবাসিগণ,
 আনন্দে শাস্তির কোলে করিয়া শয়ন,
 নিদ্রাযায় মন স্নখে ; হায় রে ! কেবল
 অন্ধকার কারাগারে বসি, একাকিনী
 একটা রমণীমূর্তি করি'ছে রোদন ।
 কৃতকাল রমণীর নয়নের জল ;
 স্মরিয়াছে, কে বলিবে ? সেই অন্ধকারে

হইয়াছে দুঃখিনীর অঙ্কিত কপোল ;
 কবরী অবৈগীবদ্ধ, জটায় এখন
 হইয়াছে পরিণত ; হায় ! করাঘাতে ক্ষত
 বিকৃত ললাট, স্থানে স্থানে কলঙ্কিত ।
 বহুমূল্য পরিধেয় নীল বস্ত্র থানি
 হইয়াছে জীর্ণ শাৰ্প—নিতান্ত মলিন,
 ততোহধিক রমণীর মলিন বরণ ।
 বহুমূল্য রত্নরাজি আছিল যথায়,
 চরণে, প্রাকোষ্ঠে, অংশে, উরসে, গ্রীবায়,
 উদ্বন্ধন-লতিকার চিহ্নের মতন,
 বেঁত রেখা মাত্র এবে সর্ব্ব কলেবরে
 রহিয়াছে বিদ্যমান, বাম করোপরে
 রক্ষিত বদন-চন্দ্র ;—ফাটিল হৃদয়
 এই মূর্ত্তিমতী শোক করি দরশন ;
 জিজ্ঞাসিলু “বল মাতা ! কে তুমি দুঃখিনি ?
 এমন বিষাদ মূর্ত্তি কিসের কারণ ?”
 বলিয়া রমণী অশ্রু মুছিয়া অকলে,
 “দুঃখিনী ভারত-লক্ষ্মী আমি, বাছাধন !
 আমিই অশোক-বনে সীতা বিধ্বাসিনী ।”

প্রেমোন্মাদিনী ।

১

বুঝিয়াছি,—

কেন রবি, শশী, তারা মিত্য নীলিমায়
পূরবে ফুটিয়া, পুনঃ পশ্চিমে মিশায়,

বুঝি চন্দ্রোদয়ে, কেন

জলধি উছলে হেন,

বুঝিয়াছি নীলাকাশে, বেড়িয়া ধরায়,

কেন রবি শশী তারা ভাসিয়া বেড়ায় ।

২

বুঝিয়াছি,—

কেমনে পল্লবে তরু, বিকাসে প্রসূন,

বুঝিয়াছি কোন মতে অন্ধুরে কুসুম,

বুঝিয়াছি কি কোন্‌লে

সময়ে অন্ধুর ফলে,

অনন্ত জলধি-তল, অনন্ত গগন,

বুঝিয়াছি,—বুঝি নাই আপদার মন ।

৩

বুঝি নাই,—

যেই প্রেম বিরাজিছে অন্ধুরে অন্ধুরে,

হৃদয়-শোণিতসহ হৃদয়ে-সঞ্চারে,

আদি নাই, অন্ত নাই,
বিরাম, বিশ্রাম নাই,
মানব-হৃদয়-গঙ্গা, সুখা-প্রবাহিণী
শান্ত ভাবে, বিলোড়নে-বিশ্ব-বিপ্লাবিনী ।

৪

বুঝি নাই,—

জগতের মোহমন্ত্র সে প্রেম কেমন,
কোথায় অন্ধুরে কিসে বিকাশে কখন;
কিসে নিভে, কিসে জ্বলে,
কিসে সুখা, বিষ ফলে,
কেন উগ্রচণ্ডা ?—বধে শব্দের জীবন ;
কেন দয়াময়ী ?—সাধে আত্ম বিনাশন ।

৫

বুঝিব কি ?—

একদা নিশীথে আমি দাঁড়া'য়ে নির্জনে,
চেয়ে আছি অন্য মনে আকাশের পানে,
অমাবস্তা অন্ধকার,
ঝিল্লিরবে বহুধার

করিতেছি নিদ্রাবেশ, পাইরা নির্জন
প্রকৃতি যেখি'ছে খুলি' নকত্র-রতন ।

৬

দেখি নাই,—

সে নিশাথে আমি সেই রত্ন রাশি পানে,
 ছিলাম না শ্যামাঙ্গিনী নিশীথিনী-ধ্যানে,
 যেই রত্ন ছুরলভ,
 রত্নাকর পরাভব,
 ভাবিতে ছিলাম যাহা চিত্রিত আকার,
 নক্ষত্র হতেও তাহা ছল্লভ আমার ।

৭

ভাবিতেছি,—

কি ভাবনা ? কেন ভাবি ? কাহার কারণ ?
 দেখি নাই যা'রে, তা'র ভাবনা কেমন ?
 যেমন সাধকবর,
 পাইতে অতীকট-বর,
 তাবে বরদার রূপ, অদৃশ্য সুরতি,
 ভাবিতেছিলাম বুঝি আমিও তেমতি ।

৮

ভাবিতেছি,—

মানস-শ্রমানে বসি করনা তপসী
 করিতেছে মহাধ্যান ; শঙ্কা পাশীয়া

অপদেবতার মত,
 বিভীষিকা কত শত,
 করিতেছে প্রদর্শন ; আশ্বাস প্রদান
 কেবল করি'ছে আশা, তপস্তার প্রাণ ।

৯

ভাবিতেছি,—
 আর না, ভাবনা-স্রোত বহিল উজ্জান ;
 দেখিলাম, দেখিব কি আর ? দেখিলাম
 অন্ধকার ভাগ করি,
 কসিত স্তব্ধ তরী
 রূপের তরঙ্গ তুলি' আসি'ছে ভাসিয়া,
 শীতরশ্মি উজ্জ্বলতা আসি'ছে ছুটিয়া ।

১০

মুক্তকেশ,
 অন্ধকারে অন্ধকার, কটি-বিলম্বিত,—
 চিকুরপ্রপাত ; কৃষ্ণ, ঘন, রাশীকৃত ;
 সেই চিকুরের গায়,
 যেই স্বর্ণ-প্রতিমায়
 দেখিলাম চিত্তাঙ্গিত, রহিল না আর ।
 অমাবস্যা অন্ধকার নয়নে আশার ।

১১

মুক্তকেশী,

প্রসারিয়া ছুই ভুজ, উন্মাদিনী প্রায়,
আসিছে ছুটিয়া যেন আসিতে আশায় ;

সচঞ্চল স্বেতাঞ্চল,

করিতেছে দলমল,

পশ্চাতে চিকুর সনে,—কামের কেতন !—

সজলদ সোদামিনী আসিছে যেমন ।

১২

মুহূর্ত্তেক,—

মুহূর্ত্তেক প্রাণ মম হইল বিহ্বল,

মুহূর্ত্তেক শিলাচয় হইল অচল,

পুনঃ মুহূর্ত্তেক পরে,

শরীরের স্তরে স্তরে,

ছুটিল, বহিল ঔষ শোণিত জোয়ার,

দেখিলাম বিছ্যদাশ পলায় আশায় !

১৩

সে মুহূর্ত্ত,—

মানব-জীবনে সে যে কহিবুর মণি,

সে মুহূর্ত্ত জীবনের পূর্ণিমা রজনী,

সে মুহূর্ত হায় আমি,
কোথা ছিনু নাহি জানি,
সে মুহূর্ত নহে এই মানব-জীবন,
অহো সেই মাদকতা—আত্ম-বিস্মরণ !

১৪

কি স্থথের !—

কি স্থথে দেখিনু সেই উন্মাদিনী হায় ।
দৃঢ় আলিঙ্গনে ভুঞ্জে বেঁধেছে আমায়
নীরবে মোহিত প্রাণে,
চেয়েছে গগণ পানে,
আমার হৃদয়ে রাখি বদন-কমল,
শুনে যেন হৃদয়ের সঙ্গীত তরল ।

১৫

কি বলিব,

স্বর্গোল স্বর্গহারে পূর্ণ শশধর—
পুণ্যবান আমি—মম হৃদয় উপর,
কিন্তু সে স্বর্গলতা,
জনমি গলায় বধা,
কুটায়েছে বকে মম সোপান-কমল,
ওকাইবে যেন, যদি ছাড়ে বকঃস্থল ।

১৬

দেখিলাম,—চুখিলাম,—হাসিলাম,—
কাঁদিলাম,
ডাকিলাম “প্রিয়তমে!” শুনিলাম
“প্রাণনাথ!”

সেই হৃৎসম্ভাষণে,
গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র-সনে,
মিশিল,—জীবন দুই প্রেমার্ণবে হলো
পাত,
গাইয়া গাইয়া যেন ‘প্রিয়তমে’ ‘প্রাণ
নাথ!’

১৭

“দেখিনাই প্রিয়তমে!”—“দেখনাই
“শুনিনাই প্রণয়িনি!”—“শুননাই
প্রাণেশ্বর!

“তবে কেন অভাগিনী?”—

“আমি নাথ নাহি জানি”

“কে তুমি? কে আমি?” “জানি

চকোরিনী, শশধর,

আমি প্রেমাবীণীতব, তুমি মম প্রাণে—
বধা

১৮

“প্রিয়তম,

তুইটি বছর আমি কুল-পিঞ্জরের পাখী,
করেছি তপস্যা তব কুল-পিঞ্জরেতে থাকি’,
দেখিয়াছি, দেখ নাই,
শুনিয়াছি; শুন নাই,

তুইটি বছর পরে, ফলিল তপস্যাফল,
নিবিল এ দার্ষ জালা, শুকা’ল নয়নজল ।”

১৯

“হা হৃদয় !

একি কথা, উষাদিনি, কি করিলি, কি করিলি,
জ্বলন্ত অনলে কেন, ছুটি প্রাণ ঢেলে দিলি,
এ প্রেমে কি স্তব, বল ?

প্রেম নহে এ অনল,
জ্বলিবি, জ্বালা’বি, না না ফিরে যারে, পাগলিনি,
তুই পিঞ্জরের পাখী, আমি ভূজঙ্গিনী-মণি ।”

২০

“নীলা নাথ !—

জানে-না কি চাতকিনী, মেঘেতে বজর
করে,

হুমা-প্রয়াসিনী যেই সে কি স্মদর্শনে ডরে,
 যেই প্রেম, সেই প্রাণ,
 আমি নাহি জানি আন,
 তোমাকে মঁপেছি প্রেম, পিঞ্জরে কি রাখি না
 যথা প্রেম, তথা প্রাণ, প্রেমনাথ—
 প্রাণনাথ ।”

কে তুমি ?

আইল গোখুলি—সৌর রঙ্গভূমে,—
 নামিল পশ্চিমে ধীরে যবনিকা
 ধূসর-বরণা ; ফুরাইল ক্রমে
 দিনেশ দৈনিক গতি-অভিনয় ।
 অষ্টমীর চন্দ্র—রক্ততের চাপ ।—
 নতোদ্ধাঙ্গলে বিষমবদনে
 ভাসিল ; লভিতে যেন 'প্রিয় রবি
 আলিঙ্গন, ভ্রমি' অলঙ্কিতে শশী
 অর্ধ সৌর রাজ্য, বিব্রহেঁতে কুশ
 নিরাশ-মলিন ।

এমন সময়ে,

ওই সরোবরে বসিয়া নীরবে,
করেতে কপোল, কে ওই রমণী ?
যেন নিদাঘের আকাশ হইতে
একটী নক্ষত্র সরোবর-ঘাটে
পড়েছে বসিয়া ; কিম্বা, হায়, কোন
বিষধর কণী, রেখেছে খুলিয়া
মস্তকের মণি, এই নিশীথিনী
শ্বেত কলেবরে, বর্ষিতেছে যথা
বিকচ নলিনী শিশিরের বিন্দু ;
তেমতি বামার নয়ন-কমল
বর্ষিতেছে অশ্রু, সরসী-হৃদয়-
চূষি'ছে তরল সেই মুক্তাকল ।

অবনতমুখে ভাসমান ওই
ধাড়ু-কলসীর পৃষ্ঠের উপর
অমত্রে দক্ষিণ করে স্বকোমল
রক্তিত ; আনন্দে কলসী সে স্বধ-
পরশে নাচি'ছে ; নাচি'ছে যেমতি
বক-বিরহিনী-হৃদয় চঞ্চল
শারদ উৎসবে পতিত নিলনে ।
হায়, সে আনন্দে চক্ষে চক্ষু ওই

চঞ্চল হিল্লোল করি'ছে বিকীর্ণ
 সরসী-হৃদয়ে; আনন্দে গলিয়া
 সুনীল সরসী থেকে থেকে যেন
 উন্মত্তের প্রায়, ডুবা'য়ে কলসী,
 চুস্বি'ছে বানার কর-কমলিনী ।
 থেকে থেকে যেন আনন্দে বিহ্বল,
 প্রেমাস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসে, “কে তুমি ?
 কে তুমি ?”

কে তুমি ? আজি বঙ্গালয়
 আনন্দ-আধার, এসেছেন উমা
 যৎসর অন্তরে, আজি বঙ্গদেশ
 সুখ-পারাবার; হিমালয় হ'তে
 আনন্দ-জাহ্নবী শতমুখে আজি
 বঙ্গে আবির্ভূত, ডালিয়াছে তাহে
 বাঙ্গালীর চুঃখনারিত্য চুঃসহঃ
 ডুলিয়াছে সব, নিরখি' উমার
 প্রসন্ন স্নেহার বদন-কমলমা ।
 মুহূর্তেক তরে, ডুলিয়াছে সবে
 হাসি-শুখল,—সদৃশে দুর্বার ।
 কি হৃদয়ের গির্জা—এই তিমি তিমি

বান্ধালী-জীবনে—তিন বিন্দু বাবি
 বঙ্গ মরুভূমে—এই তিন মণি
 অন্ধকার খনি বঙ্গ সমুৎসরে ;
 তিনটী নক্ষত্র, হার ! বান্ধালীব
 দুঃখ পারাবাতের ; এমন স্রুথের—
 ওই শুন ওই আরতির ধ্বনি !
 নানা বাদ্যযন্ত্র মিশি' এক তানে,
 তুলি'ছে আকাশে আনন্দের ধ্বনি ;
 ওই শুন ওই আরতির ধ্বনি !
 সেইরূপ আজি বঙ্গবাসি-মন
 একানন্দ-স্রোতে হইয়া বিলয়
 বহি'ছে স্বরগ-পথে ; বঙ্গদেশ
 আজি ধরাতলে প্রীতি-পারাবার ।
 পবিত্র নির্মল—প্রত্যেক বান্ধালী
 উন্মিত্ত তান্ন ।

এমন সময়ে

বসি' একাকিনী, সজলনয়না
 কে ভূমি, রমণি ? কেন বিশ্বনাথী
 আনন্দ-প্রবাহ পশিল জা তব
 কোমল হৃদয়ে ? হুসিল না তব

একটা হিম্মোল ? হেন সৌরকর
 নাহি পশে যে হৃদয়ে, নাহি জানি,
 হাব ! সে হৃদয় অবণ্য কেমন ।
 বাজি, তছে যেই আনন্দ-সঙ্গীত
 বস চিত্ত-বস্ত্রে, কাদাইল কেন
 তোমার হৃদয় বীণা ? তোল মুখ,—
 বল না, কে তুমি ?

বিষাদে নিখাসি’

ভুলিল বদন বামা ; দেখিলাম—
 বসের দুঃখিনী বিধবা রমণী ।

দেহোপহার ।*

১

বাছা রে !

কি আনন্দ আজি—আনন্দ অপার—
 উথলি’ছে এই দুঃখিনী-মনে,
 ‘হেরি’ তোর মুখ, ঐকি-পারাবার,
 আনন্দে নাচি’ছে সস্তানসনে ।

* চট্টগ্রামের পক্ষে এই কবিতাটি কোন-বন্ধকে উপহার
 দেওয়া হইয়াছিল ।

২

বাছা রে !

আর্যভারতীর বরপুত্র তুমি ;
রত্নগর্ভা এই ভারত-সাগরে
মহারত্ন তুমি, আজি আর্যভূমি,
সমুজ্জ্বল তব চিরোজ্জ্বল করে ।

৩

বাছা রে !

হৃদয় তোমার কোমল, সরল,
মানবের প্রীতিপবিত্রতাময়,
পবিত্রুখে সদা দয়াদ্রি তরল,
স্বর্ণ প্রেমগঙ্গা হৃদয়েতে বয় ।

৪

বাছা রে !

কাঁদি দিবানিশি সমুদ্র-বেলায়,
অশ্রু ছুই নদী ধারায় বয়,
কি অর্থ যখন তব কীর্তি, হায় !
প্রতিশ্রুতি করে পরিত নিচয় ।

৫

বাছা রে !

কত যে বাসনা আছিল অন্তরে,
 দেখিতে তোমার কোমল মুখ,
 পুরিল বাসনা, আনন্দ-সাগরে
 ভাসিতেছে আজি শ্রামল বুক ।

৬

বাছা রে !

রেখেছি খুলিয়া প্রকৃতি-ভাণ্ডার,
 দেখ নেত্র ভরি', ভাবুক ভূমি,
 পর্বত, নির্ঝর, মহাপারাবার,
 দেখ প্রকৃতির চারু রঙ্গভূমি ।

৭

বাছা রে !

তোমার কীর্তির অমর প্রভাব,
 হউক উজ্জ্বল ভারত-বাস,
 প্রেম স্বর্ণলতা ছলুক গলার,
 আশীর্ব্বাদ করি, আহবানের ধন !



এবার ! *

১

কল্পনে ! এবার ! — তুমি মজিলে এবার !
 এবার বন্ধেতে আর,
 থাকা তব হ'ল ভার,
 তোমার কুহকে বঙ্গ ভুলিবে না আর,
 এবার তোমার, বাছা ! “কালাপাণি” গাব ।

২

কি এনেছ ? দেখি, দেখি;— ছিছি, কর দূর !

“ললিতলবঙ্গলতা”—

গোস্বামী খুড়র মাথা,
 এদালে,—দোলুক,—লতা তাঁ'র মলয়গমীবে;
 পারিবে না ভুলাইতে বীর বাঙ্গালীরে ।

৩

কি আছে তাহাতে বল, কবির মন্তব্য ?

নাহি তাহে “হেমলোটে,”

বীর “সেকেন্দর জেট,”

* কোন একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রিকার দ্বারা এক-
 খানি পুস্তকের সমালোচনা দেওয়া এই কবিতাটি প্রসিদ্ধ
 হইয়াছিল ।

নাহি তাহে “হেমিস্টন্”—“ক্লারেণ্ডন্”—
“পিট্”;

নাহি “ওবেস্টার,” নাহি “বার্নার্ড স্মিথ” ।

৪

আবার কি আনিয়াছে ?—নাহি বুঝি নাম ?

“মহাজন পদাবলী”—

রাধাকৃষ্ণ ঢলাঢলি ;

“বায়ুগণিক তরঙ্গতে” ভাসিয়া বেড়ায়,
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ;—টিকে থাকে দায় !

৫

ওকি পুনঃ ?—“অজ্ঞাননা !” ডিটো ।

ছাই পাশ ।

“যে বাহারে ভালবাসে,

সে বাইবে তা’র পাশে—”

ভাহাতে কি যায় আলে মত্য় বাঙ্গালার ?

কবির কবরে হোয়াস্ত অজ্ঞাননা তাঁ’র ।

৬

পতির বিরহে বামা ক্রমে যেন যেন !—

নাহি আর সেই দিন,

মত্য় বন সর্বদীপ,

এবে বিরহিণী ভীমা পতি-প্রতীক্ষায়.
সম্মার্জনী করে বসে ছুয়ারগোড়ায় ।

৭

আবার ?—“কবিতাছন্দী !”—হা,—না,—
ভালি,—দেখি ,

“বঙ্গদর্শনের” কবি,

“বারের” উন্নত রবি ;

মাইকেলের ওয়ারিস,—ডিক্রি “দর্শনের”—
তা’র কথা ? বুঝি,—আচ্ছা, দেখা যা’বে ফের ।

৮

আবার কি ?—“অবকাশরঞ্জিনী !”—আমরি ।

কেমন জাঁকাল নাম,

বান্ধালের বান্ধাবান,

“বিচ্ছেদ যা’বার নয়, বিচ্ছেদ ত যায় না ;”—
বিচ্ছেদ কাঁঠাল-আঠা !—বান্ধাল কি সেয়ানা ।

৯

দূর কর বান্ধালের “ফলের” ভাণ্ডার ।

মরি’ করকণ্ড মনে,

সাতসিদ্ধি তা’বি’ মনে,

সার’হর দিন আজি, কালি রবিবার ; ..

কোনো বস অবকাশ ? রজিব কি হার ?

১০

“ললিতা হৃন্দরী !”—দেখ বড় দিকি তব ।

কবি’ নাম রমণীর,

তেজঃপুঞ্জ বাঙ্গালীর

কর যদি তেজোহানি—বাষ্প-আবিষ্কার ;

নিতান্ত জানিও তব “কালাপাণি” সাব !

১১

যদি বসন্তের কোলে পুনঃ অভাগিনি !

দোলাও সবঙ্গলতা,

কহ বিচ্ছেদের কথা,

হাসে চন্দ্র, তাসে জলে ; পায় বিহঙ্গিনী ।

ফুটে ফুল, জুটে অলি ; ফাটে বিরহিণী ।

১২

“বসন্ত,—জ্যোৎস্না,—হাস্য,—মধু—ফুল-
সল ;—”

তব “স্নেহ” যদি হয় --

এই পক্ষ দোষময়,

কি ঝটে কপালে তব, বলিতে না পারি ।

বা’বে, বাছা ! একেবারে “অপার্ট” করে “খাড়া” !

১৩

পাবে—দোকানের ধূপ, স্মৃতিরী তামাক,
 খেলো-ছাঁকো বদ্‌ হর,
 তয় এক মতিচূর,
 শিক্ষকের কাগমলা-ভট্টাচার্য্য-চর্চি,—
 সৌধিন সমালোচনা,—“হলোয়ের বটি” ।

১৪

“বাসন্তী কবিতা” তাই কর পবিহার ।
 কটিতে কাপড় আঁটি,
 লও কলমের কাঠি,
 সাপ্তাহিক পত্রে দেও ছন্দুতি-ঘোষণা—
 লিখিয়াছি “নব গীতি-কাব্যের” রচনা ।

১৫

এই গীতি-কাব্য—অর্থ, রজতের কাঠি ।
 অর্থবা হোসেনু ধার
 “জিনাইর” অবতার ।
 পাইব দিল্লীর লাডু, যখন চাহিবে !
 হালান্ন রাছুর হজে কিরিয়া আসিবে !

১৬

“ থাকিবে প্রথম প্রায় ;—কিন্তু দেখো যেন

চোয়াস্তর মূর্তিমান,
নাহি হয় অধিষ্ঠান ।

অবশ্য থাকিবে বর্ষা,—কিস্তি ধবরদার !
ত্রিগত “অগ্নিনী-কাণ্ড” না হয় আবার ।

২৭

বসন্ত যে একেবারে থাকিবে না, নয় ।
প্রতি শ্লোকে, প্রতি পাতে,
মিশি' বসন্তের সাথে,
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, কিস্তি শরত, শিশির,
ধাক। চাহি—এককালে শশাঙ্ক, মিহির ।

১৮

হ'বে গ্রীষ্ম কাব্য ; লও নমুনা তাহার—
“সেঘ ছুর ছুর,
ছদি গুর গুর,
বিদ্যাতের চক্চকি, দর্দূর মক্‌মকি,
সমুদ্রের লক্‌লকি, বজ্রের ঠক্‌ঠকি ।”

১৯

বান্দালির বীর মূর্তি থাকিবে তাহাতে ।
হংসপুচ্ছ, “রাইকল,”
জিহ্বাতে দুর্জয় বল,

কামান “সংবাদ পত্র,”—শত্রু গ্রন্থকার ;
মুগলচরণে পশি’—অস্ত্র-সমংকার ।

২০

গলাগলি করি রবে “ওথেলো, হেমলট ।

জুওলজি’—“ফেগলজি’—

“পজিটিব ফিলজফি,”—

মওলাবক্স,—গেজেটের গঁত বিজ্ঞাপনী,
থাকিবে তাহাতে—“ইউইণ্ডিয়া কোম্পানী”

২১

পঞ্চদশ শ্লোকে যদি পার প্রসবিত্তে—

“শকুন্তলা ।” এহি ! এহি !

তা’তে গ্রীষ্ম, বর্ষা নাহি ;

কেবল মালিনীতীরে, লতাকুঞ্জ বিনে,
কোথা আছে গ্রীষ্ম আর ? আমি ত দেখিনে ।

২২

পঞ্চদশ শ্লোক যদি পার প্রসবিত্তে

হেমলেট দশ খানি,

কিন্তু গাজদাহ বাণী

“ওথেলোর” র’বে জা’তে, হুখিও আবার”
না পার, করনে ! তুমি মজিলে এবার ।

এগরোজ্ঞান ।

১

অকস্মাৎ কি অনল হৃদয়েতে জ্বলিল ?

অকস্মাৎ কেন মন বিঘ্নানিত হইল ?

আনন্ডানু করে প্রাণ ;

ধরা পর-শয্যা জ্ঞান ;

কিসে হৃদয়েতে মন এত ব্যথা জন্মিল ?

অকস্মাৎ কি অনল হৃদয়েতে জ্বলিল ?

২

কেননে জন্মিল ব্যথা ?—আমি কি তা' জানি

কিন্তু যা'র জন্যে জ্বলি, সে যে'জেনেজানে না

প্রেয়সী রে নিরদয় !

প্রেম ভুলিবার নয়,

কত চাহি ভুলিবারে—ভুলিতে যে পারি না

৩

প্রিয়তমে ! এই কি রে ছিল তব অন্তরে ?

আশা-ইন্দ্রধনু দূরে দেখাইয়া অমরে

কেন কল্য বাড়াইলে ?

যদি নাহি জ্বলাইলে

এগরোজ্ঞান-বারি বরষিয়া আঁধারে ?

কি আর বলিব, প্রিয়ে ! কত আর বলিব ?

তাপিত হৃষিত চিত্তে কত আর সহিব ?

এই পাই, এই নাই,

হারাইয়া পুনঃ পাই,

য'রে বেঁচে, বেঁচে য'রে, কত কাল থাকিব ?

৫

কি দুঃখেতে, প্রিয়তমে, গত নিশি গিয়েছে !

কি অনলে এ ক্ষুদ্র সারানিশি দহে'ছে !

তব চন্দ্রানন, প্রিয়ে !

অন্ধকারে নিরখিয়ে,

সুদীর্ঘ নিশ্বাস, প্রিয়ে ! সারানিশি বহে'ছে !

কি দুঃখেতে, প্রিয়তমে ! গত নিশি গিয়েছে !

৬

কতবার স্বপ্ননেতে মুখশলী হেরে'ছি ;

কতবার মগ্ন-ভঙ্গী, মুখ-ভঙ্গে কেঁদে'ছি ।

এইরূপে কেঁদে, হেসে,

দুঃখের সাগরে ডুবে,

শ্রোয়সি রে ! মনোদুঃখে গতনিশি কেটে'ছি ।

হ'বে না আমার, প্রিয়ে ! যদি মনে জেনে'ছ ;
এ অধীনে, তবে কেন, এত ছুঃখ দিতেছ ?

বল, প্রাণ ! একবার,—

হ'বে না আমার আর,
ভাল হ'ক এ হৃদয়, যাহা দক্ষ হ'তেছে ।

কেন দেখিলাম ?

১

কেন দেখিলাম,—

বিস্তৃত সরসীমাঝে, বেষ্টিত শৈবালরাজে,
হৃদিত দুঃখরসে ফুল কমলিনী,
কেন দেখিলাম সেই সর-সোহাগিনী ?

২

কেন দেখিলাম,—

ভীষণ নিবিড় বনে, বসিয়া কণ্টকাসনে,
বেষ্টিয়া কণ্টকজালে কীট-এসুন,
কেন দেখিলাম সেই কণ্টকে কুসুম ? ...

কেন দেখিলাম,—

অনন্ত জলধিতলে, অনন্ত তরঙ্গদলে
আস্ফালিয়া ফণা, যা'রে করেছে রক্ষণ,
কেন দেখিলাম হেন সমুদ্রে রতন ?

৪

কেন দেখিলাম,—

ঘনঘটা ঘোর রণে, ভীম ঘন গরজনে,
নাচে যথা রণরঙ্গে শূন্ত-বিরহিণী,
কেন দেখিলাম সেই চলসোদামিনী ?

৫

কেন দেখিলাম,—

জিনি' সর-সোহাগিনী, জিনি' বন-স্থশোভিনী,
জিনি' রত্নাকর-রত্ন, বিদ্যুত-বরণ,
কেন দেখিলাম, প্রিয়ে ! তব চন্দ্রশিখর ?

৬

কেন দেখিলাম,—

নহে শবাকের ঘরে,—নহে শরোবর'পরে,
নহে কুঞ্জবনে,—নহে কুহ্ম-কাননে,
নহে কালিন্দীর তীরে কুটিল নয়নে,—

নহে জুলিয়েট,—

নহে বিদ্যা রূপবতী,—নহে শকুন্তলা সতী,—
নহে কুলকলঙ্কিনী ব্রজবিলাসিনী;—
পর্ণকুটীরের দ্বারে—সকল কামিনী ।

যেই দেখিলাম,—

নন্দন-সৌরভ রাশি স্বর্গীয় সঙ্গীতে ভাসি',
পশিল হৃদয়ে সেই কোমল ধ্বনি,
উন্মত্ত হইলু, মত্তা হইল রমণী !

অয়স্কান্ত মণি,—

আকর্ষিল লোহ, হায় ! আর নাহি সহ্য যায়
হইল যুগল-চিত্ত প্রেম-স্রোতাধীন ;
হৃদয়ে হৃদয়ে স্পর্শে হইল বিলীন !

নীরব প্রকৃতি ;—

সন্ধ্যা-সমীরণ নীরে কাঁপাই'ছে বন-শিখর,
নীরবে করি'ছে কোলি বৃক্ষপত্রদলে,
'কি দ্বা ওই বারি-কক্ষ-রমণী-জকলে ।

১১

হায় ! সে সময়ে,
হৃদয়ের যন্ত্রদয়, একত্রে হইয়া লয়,
আনন্দে বাঞ্জিতেছিল, সে সুখ-সঙ্গীত
কে বুঝিবে ? যে বুঝিবে, সে হ'বে মোহিত ।

১২

হায় ! এ সঙ্গীত,—
লতাগৃহ-অন্তরালে, দাঁড়া'য়ে মধ্যাহ্নকালে,
শুনিতে শুনিতে প্রিয়া-প্রণয়-লিখন,
বুঝেছিল এ সঙ্গীত দুয়ন্ত তখন ।

১৩

এ সঙ্গীত স্বরে,
উন্মত্ত হেম্লেট্, হায় ! যত প্রেয়সীর গান
বর্ষেছিল পুষ্পচয় "মধুরে মধুর"
বুঝেছিল এ সঙ্গীত বিরহ-বিধুর ।

১৪

ভীষণ প্রলানে,
তরঙ্গ-আহত-তীরে, ভাসিয়া নয়ন-নীরে,
ধরি' অভাগিনী-ভাৰ্য্যা-কর-হুকোমল,
বুঝেছিল' হায় ! নবকুসার বিহীন ।

১৫

“টাইবর-জলে

হ’ক্ রোম নিমগন,” বলেছিল যেই কণ,
মৈশরীর প্রেমে মত্ত বীরচূড়ামনি,
বুঝেছিল এ সঙ্গীত অভাগা এণ্টনি ।

১৬

সামান্য সঙ্গীতে

কেড়ে নয় হরিণীর কণ্ঠহার—কবে নীর
নিরেট পাষণ যদি ; তবে কি বিশ্বয়,
অথবা প্রেম যজ্ঞী, যজ্ঞ মানব-হৃদয় ।

১৭

মুহুর্তেক, হায় ।—

মুহুর্তেক প্রেমভরে, হৃদয়ে হৃদয় ধ’রে,
মুহুর্তেক এ সঙ্গীত সুখে শুনিলাম,
মুহুর্তেক পরে স্বপ্ন হ’ল অন্তর্ধান ।

১৮

“মনে রাখিবেন”—

শুনিলাম বীণাধ্বনি ; হৃদয়েতে প্রতিধ্বনি,
ভাগিতে লাগিল ধ্বনি মন্ডা-সুদীরলে,
কতবার শুনিলাম “রাখিবেন মনে” ।

১৯

“রাখি যন মনে !”

কেমনে রাখিব মনে ?—রাখি যদি প্রাণপণে,—

কিসে মগ্ন ত্বং, শ্রোত করিবে ধারণ,

প্রিয়ে তব রূপ শ্রোত, ত্বং মম মন ।

২০

সেই শ্রোতে, হায় !

ভাসা'য়ে দিয়াছি মন, নাহি সাধ্য নিবারণ

করি তা'রে, নাহি জানি ভাবি পরিণাম,

সদা ভাবিতেছি' হায় !—কেন দেখিলাম ।

ভুবনমোহিনী-প্রতিভা ।

১

কে তুমি ? বঙ্গের কম কামিনী-উদ্যানে,

এই অভিনব শোভা করিতে প্রকাশ,

অঙ্ককার অন্তঃপুরে,

হেন তীব্রজ্যোতি ক্ষুরে,

বলিলে না বঙ্গবাসী করিবে বিশ্বাস ;

না মালতী, না মল্লিকা,

না চম্পক, শেফালিকা,—

নন্দনেব পারিজাত তুতলে বিকাস,
কেন বল, বঙ্গবাসী । করি রে বিশ্বাস ৭

২

ফুটেনি এমন ফুল বলের উদ্যানে,
হেন ফুল বঙ্গবাসী দেখেনি নয়নে,
বান্ধালীর ঘরে ঘরে
যেই ফুল শোভা করে,—
শতদল-সরোজিনী সরসী-প্রসূন,
সূর্যমুখী স্বর্ণপ্রভা,
কিন্মা সে নীলিম-বিভা
সলজ্জ অপরাজিতা—মাধুরী দ্বিগুণ,
কিস্ত কি দেখে'ছ হেন বিদ্যুৎ কুসুম !

৩

যথায় কৌকিলকণ্ঠ চিরনিষাদিত,
কাদে' হাসে', অনিবার মধুর পঞ্চমে,
অস্তঃপুর-অন্ধকারে,
গায় স্ত্রীমা কারাগারে,
ডাকে বুলবুলি নিত্য মধুর ত্রিকণে,
প্রণয়ের পাণিমায়,
হাসে, কাদে, নাচে, গায়,

প্রেমে হাসে, প্রেমে কাঁদে,—কে তুমি সেখানে
জ্বলদ-প্রতিম-স্বনে গর্জি'ছ সঘনে ?

৪

আজি হ'তে জানিলাম বঙ্গ-ভবিষ্যৎ,
নহেক নিরবচ্ছিন্ন নিরাশা-আধার,

যে বিপ্লবে আকুলিত,

আজি বঙ্গ বিপ্লাবিত,

অন্তঃপুরে পশিয়াছে তরঙ্গ তাহার,

বঙ্গের কোমলতর-

অঙ্গেতে, তরঙ্গ খর

করিয়াছে মহাবেগে ভীষণ প্রহার,

নির্বাক অবলা ওই করি'ছে চীৎকার ।

৫

নাহি চাহি পদ্মমুখী কিম্বা চন্দ্রাননী ।

নিবিড় জলদাজ্জর, আজি বঙ্গদেশ,

ভেদিয়া জলদমালা,

কে পারে করিতে খেলা,

বিনা সে বিদ্যুৎ ? তুমি বিদ্যুৎরূপিনী,

এই ঘনঘটা-কোলে,

ঘনঘটা ঘোর রোলে

গর্জ্জ ভূমি, বজ্রানল করুক সঞ্চার,
ভুবনমোহিনী ওই প্রতিভা তোমার।

৬

অস্তঃপুবে তন্দ্রাগত নিজজীব বাঙ্গালি,
প্রতিভা-তাড়িত ক্ষেপে কর উদ্দীপিত,
দেখুক তাড়িতালোকে,
দুর্কন্দ বাঙ্গালি শোকে,
ভারতেব অধোগতি, আর্ঘ্য নির্যাতন,
বৈদ্যুতিক জিঘ্রাকলে,
যে রক্ত পিরায় চলে,
দেখাও সে রক্তশ্রোত, মলিন কেমন,
দেখাও কি আছে তাহে আর্ব্যের লক্ষণ

৭

শিখরান্না ভূমি—আবুধ-কল্লনা,
ভারতের বন-বনে শতক তোমার,
স্বতীক কল্লনা-বাণ,
ব্যধিত করুক প্রাণ,
ব্যথা জীবনের চিহ্ন ; দ্যাবার আকার,
পিস্তিলিকা টাটে করে,
প্রহারকে সহ্যিবারে.

বাথ।। গরতবাসী,—আর্যের সম্ভান,—
চবঃ দলিত শির কবিবে উত্থান ।

৮

শক্তি স্বরূপিনী তুমি—শক্তি বিনা আর
কা'র সাধ্য ভারতের সাধিবে উদ্ধার ?

যে শক্তি দানবদলে,

দলি নিজ ডুজ্বলে,

সাধল ভারতোদ্ধার—দানব সংহার,

সেই শক্তি, সে প্রভাব,

প্রতিভায় আবির্ভাব

ভুবনমোহিনী-অঙ্গে হইক তোমাব,

খেলুক বিজলিরঙ্গে,

তব ক্লীণ অঙ্গে অঙ্গে,

খেলুক বিজলি নেত্রে, অধরে আবার,

খেলুক ককিতামালা বিজলি আকার ।

৯

হিমালয়'র উচ্চতম শৃঙ্গেতে বসিয়া,

কুরুক্ষেত্র, ধানেশ্বর, বলি' প্রতিভায়,

• ঘোর বজ্র মেঘমস্ত্রে,

• ভারতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে,

“একমেবাহুতীয়াং”—আসিদ্ধু ত, ল
 লিঙ্গু হ’তে প্রকাদেশ,
 ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষ,
 সকলি একই জাতি—একই শৃঙ্খল,
 একই প্রবাহে ভেসে যেতেছে সকল

১০

“একমেবাহুতীয়াং”—পাঞ্চজন্ম-রবে,
 ঘোষ এই মহাধ্বনি ; ভারত-সম্মান
 দেখুক দেখে না যাহা,
 এক মহাসিংহ-ছায়া
 সমস্ত ভারতবর্ষ করেছে আঁধার,
 এক ভিন্ন দুই নাই,
 একময় সর্বগাঁই,
 তথাপি একতা নাই ভারতবাসীর ।
 এ কেমন মোহাঙ্কতা—বিধান বিধির ।

১১

ওই ভাগিরথীতীর’ নির্যোধ বাঙ্গালি
 ওই দলাদলি করি’ দেয় করতালি,
 ভীষণ জলদ খনে,
 কর, আত্ম-বিলোষণে

আপন-হৃদয় রক্ত শুধিয়া কি ফল,
 অপূর্ব প্রতিভাবলে;
 কহ আত্মঘাতী দলে,
 শিখাও যা শিখিল না—দুর্শ্রুতি দুর্বল,—
 “বীরত্ব কি মহারত্ব—একতা কি বল ।”

১২

তব সহোদরা বঙ্গসিমস্তিনীগণ,
 এই মহামঞ্জে তুমি করহ দীক্ষিত,
 ত্যজিয়া প্রণয় কথা,
 যেন এই মর্শ্ব-ব্যথা,
 কহে নিত্য নিত্য প্রিয় প্রাণপতি কাণে,
 অধরে অমৃত নহে,
 তা’তে গুপ্ত মৃত্যু বহে,
 না চাহি অধরাবৃত—তোমার মতন
 করে যেন রক্তাধরে বিজলি বর্ষণ ।

১৩

স্পাটার মাতৃ-ধর্ম শিখাও সবারে,—
 “বীরমাতা” রমণীর কিযে অহঙ্কার,
 হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
 যেন ইহা দখল করে,

শোণিতে শোণিতে যেন ভ্রমে অবিরল,
 যেন মাতৃসুত সনে,
 পান করে শিশুগণে,
 মাতৃমুখে লিখে যেন তনয় সকল—
 “বীরত্ব কি মহারত্ব, একতা কি বল”।

১৪

দেবি !

এতদিনে বুঝি বিধি হইয়া সদয়,
 পাষণরাশির মাঝে একটি হৃদয়,
 সজ্জিলেন বঙ্গদেশে,
 তুমি মহাশক্তিবেশে,
 আবির্ভাব কর বঙ্গে জীবন-সঞ্চার,
 করি' মহাশাক্তোৎসব,
 পূজিব আমরা সব,
 হৃদয়ের বক্তব্য দিয়া উপহার,
 ভুবনমোহিনী ওই প্রতিভা তোমার ।

স্থিৰ-সৌদামিনী ।

১

লিখিব লিখিব হতে'ছে বাসনা,
 কি লিখি কি লিখি ভাবিয়া চাই,
 শোভি'ছে প্রকৃতি ধুমর বরণা,
 বরিষার জলে দেখিতে পাই ।
 বরিষার জলে দেখিতে পাই,
 এই শৃঙ্গ হ'তে পূর্ণ স্নোতস্বতী
 কাঁপিয়া যেমন ঘোঁবন-বড়াই,
 সাগর-সদনে চলেছে যুবতী ।

২

যুবতী ঘোঁবন যায় গড়াইয়া,
 যায় যায় যায়—থাকে না আর ;
 উন্মত্ত জলধি আকুল হইয়া
 আলিঙ্গন-সুখ পাইতে প্রিয়ার
 সহস্র তরঙ্গে করি'ছে বিস্তার
 সহস্রেক কর ; করিতে বর্জন
 সন্মিলন-সুখ, প্রকৃতি আবার
 করিতে'ছে স্নেহা-ধীরে বন্নিধন ।

৩

স্বনি'ছে পবন সর সর সর,
 করে বরিষার ধারা অবিরল ;
 এই শৃঙ্গ হ'তে কত মনোহর
 সেই হুমধুর সঙ্গীত তরল ।
 নদী, সরোবর, নির্ঝর, ভূতল,
 বরিষার জলে প্লাবিত প্রাণ ;
 পর্বত, পাদপ, প্রাচীর সকল
 সলিলে বেষ্টিত চিত্রিত দেখায় ।

এই চারু ছবি হইল বাসনা,
 চিত্রিয়া রাখিতে কবিতা মন্দিরে ;
 কিন্তু এই চিত্রে কি কাজ বল না ?
 কত শত ছবি আছে সে প্রাচীরে ?
 অথবা কেমনে-ওই ধীরে ধীরে
 নাচে যে হিম্মোল জলের উপরে,
 এ যে বিশ্ব শোভা কাঁপি'ছে সমীরে,
 "চিত্রিবে সহজে মর চিত্রকরে ?

৫

ভাল বটে, কিন্তু মনে নাহি লয়,
 লইতে সাহায্য প্রিয় কল্পনার ;
 (আজি কালি তিনি সর্বভূতময় !
 মধুর ভাণ্ডারে বসতি যাহার,
 ভ্রমে এবে, হায় ! ছরদৃষ্ট তা'র ।
 বাজারে বাজারে, বঙ্গ-ক্ষেতে ক্ষেতে !
 নিত্য মুদ্রাযন্ত্র-পীড়নে তাহার
 অঙ্গভঙ্গি দেখি, মরি খেদেতে ।

৬

হেন কল্পনায় কাজ নাহি আর,
 স্বভাবে স্বভাব চিত্রিব আজি ।
 আবার জগত হইল আঁধার,
 ভাসিল আকাশে জলদরাজি ।
 ধন্য রে প্রকৃতি ! তব ছায়াবাজি,
 গম্ভীর গর্জনে গর্জে কাদম্বিনী,
 শোভে ক্ষণে ক্ষণে গগনে বিরাজি,
 জলধর কোনে চল-সৌদামিনী ।

জলধর-কোলে চল-সৌদামিনী,
 কণেকে দেখায়—কণেকে লুকায়,
 কণে কণে পুনঃ জলধর-ধ্বনি,
 ঘর্ঘর গর্জনে পৃথিবী কাঁপায় ।
 দেখিয়া হ'লেম যথ্য ভাবনায় !
 ভয়ঙ্কর রূপ ; শব্দে কান কালা ।
 বজ্রে বাঁধা বুক ! শরীর শিলায়,
 তা'র কোলে এই রূপসী বাল্য ?

না জানি' কি ভাবি' মূঢ় কবিগণ
 'এই দৃশ্য দেখি' আহ্লাদে তাসে ;
 দাম্পত্য প্রণয় ভাবে মনে মন,
 দেখি' সৌদামিনী জলধর-প্রাসে ।
 বলে শোভে প্যারী ক্রীড়কের পাশে,
 যেমন মেঘের কোলে সৌদামিনী ;
 প্রাণের অগত মরিবে হৃৎকান্দে,
 প্রেমাদর্শ যদি মেঘ-সৌদামিনী ।

৯

চমৎকার প্রেম ! ভয়ঙ্কর রব !

প্রেমালাপ বুঝি মেঘের গজ্জ্বলন ?

নাগরের রূপে আঁধার নগর !

প্রেম-আলিঙ্গন অশনি-পতন ?

সৌদামিনী-প্রেমে হইয়া মগন,

প্রাণভয়ে বুঝি ছুটিয়া পালায় ?

প্রেম-মুগ্ধ মেঘ, কৃতান্ত যেমন,

ঘনভীম রোদে পশ্চাতে ধায় ?

১০

কেমন নিষ্ঠুর বিধাতার বিধি,

হুর্ভেদ্য, দুর্জয়, বুঝা নাহি যায় ;

এমন অভুল সুরূপের নিধি,

কেমনে দাঁপিছে বস্ত্রের শিখার ?

বিকচ গোলাপ অমল স্থালায়,

শরভের শশী রাহুর আশে,

হুমত রতন কাকের পলার,

দেখি কার কতক জল বা আসে ?

১১

এতাদিক আরো নিষ্ঠুর নিদ্রয়,
 বিধাতার বিধি দেখিতে কি চাহ ?
 জ্ঞান তুলি রঙ, আনি সমুদয়,
 দেখাইব চিত্র শোকের আবহ ।
 জ্ঞান না মানব জীবন-প্রবাহ ;
 দুঃখেতে মলিন বরণ তা'র,
 বারেক ভিতরে প্রবেশিয়া চাহ,
 কত শত রত্ন কাঁটের আধার ।

১২

চিত্র আগে এক রূপসী বালা,
 রূপের আকর—গুণের গরিমা ;
 মনে মনে নিরাশার জ্বালা,
 বিনোদ বদনে পড়েছে কালিমা ;
 মনদুর্গা জিনি' প্রেমের প্রতিমা,
 নিরাশা-ব্যঞ্জক যুগল নয়ন,
 কিন্তু, হায় ! সেই নয়ন-নীলিমা,
 স্নেহে সিক্ত সদা-কোমল দর্শন ।

১৩

ল'য়ে এহ ছাব যাও বঙ্গালয়ে,—
 নিরানন্দ বাস !—বিষায়েন ধনি।
 ভ্রমি' গৃহে গৃহে বুল সমুদয়ে,
 কত গৃহে হেন রমণীর মনি
 অপাত্র-অশ্রুদে, অশ্রু-অশনি
 সহিতছে, হায় ! দিবস যামিনী
 অচল কদম্ব ! শোভিতেছে ধনী
 জলধর-কোলে স্থির সৌদামিনী ।

আর কি দেখিব ?

১৪

যে স্থখ স্বপন আজি দেখিলাম, হায় !
 আর কি দেখিব ?
 নিদ্রার ভ্রামস গর্ভে এমন উদ্ভুল মণি
 আর কি পাইব ?
 বিবাদ-নীরমে রাখা জীবন-আকাশে, হায়,
 দেখিব কি হেন তামিল, কি আশ্রিতে কি নিদ্রায়

২

নবজন্মদান করিণ আমল প্রাপ্ত

দেখিলাম, হায় !

নিদাঘ নিশীথে আসে, নিশানাথ করতলে

শুইয়া পড়ায় ।

মধুর এসার তানে, চন্দ্রমা হাসিতেছিল,

জীবন হইতেছিল শীতল কোমুদীনম ।

৩

কখন বাজিতেছিল, ন রে সে নদীত :

মধুর এসারে ।

সামান্য স্থলনিত, প্রণয়পূরিত গীত,

উদাস সংসারে ।

কখন গজিতেছিল, অভিমান অঙ্গারায়,

কখন হাদিতেছিল, বিরহেতে উচ্ছ্বসিয়া

৪

বিরাজে চঞ্চল তারে,—বসন্ত শরত,

মড় ঋতুগণ ;

পিতৃভক্ত মন্তের, মেঘনগ্ন শরতের ;

নিদাঘ-দাহন ;

কন বরিষার ধারা ; শিশিরের ফুলঝড়ি

কছু নন্দনের শোভা ; কছু শুষ্ক মরীচিকা

৫

জানিয়ে কত ভাল, সেই বল কঠে

উঠিল জাপিয়া,—

অথের শৈশব কাল, বগল পাড়িল মনে ;

উঠিল বাঁচিয়া

মৃত স্মৃতি, সেই স্মৃতি বহে প্রতিদিনে, হায়
স্বপ্নায় জননী মুখে, জন্মকর প্রতিমায ।

৬

শিররে করুণাময়ী,—জননী রাপিণী !

বসিয়া, আমারে

দেহমিত্ত করপদা বুলাইতেছিল মা তা

মন কলেবরে ;

দুর্গদ্রষ্ট পারিজাত, সুকুমার শিশুগণ,

মধুমাধা ছাই পাশ করিতেছে বরিষণ !

৭

আর কি দেখিব সেই দৃশ্য মনোহর

পবিত্র নিঃশ্বল !

আর কি দেখিব, হায় ! উদার মুরতি তব

মরল, মরল !

জননী'র মেহ বণি, শিশুকণ্ঠ স্বধাময়
আর কি শনিব'কড়ু ? ছুড়াইব এ হৃদয় !

পরিবরিতল ধপ্প ! সজ্জিত তরণী,

ওই নদী তীরে ;

আছ দাঁড়াইয়া তুমি ! আছি দাঁড়াইয়া আমি ।

অশ্রু বারে ধীরে ।

নৈশ অন্ধকারে; হায়, কেহ নাহি দেখি কা'বে,
যুগল হৃদয় কিন্তু, দেখিতেছি পরস্পারে !

৯

আমারে হৃদয়ে ধরি, বলিলা কাতরে,—

“আর কি দেখিব” ?

তোরে দেখি যেই স্থখ পাই আমি, সেই স্থখ,

আর কি পাইব ?

আশীর্ব্বাদ করি বৎন ! তোরা পক্ষ সহোদরে
রক্ষিবেন অনুক্ষণ, ত্রেয়া বিষ্ণু মহেশ্বরে ।

১০

হতভাগ্য অঙ্গ নহি ! শুনে আজি তব

কাদিবে অন্তর,

কালের করাল স্রোতে গিরাছে ভাসিয়া মন

এক সহোদর !

দাঁড়িয়েছে শিরস্তুর সেই শ্রোত তুমি'বার !
আব কি দেখিব ? আহা ! ভাবিতে অন্ধকার

আগমনী

আইম, প্রভু, আইম চট্টলে
বহুদিন অন্ধকার
দেখে নাট, নপমতি
রাজার পবিত্র মূর্তি—দেদ তা ভুললে
হেয় রাজদরশন,
রাজপদ পেরশন,
পারি আজি নাহি জানি কোন পূণ্যবলে ;
আইম, বঙ্গের প্রভু, আইম চট্টলে ।

২

না জানি কি পাপে, হায় !
নিদারুণ বিধাতার
ক্রিয়াকে এত দুঃখ কপালে আমার
সর্বত চাপিয়া বুকে,
অনন্ত শিরস্তুর মুখে,
রাখিয়াছে, অশ্রুতে অনন্ত প্রকারে,
এবারে তরঙ্গনালী গজিয়া আমারে !

ততোধিক, নৃপবর !
 কলিতছে নিরন্তর,
 হায়, রে 'দুকের মাঝে' স্থলন্ত অনল ;—
 'বাবুবেতে' হুঙ্কার,
 'লবণাখ্যে' মহামার,
 'সীতা কুণ্ডে' গিরি, বারি, অনল সকল ;
 কত হবে বল, প্রভু, রমণী দুর্বল ?

বসজা ভিগিনীগণ
 কঁাদে, প্রভু : অনুক্ষণ,
 ধরিয়া চরণে তব ;—মনোহুঃ কর !
 'আমি এই মরি' বাঁচি',
 'নীরবে পড়িয়া আছি,
 'নীরবে কাদিয়া অঙ্গ, দেখ, দয়াময় !
 'করিয়াছি নির্বরিণী, স্রোতস্বতীময় ।

যদি না সচিব পাবি,
 'ভূগিকম্পে' অঙ্গ বাড়ি',
 'আপন মনের হুঃ কহিতে তোলায়,

কল্যাণ

কল্যাণ নিখাদ ছাড়ি,

বলি' নয়ন-বারি,

মুষ্টিধারে পলাছাড়ি' চা'হি কাদিব' রু',

পাপিষ্ঠ জলধিমন্ত' ডুবাই হারা'র

শনি-দুঃখিনীর দুঃখ,

ভেসাগিয়া রাজহুত,

পা'সিলে কি দুরারণ্যে, শুহে দয়াময় ?

বাঙ্গায় বাহনে চড়ি',

অকুল সমুদ্র তরি',

আসিলে এ কননায়ে, শুহে ভগবান ?

ভরিতে, হায় রে, এই অহল্যা পামোণ

অনা-বিক্র, শিব ত্রয়,

সুনি প্রভু, যারায়ণ,

করেই উদ্বার, অর্ধ বাঙ্গাল-পরিহার ।

অস্বাভ্যাস-মুগ্ধি ধরি',

অকুল লক্ষ্য করি',

করিয়াছি বিধু-রূপে মিরসে উদ্ধার ।

করিয়াছি করিয়াছি অকুল-পরিহার ।



২৪

হুগো, নকশাবন্দী, কালি
নীলকণ্ঠের অভ্যন্তরীণ।

৫ কেরামেটভাষার এই কবিতা-সাহিত্য।

কলিকাতা-মাল্য, মাল্য,
কলিকাতা-মাল্য, মাল্য,

বিজ্ঞানি নকশাবন্দী, কলিকাতা,
কলিকাতা-মাল্য, মাল্য, কলিকাতা-মাল্য।

২৫



কলিকাতা-মাল্য, মাল্য, কলিকাতা-মাল্য।

আইন চট্টোপাধ্যায় ।

নাসিকায় নাহি স্বাস,
বদনে নাহিক ভাস,
নাথবে করি'ছে তব পদ দরশন,
আইন চট্টোপাধ্যায়

১৬

সুতরায় মরকত
চানিয়া, নীলাম্রপথ
কামিমাছি শোভাময় । আসিবে যখন
খেত ফেল পুষ্পরাশি,
যতধিকৈ মিলি হাদি,
তরী পুরোভাগে, তীবে নামিত যখন
দীর্ঘ খেত পুষ্পহারে বাজিবে চরণ

১৭

বাজিবে জনমি নামে
মহা বৈষ্ণব মহালাদে;
করিবেক বীচিগণ অস্ত্র প্রদর্শন ।
'কর্ণফুলী' আগে গিয়া,
আনিবেক বাড়িয়া,
অসংখ্য অগবণোত্তে, যিনে আবাহন,
"আইন চট্টোপাধ্যায়, প্রভু, দুর্ভিক্ষাদলন ।"

আনন্দে কুসুম সনে,
কুসুমী রামাগণে,
সধুর প্রাণে প্রভু, দিয়া হলুধনি,
সরসিবে পুষ্পরাশি,
কসিবে বারি হাসি,
উচ্চ শব্দ হ'তে "মগ" "লুসাই" রমণী
আইস চট্টেল হুখে ওহে নৃপমণি :

ইহাতেও প্রীতি তব,
না হয়, মহাকৃতব !
চাহ জ্যোতিষ্কিয়া ? তবে ফিরাও নয়ন ।
সীতাকুণ্ডে জলে স্থলে,
ওই দেখ অগ্নি জলে
জলে, "জোম" গিরি শৃঙ্গে ; সমুদ্র তেমন
ছড়ায় তরঙ্গ ভঙ্গে, তারি আগণন ।

অপূর্ণবর্ণন ।

নিজাণ আরেণে নয়ন পরব,
আবরিছে ধীরে নমন-তারি :

অপূর্ণ চন্দ্রিকা ।

গভীরা রজনী, প্রকৃত নীরব ।

নিদ্রিতা বয়সী চেতনহীন ।

মধুর সঙ্গীত, বন্ধু সম্বোধন,

পশিল ভাবণে, ব্যাবুল স্বপ্নে,

মন উগাটন, বিছাঃ মতন,

ছুটিলাম, সেই স্বর লক্ষ্য করে ।

২

পাশরু পোজ্জণে, মরি কি সুন্দর !

সুন্দর আকাশে সুন্দর শঙ্কু

ভা'সিছে, হা'সিছে, পড়েছে সুন্দর

সম্মুখ গিরির উপরে শাস :

চন্দ্রের কিরণে আকাশের গায়

শোভে গিরিদেশী মেঘের মত,

চিহ্নিয়া আকাশ তরঙ্গ রেখায়,

শোভে কৃষ্ণমেঘ ভূতল-নত ।

৩

সে রেখা উপরে, আকাশ-দর্পণে,

শোভে ভালুচুড়া, আশ্রের বন,

তরঙ্গে তরঙ্গে চন্দ্রের কিরণে,

স্বয়ংলোক চিত্রি' মোহিছে মন ।

অঙ্গুরা চিত্র, যারি কি সুন্দর,
 নিষ্ঠুরে প্রকৃতি করি'ছে ধ্যান,
 বেশ সমীরণ স্বতুল, মধুর,
 অস্তর প্রশংসা করি'ছে গান।

৪

চন্দ্রকরে শ্যাম গির কলেবর
 হাসে কোপে কোপে, মলিন হাসি ;
 গিরি-কোলে হাটন প্রাঙ্গণ সুন্দর,
 প্রাঙ্গণের কোলে কুসুম রাশি।
 এক অর্ধচন্দ্র, বহিম আকার,
 'হাসি' হাসি' গিরি-শৃঙ্গেতে দোলে,
 'একি দেখি। একি সম্মুখে আমার !'
 তুই পূর্ণচন্দ্র প্রাঙ্গণ-কোলে।

৫

তুই চন্দ্র নামে প্রশান্ত মুরাত,
 নাড়াইয়া স্থখে স্বহৃদবর,
 'গৌর কান্তি সন্না সুপ্রসন্ন মতি,
 নাথ আঁটি, চির দয়ার সর,
 বানাকের মত পরল সুদয়,
 প্রতিবিম্ব তারে মনে ডালে,

অনুপ্রাণিত সৰলতা নয়-

সরলতা সদা নয়নে হাঁসে ।

৩

বালেন্দ্র মূর্তি বালিকা সরলতা

অন্নানু বদনে দাঁড়ায়ে পাশে,

প্রীতির জ্যোৎস্না, পবিত্র তল

ভাসে দর্শকের কদম্বাকাশে ।



নায়াব মূর্তি, প্রেমের প্রীতিমা,

সংসার মরুতে দয়ালু সীতা

পূর্ণাঙ্গী সেন অপের মহিমা,

মেহ-সুধা মাখা সরল কথা,

পবিত্রতাপূর্ণ কোমল হৃদয়,

নারী অভিমাণে পূরিত কল;

উজ্জ্বল বরণ পবিত্রতাময়,

পবিত্রতা তবু প্রসন্ন মুখ ।

'বহি' পবিত্রত' নৈশ সসীরণ,
 জুড়ায় জগত' পাপেতে ভরা,
 অশ্রুসিক্ত মুখে চুম্বিয়া চরণ,
 ঝিল্লিরবে স্তুতি করি'ছে ধরা ।
 ভক্তিভরে শশী প্রসারিয়া কর
 আনন্দে প্রণমে পবিত্র পায় ;
 পবিত্রতা প্রতি পদ সঞ্চালনে
 সসীরণ-শ্রোতে ভাসিয়া যায় ।

পবিত্রতা-শ্রোতে ভরিয়া হৃদয়,
 বলিলু পবিত্র চরণে ধরি' ;—
 "এস এস, দেবি । দীনেনর আলয়,
 ও পদ পরশে পবিত্র করি ।
 তুমি মহালক্ষ্মী, দীনহীন আমি,
 স্বর্ণাসন কোথা পাইব বসি
 ভক্তির আসনে চরণ দুখনি
 রাখ' পুষ্টি দিয়া বয়স্ক জন ।"

১০

“এস, মা !”—কহিলু চাহি বালিকায়—

“এস, মা ! তোমার ছেলের ঘরে ;

বুঝিলাম ভালবাস, মা ! আমায়,

আমিও যে বাসি পরান ভ'রে ।

মোগার পুতুলী, আদর-লহরী,

কেন, মা ! দাঁড়া'য়ে ভুতলে, বল ?

নন্দনের ফুল কেন গড়াগড়ি ?

প্রাঙ্গণে ? চল, মা ! বনেতে চল ।”

কেন ভালবাসি ?

১১

কি দিব উত্তর ? আমি কেন ভালবাসি ?

আজি পায়বানি সম,

হায়, ভালবাসি মম,

কন উপজিল সিদ্ধ, এই অমুরাশি,

কি বলিবে ? কে বলিবে কেন ভালবাসি ?

২

অনন্ত অনন্ত নিকু -- পশি বারি তনে,
কেনে বসিবে নত,

কোথা হ'তে নিরমল,
বহিল দে কুদ্রুহাত. পরিণাম ন'র,
জিহ্বা, প্রিয়তমে. এই প্রেম-পারাবার

যে তরু অনন্য ছায়। হৃদয় যথার,
করিয়াছে, আঁধ প্রিয়ে!

কেনে চিরিত হৈছে,
দেখা'ন সে পাদপের অক্ষর কোণায়!
কেন ভানিবাসি, হায়! বুঝা'ন তোমায়.

হার' রে, হৃদয় যবে কিশোর কৈমল,
প্রেমের প্রতিমা তার
কেনে অঙ্কিত, হায়,

হইল অজ্ঞাতে, তুমি জান, শশধর!
কেন ভানিবাসি, তুমি দাও না উত্তর!

তুমি কাল ! জান তুমি, নিরাশা-মননে
 গোপনে হৃদয় মম,
 পোড়া'য়ে পামাণ সম
 করিয়াছ, মুদ্রিয়াছ গভীর রেখ'র
 স্মৃতি-অস্ত্রে, নিরুপম সেই প্রতিমা :

কত দিন, কত বর্ষ, জান তুমি কাল !
 এ হৃদয় যা'র তরে,
 জ্বলিয়াছে স্তরে স্তরে,
 ফাটিয়াছে বুক, তব ফুটনি বচন ।
 কেন ভালবাসি তা'রে, কহ না এখন ?

কেন বাসি ভাল ? অগ্নি সচল শরীরি,
 দেখেছ প্রথম তুমি,
 এ হৃদয় বনভূমি—
 সুখময়, কল সন্তে সে রূপ-কিরণে,
 প্রবেশিতে দাবানল প্রথম-কাননে ।

৮

ছিল এ হৃদয় হৃদয় তেমন সরোবর,

একটী নক্ষত্র তায়

ভাসিত, সে চিত্র, হায়

কেন মরুতর আজি খিপাশা-লহরী

কেন ভাঙ্গাবান, কহ না তুমি

৯

শব্দরি : তোমার আশে চাপিয়া হৃদয়,

হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি,

মবিয়াছি, বঁচিয়াছি,

দহিয়াছি, সদিয়াছি, তোর হাশা

শব্দরি : কহ না তুমি কেন ভাঙ্গাবান

১০

ভব অন্ধকারে, সখি, খুলিয়া হৃদয়,

দেখেছি অন্তরাস্তরে,

নিহা যে বিরাজ করে,

কৈখিয়াছ তুমি সেই কৃপণের ধন,

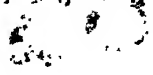
হৃদয়বাসিনী মম জীবন-জীবন ।

দেখিয়াছ তুমি সেই মার্জিত কুন্তল
 শুকুন্তল কিরীটিনী,
 প্রেমের প্রতিমায়ানি,
 আচর্য বিলম্বিত দীর্ঘ কেশ ~~কাল~~
 দেখিয়াছ কহ তব, ~~কোন~~ ভালবাসি

সে কেশ আঁপারে সেই রূপ কহিনুর
 সে বদন—চন্দ্র ? না না,
 সে আনন—পদ্ম ? তা' না,
 পদ্মরাগে পূর্ণচন্দ্র সঞ্চিত মধুর ।
 প্রসন্ন সজ্জল নেত্র, হায়, তৃষণ্তুর ।

এ হৃদয়ে, নিশীথিনি ! জাগ্রতে নিদ্রায়,
 সেই দৃষ্টি-সুখাদান,
 মাতিয়া বিমুগ্ধ প্রাণ,
 করিয়াছে, সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ স্থলীতল :—
 কেন ভালবাসি, নিশি, বুকিলে সকল ?

জীবন, যৌবন, আশা কীৰ্ত্তি, ধন, মান,

তবৎ যৈলি' পায়' 

আমিহু উন্মাদ প্রায়.

যা'র কাছ; হারি' ত্বা'র মন বুঝিবারে.

সে বি দ্বিষ্ট মিল কেন ভালবাসি ত্বা'র

তুমি পত্র, তুমি চিত্র—সবদ আমার

অক্ষরে অক্ষরে পড়ে,

রোখায় নৈশায় চিত্রে,

কই জিজ্ঞানিয়া, কহ কা দিচ্ছা' লয় !

কেন ভালবাসি, 'দাহা, বলনা তাহা'য় ?

কেন ভালবাসি, প্রিয়ে, বুলিব কেননে,

কোথা আমি, কোথা তুমি,

মধো এই মরুভূমি :

নিশ্চয় মঃসার,—কিসে শুনিবে সুন্দর

হৃদয়ে হৃদয়ে যা'র সন্তপ্ত উত্তর ।

কেনে ভালবাসি যদি ভ্রমিত বাসনা,
 নিষ্ঠুর সংসার মানি,
 লাড়' কেনে যাই, প্রাণ !
 সারিগা, নবান্ন যোগী, নরীয়া কোমলী,
 প্রণয় সঙ্গীতে হাসি দি'স যামিনী ।

১৮

খাঁর বন ফল খুল, পবিত্র লাকল,
 সাজাইয়া বনফলে,
 হাসি' বন-ভোজ কুসে,
 ক'ব বনদেহী-পলে, প্রণয়ে উচ্ছ্বাসি,
 নিখারের কল হ'লে, কেনে ভালবাসি ।

১৯

চল উচ্চগিরি-শৃঙ্গে বসিয়া নির্জনে,
 রবিকরে মনোলোভা,
 দেখি দূর সিন্ধু শোভা,
 প্রকৃতির সাক্ষা শোভা নিরখি নয়নে,
 ক'ব কেনে ভালবাসি প্রেমানন্দ মনে ।

কপোত কপোতী মত মুখে মুখ দিয়া,

তরুলতা আলিঙ্গিয়া

বসিবে, চঞ্চল ছিঁয়া

নাচিবে, হৃৎকণ্ঠে চাহিয়া তোমায়,

কেন ভালবাসি, ক'রে নীরব ভাষায় ।

পারিবে না ? ভীণ রবে পশিবে তথায়

সংসারের কোলাহল ?

অতল জলদিতল

অগম্য তাহার—চল পশিগে তথায়,

কেন ভালবাসি, প্রাণ ! কহিব তোমায় ।

না পার ; দাঁড়াও তুমি সংসার বেলায়,

প্রেমের প্রতিমা ধানি,

দেখিতে দেখিতে আমি,

হুবিব, চাকিবে যবে নীল অনুরাগি

চাহিও, হুবিবে, হায়, কেন ভালবাসি ।

স্বপ্ন—৩৭৬৩।

স্বপ্ন—উৎসাহ।

১

কি স্তম্ভ স্বপ্ন, হায়, ভাঙ্গিল আমার -
দেখি নাই হেন স্বপ্ন—দেখি নাই তার,
জীবন জঁপিয়ে, হায়,

কেন বল দেখা যায়

এমন বিজলি পেল, —স্বপ্নের সম্ভার -
কেন হেন স্তম্ভ স্বপ্ন ভাঙ্গিল আমার -

সত্য প্রিয়বর !

জমি' আশা করু'নে পিপাসা-কাতর,
দেখিলাম চারু বন ও নীর সুন্দর :—

কিন্তু কি বসুধা :

আবার পশাণ খানি কে চাপিল বুকে,
অবরুদ্ধ করি মম ভাবের প্রবাহ ?
হুহু করিতেছে প্রাণ ; নাহি সরে মুখে
একটি বচন ; হায় ! এ কি অন্তর্দাহ ?)

৩

দেখিলাম, প্রিয়বর !

সে চারু কানন-কোঁলে রমা সরোবর,

প্রেমবারি স্তম্ভীতল,
করিতেছে টল টল,
কিন্তু না ছুঁইতে বারি মোহের সঞ্চাল
হইল, নিপাসা মম পূরিল না আর ।

৪

সেই মোহ-স্বপ্নে,
হায়রে, ত্রিদিব-শোভা হইল বিকাশ,
শতচন্দ্র প্রকাশিল,
শত সিন্ধু উছলিল,
পত অপ্সরার কণ্ঠে সঙ্গীত ভাসিল,
সঞ্চিত সৌরভে, সখে ! হৃদয় ভরিল ।

৫

হইল উন্মত্ত আমি ; শিরায় শিরায়
ত্রিদিব-মদিরা যেন কে দিল ঢালিয়া,
মাতিল পাগল প্রাণ,
হায় ! হারাইলু জ্ঞান,
শতচন্দ্র করে স্নাত আকাশের পাণে
চাহিলাম ; কি দেখিলু ? (নাহি সহ্যে প্রাণে
ধর চাপি' বক্ষ মম, কল্পনাও তার
করিতেছে চিত্তে মম মোহের সঞ্চাল ।)

৬

দেখিলাম অনর্গল গগনের দ্বার
আঁধারিয়া শতচন্দ্র, জ্যোৎস্নার হার
নাঁমিতেছে ধীরে ধীরে হৃদয়ে আমার ।

কি মূর্ত্তি ! কি শোভা !

মূহূর্ত্তে মূহূর্ত্তে, হায় ! কত রূপান্তর,
মূহূর্ত্তে মূহূর্ত্তে, হায় ! রূপের সাগরে
কত লহরী স্নন্দর ।

৭

কিন্তু সেই রূপরাশি,
কোমল পর্য্যঙ্ক-অঙ্কে চিত্রিত নিদ্রায়,
মরি কি অপূর্ণ চিত্র ! মূক্ত কেশরাশি
পড়েছে অসাবধানে শয্যা-উপাধানে,
কাননের ছায়া যেন জ্যোৎস্নার গায়ে ।
শোভে কেশাধারে সেই অতুল বদন,
অস্তগামী-পূর্ণশশী সিন্ধু নীলিমায় !

৮

কিন্তু, প্রিয়তম !

সঞ্জীবনী স্বধাপূর্ণ সেই পদ্মানন ;
আকর্ণ বিপ্রাস্ত সেই বিস্তৃত নয়ন

আবৃত নিদ্রায় ; সেই চারু রক্তাধর
জীবনের মদিরায় সিক্ত নিরন্তর ;—

(সেই মদিরার স্মৃতি

এখনো করি'ছে মম সবশ অন্তর !)

৯

অতুল সে ভুজবল্লী ; বক্ষঃ অনুপম—
পার্থিব ত্রিদিব ! যেন চারু শিল্পকর
অতরল জ্যোৎস্নায় করেছে গঠন,—
মরি মনোহর !

সর্ব্ব শেষে—বলিব না, বলিব কি ছাই,
সাহার তুলনা নয় চক্ষে দেখি নাই—
সেই বর্ণ,—যেই বর্ণ নয়নের জ্যোতি,

মম জীবন-মালোক,

কত দীর্ঘ বর্ষ যাহা জাগ্রতে, নিদ্রায়,
करेছে হৃদয় মম বিতাসিত, হায় !—

১০

সেই বর্ণ, না না, সঙ্গে ! পারিব না আমি
চিরিতে তোমার কাছে,—

সে যে বর্ণ, চক্ষে মম জীবন জ্যোৎস্না,
দেখি নাই ইহ জগৎ,—দেখিতে পারিব না ।

কিন্তু সেই রূপরাশি, নয়ন, বরণ,
দেখেছি দেখেছি যেন হইল আরণ ।

১১

(দাও, সখে ! সুরাপাত্র, ওই বিষবারি,
নিবাই স্মৃতির জ্বালা,
তুমি মূর্থ !
নিষ্ঠুর হৃদয় তব,
নাহি কর অনুতব,
সুরাপাত্র, হায় ! কত সন্তাপসংহারী ?)

১২

কিন্মা আন তীক্ষ্ণ ছুরি দেখাই তোমাতে,
এ নহে প্রথম, হায় !
দেখিনু সে প্রতিমায়,
আন ছুরি-চিরি' বক্ষঃ দেখাই তোমাতে ;
আন ছুরি-চিরি' বক্ষ,
দেখাই স্মৃতির কক্ষ,
এ মূর্তির প্রতিমূর্তি, গোপনে, আদরে,
রাখিয়াছি কতকাল অন্তর-অন্তরে ।

১৩

গোপনে প্রণয়-পুষ্পে, নয়নের জলে,
পূজিয়াছি কতকাল হৃদয়বাসিনী ;

প্রতিদিন বলিদান,

দিয়াছি হৃদয় প্রাণ,—

আত্মঘাতী পূজা ! হায় ! তথাপি কখন
দারুণ যন্ত্রণা কেহ করেনি দর্শন ।

১৪

জানিতাম,

হায়রে, পাষণময়ী দেবতা আমার,

মানিতাম

নন্দন কুসুমের শত উপাসক তা'র,
পূজিতেছে নিত্য নিত্য বৈকুণ্ঠে তাহারে ।
তবে কেন এই পূজা, আত্ম-বলিদান ?
নাহি জানিতাম, সখে ! কিন্তু জানিতাম—
(দাও স্বরাপাত্র, হায় ! বলিব এখন)
এই উপাসনা মম জীবন মরণ !

১৫

আজি, সখে ! সেই
জীবন-আত্মদান। তপস্যার ফল।

দেখিলাম নামিতেছে রিদিব হইতে

আমি ভকত হৃদয়ে ।

কাপিলেক থর থর,

এই ভয় কলেবর,

অজ্ঞাতে দক্ষিণ কর হ'ল প্রসারিত,

ফলিল তপস্যা, দেবী পাইল সম্মিত ।

১৬

“প্রাণনাথ !—

জীবন সর্বস্ব মম !—জীবন আমার !—

আমার জীবন !

দেখিতেছিলাম আমি স্বপনে তোমারে ।”

কহিল মধুরে কর্ণে ।

“প্রাণময়ি । প্রেমময়ি ! তপস্বী তোমার ।”

পড়িছু চরণ-প্রান্তে ; মনে নাহি আর ।

১৭

পোহান শরীরী,

প্রভাত-কাকলিসহ প্রভাত-সমীর

জাগো'ল আমারে, সখে ! পাইনু চেতন,

কিন্তু কোথা, সখে ! মম তপস্যার ধন ?

এ জনমে তাঁ'রে জুগুন্নি পা'ব কি আবার ?

কেন হৈন স্বপ্ন-স্বপ্ন ভাঙ্গিল আমার ।

১৮

স্বপ্ন !—না না, সখে,
 এই সুখ স্বপ্ন যদি ? জীবনে আমার
 কোথায় প্রকৃত সুখ ?
 আমার জীবনে আমি,
 এই এক সুখ জানি,
 স্বপন বলিলে তা'রে কাটিবে যে বুক ।
 নিষ্ঠুর কালের স্রোত ! সর্বস্ব আগার
 লও ভাসাইয়া তুমি, তাহে ক্ষতি নাই,
 এই মুহূর্তটী মাত্র আমি ভিক্ষা চাই ।

১৯

ছাড় কর, প্রিয়তম !
 ছাড় কর, দাও ওই তীক্ষ্ণ ছুরি খানি,
 সর্বস্ব অর্পণ করি,
 কালের চরণে পড়ি,
 সেই মুহূর্তটী আমি ভিক্ষা মাগি' আনি

২০

আমার পাষণ খানি চাপিয়াছে বুকে,
 আমার দারুণ জ্বালা জ্বলিল আমার,

হু হু করিতেছে প্রাণ,
 সংসার শ্মশান জ্ঞান,
 কি পিপাসা ! আন সুরা, আন বিম, ছুরি,
 নিবাই দারুণ জ্বালা—বস্ত্রণা পাসরি !

কি করি।

১

কি করি ? জিজ্ঞাসি কা'রে কে দিবে উত্তর ?
 জাগ্রতে নিখাসমহ,
 বহে প্রশ্ন অহরহ,
 অজ্ঞাতে নিদ্রায় উঠি স্বপনে মিহরি',
 শুনি সনিশ্বাস প্রশ্ন—“কি করি, কি করি ?”

২

কি করি ইহার ? হায় ! নাহি কি উত্তর ?
 স্বর্গ মর্ত্য ধরাতলে,
 পাতালে, জলধি-জলে,
 জিজ্ঞাসিনু একে একে, কেহ কহা করি'
 দিল না উত্তর, তবে বল না কি করি ?

নিষ্ঠুর নক্ষত্রলোক, নক্ষত্র—আলোকে
 সাজাইয়া নীলাম্বর,
 চন্দ্রমুখ মনোহর
 বিকাশি' নীরবে, আশা । রহিল চাহিয়া,
 কি করি কিছুত কই দিল না বলিয়া ।

এই চন্দ্রমুখ আর সেই চন্দ্রমুখ !
 এই চন্দ্র শিলাম্বর,
 এই চন্দ্রে বহিচয়
 জ্বলিতেছে, বহিতেছে স্রোতে নিরন্তর,
 দূর হ'তে সেও যদি এত মনোহর !

আমার সে পূর্ণচন্দ্র অন্ত-আধার,
 অমৃত অধরে ভাসে,
 অমৃত নয়নে হাসে,
 আমার সে পূর্ণচন্দ্র স্বধার আকর,
 আজি দূর হ'তে তবে কতই স্মর !

কি করি ? নিষ্ঠুর সর্গ দিল না উত্তর ;
 সুষ্যামল পরাতল
 খুলি' নিজ বক্ষঃস্থল,
 দেখাইল কত বন, ভীষণ প্রোস্তর,
 ধাসিল সমীরে দীর্ঘ, দিল না উত্তর ।

বহুস্বপ্নে ! যাহা ছিল—র'য়েছে তোমার
 তথাপি এ দুঃখ তব,
 হয় যদি অনুভব,
 আমার কুসুম বন, কষ্টক কানন
 হইয়াছে, মরুময় স্থখের জীবন !

কি করি' কেমনে সহি ? তুমি পারাবার—
 হায় ! তুমি মহাবাতে,
 ভীষণ তরঙ্গাঘাতে—
 গর্জিতেছ মহামস্ত্রে বিদারি' গগন,
 ক্ষুদ্র মানবের দুঃখ শুনিবে কথন ?

হায় রে, সসীম তুমি—তুমি পারাবার,
 অসীম মানব মন,
 করে যদি বিলোড়ন,
 মানসিক ঝটিকায়, নাহি তব জ্ঞান,
 কি ভীষণ দৃশ্য সেই নির্দ্বাত ভুফান !

কাদি' ভীমকণ্ঠে তুমি যাতনা তোমার
 নিবারহ, অশ্রুনিধি !
 দারুণ সংসার বিধি,
 নাহি দিবে সেই শাস্তি আমার কখন,
 একই ভরসা মনে নীরব রোদন ।

বাস্তবিক পাতালে তুমি, সহস্র ফণায়,
 ধরিয়াছ এক ধরা ;
 ভুলভার বহুধরা,
 নিরাশ জীবন সঙ্গে ভুলনা তাহার ?
 এক ক্ষুদ্র ধলাসহ ভুলনা ধরার ?

১২

কাতর এ ভুল ভারে দিগেনা উত্তর ?

শত দণ্ডে চিরি’ বুক.

একাধাবে কত ছঃখ,—

চলে ব আয়েয়ুগিরি, ধরাব কানন,

সমুদ্র-তরঙ্গ-তর, কর দয়শন ।

১৩

কিস্ত নাহি নৃহে আর, কি করি এখন,

কত কাল স’ব বল,

হার । এই তীক্ষ্ণানল,

স্মৃতির সহস্র শিখা,—সংসার বিধির,

কণ্টকিত, রক্তাক্ত, করিবে জ্বল ।

১৪

অতৃপ্ত প্রেমের এই কাটিকা-সংগ্রাম

কত কাল স’ব আর,

হার । এই গুরু ভার—

নীরাশ কাল—কত কাল আর

বিস্মিত, হইবে—কত কাল আর

১৫

যদি কার তবে, বল সে কি কার করে ?

ওই আশা মুহুরে,

উদ্ধরি'ছে—“তার পবে,

গা'তে তুমি প্রেম লাগ করেছ অর্পণ

প্রতিদানে প্রেম লাগ দিয়াছে যে'ন ।”

১৬

কিবা দান প্রতিদান ! কিবা বিনিময়

হায়, এই ধরাভলে,

এই এক স্রুথ ফলে,

যে দিয়াছে, যে পেয়েছে দুই পুণ্যবান ;

কোথা স্বর্গ ? তাহাদের স্বর্গ ধরাধাম ।

১৭

হেন স্বর্গ কলিয়াছে অদৃষ্টে আমার,

যা' দিয়েছি অন্ধি কুদ্র,

যা' পেয়েছি, সে সমুদ্র,

দিয়ে এই কুসর প্রাণ, প্রেমসি আমার,

যেহেতু অমূল্য কিম্বা—প্রণয় ভোমার ।

কি করি।

১৬

ভূমি মা'রে, প্রিয়তমে ! বলেছ তোমার,
তোমা'বে যে এ সংসারে,
হাসার-বলিত পারে,
ধরা তলে সেই স্থখী, সেই ভাগ্যান্বী,
মানব-জীবন তা'র নন্দন উদ্যান।

১৯

কেন কেন কি করিব ? আমি দীনহীন,
হার রে তমূল্য নিধি,
দিয়েও দিল না বিধি,
স্বপ্নরাজ্যে ভিন্ন নাহি হ'বে দরশন ;
“কি করি, কি করি” তাই ভাবি অনুরণন ?

২০

হায়ে ! হেন রত্নহার পরিকা গলার,
না পারিলু সগরবে,
বাধিতে বিস্মিত ভাবে,
জগত করিতে আলো রূপের প্রকাশ,
“কি করি, কি করি”—তাই ভাবি কি হুসার !

২১

শোভিবে না সেই রক্ত গলায় লামিরা,
নাহি চাহি দরশন,
নাহি চাহি পরশন,
একবার দল, প্রিয়ে ! তুমি কি আমার,
ধরাতলে আমি কিছু নাহি চাহি আর ।

২২

কি করিব ? আজি যথা দৃষ্টির সীমায়
জলধি হৃদয়ে, হায় !
হাপিয়াছে পূর্ণিমায়
নরোদিত পূর্ণশশী, স্ফটিক জ্যোৎস্নায়
বিভাসি' অনন্তব্যাপি-সিদ্ধ নীলিমায় ।

২৩

আশাব রুদ্ধ প্রান্তে স্তম্ভিত তোমায়
হাপিয়া, জীবন যব,
এই নীলসিদ্ধ সম,
কলসি, কলসি তব নিচয় ।
সুখ-দুঃখ তব নিচয় ।

২৪

জলিবে, নিবিবে উষ্মি, হাসিবে, নাচিবে
সেই প্রলিবিষ-তলে,
অনন্ত তালীর জলে,
সেই নৃত্য, সেই ক্রীড়া, দেখিয়া দেখিয়া
আশা করে দেহতরী দিব ভাসাইয়া ।

শ্রীমদভ্যাস ।

১

নিবেছে অনল ?—নিবেনি এখন,
কে নিবা'বে বল,—নিবিবে কেমনে ?
সপ্তশত বর্ষ জলি'ছে এমন ।
কত শত বর্ষ জ্বলিবে কে জানে ?
যেই দিকে দেখি,—এই মহানল !
কোথায় ভারত ?—অনন্ত শ্মশান !
শ্মশান—শ্মশান—শ্মশান কেবল !
রাবণের চিতা, লঙ্কার প্রমাণ ।

২

জাল যদি সপ্ত মহাপারাবার,
এ অনল নাহি কইবে নিকার ;

দেহ চাপাইয়া হিম্মতির ভার,
 যা'বে ভয় হ'রে তুণের সমান ।
 দুঃখিনী করনে । কেন উদাসিনী
 বৃথা নেত্রবারি কর বরষণ ?
 নয়নের জলে জ্ঞান না, তাপিনি,
 এ প্রহেতু শিখা হ'বে না ধারণ ।

৩

এই মহা-অগ্নি, তীক্ষ্ণের পিপাসা,
 ভঙ্গারের-বারি উপহাস তা'র ;
 ধরিয়া পাণ্ডুব, — ভারতের আশা । -
 ভারত-হৃদয় করহ বিদার ; -
 ভোগবতী, গঙ্গা ভীম-প্রবাহিনী
 অস্তঃস্তল হ'তে উঠিবে হুকারি',
 নিবা'রে অশান শক্তি-স্রোতস্বিনী,
 জুড়া'বে ভারত অমৃত নদকারি' ।

৪

না পার, — বজিয়া এ মহাঅশানে
 বিংশতি কোটিক শবের উপর
 উদ্দীপনা-মহীহুয়া-পানে,
 উদ্ভাসে অস্তর-অস্তর স্তব্ধ ।

ঘোর অমাবস্তা প্রগাঢ় তিমিরে,
 আচ্ছন্ন ভারত. নীরব এগন,
 শ্মশান-অনল গর্জি'ছে গভীরে,
 হাহাকার শব্দে স্বনি'ছে পবন !

৫

জাগ-বীর্য-ভস্ম মাগি' কলনববে,
 স্মৃতি মহামালা জপ অনিবার,
 “দাহি মে ভৈরবি !”—ডাক উচ্চৈঃস্বরে,
 মরণ মহামন্ত্র—ভারত-উদ্ধার !
 কত বিভীষিকা করিবে দর্শন,
 উদ্ধাস্ত গর্জন, পাশ-ঝনৎকার,
 মস্তক উপর সনন সনন
 খেলি'ব বিড়লি শত তরবার ।

৬

কি ভয় ?—আবার হৃদয় ভরিয়া,
 কর উদ্দীপনা-মহাসুরা পান,
 করতালি দিয়া, নয়ন মুদ্রিয়া,
 কর বীরচায়ে মহাশক্তি ধ্যান :—
 “করাল বদনা, নৃমুণ্ড-মালিনি,
 লেখিহান জীবা-রক্ষারে লোকিত ;

উর মা শ্মশানে শ্মশান-হাসিনি,
ক-স্বন্দ্র গলদ্রবির চর্চিত ।

৭

“মহামেষ প্রভা !, কর বরিষণ
মহাবারিধার। জ্বলন্ত শ্মশানে ,
কলরু আনার সাধনা” ধন
ব বজ্ররাশি এই গায়াস্থানে !
সদ্যজ্জিন্ন আব নহে ওই শির,
কি লাজে ধর মা । দাও ফেলাইয়া
অরশাগ হাভগ মলিন রুধির,
সদ্যরক্তে পুনঃ লেগে লাগাইয়া

৮

“ঘোবাবাবে, মাতা, ছাড়িয়া ছায়া
মহারোদ্রী রূপে হও অধিষ্ঠান,
নাচ রণরঙ্গে, নাচ আশ্চর্য,
দেখুক নয়নে ভীরু : এস্তান !
বেই বীরদর্পে ক্রিতি উলমল,
দেখি’ মহারুদ্ধ দিলেন পাতিয়া
হিমাঙ্গি সপ্তম ছকর খেটল,—
সেই বীরদর্পে ক্রিতি উলমল,--

“অভয় বরদা, — অধ-উর্দ্ধ-কব,

শোভি'ছে দক্ষিণে ভারতের তরে ;

দেহ না, অভয়, হায় ! নিরন্তর

নিবসি শ্মশানে সভয় অন্তরে ।

প্রচণ্ড অনলে কতকাল, হায় !

ফলে আযাজাতি কাল-নির্বিশেষ,

কেকি অভিলাপ ! তথাপি ধরায়

মৃতভাগ্য জাতি হ'ল না নিঃশেষ ।

“অনন্ত জীবন, অনন্ত দাহন,—

কতকাল সবে ভারত ছঃখিনী ?

মরে না, বাঁচে না- জীবনে মরণ;

অর্দ্ধমৃত্যু, অর্দ্ধদগ্ধা অভাগিনী !

তুমি, মা বরদা, দেহ এই বর,—

নিঃশেষি' জীবন নিবুঝ শ্মশান;

কিন্মা-চিতানল নিধাও সম্বর;

মৃতকল্প দেহে কর প্রাণ দান ।

“কল ধমনী—উঠুক উঠল’,
 নব বরবার জাহ্নবী সেধন ;
 স্থির রক্ত-তোতে ছুটুক বিজলি,
 ‘জয় মা তৈরবি !’-উঠুক গর্জন ।
 ফলিয়াছে সব-সাধন তোমার,
 নয়ন মেলিয়া দেখহ কল্পনা ;
 ভারত-শাশানে আজি আরবার ;
 কি ভীষণ নৃত্য, কি ঘোর বাজনা

প্রতি ঘরে ঘরে—শাশানে, শাশানে,
 মহাবিশু দিনে, মহাশক্তি ওই
 নাচিছে রঙ্গিনী সক্ষর-রূপাণে,
 গজিছে সায়ক ‘মাতৈর্যমাতৈঃ’ ।
 নিবিড় নিশীথে ঘোর অন্ধকারে
 ধূম পূজ মাঝে নাচে ভয়ঙ্করী,
 রিনেয়ে হইতে অনল ছুকারে,
 মহাবাহী গুতি, নিশা দিগন্তী ।

১৩

বাজে হর চাক ঘন ঘোর রোলে,
 শঙ্খ বগ্টা, কঁাসা ভীষণ আরাবে,
 কড় শূন্যে ভীমা, কড় ধরা-কোলে,
 বক্তাবক্ত অঙ্গ নর-রক্ত্রাবে !
 নর বর কাঞ্চি কটিদেশে বাজে,
 নব মুণ্ড নানা ছলি'ছে গলায়;
 রক্ত-স্রাবের এক করে সাজে,
 অন্য করে তীব্র-কুপাণ খেলায় ।

১৪

ভারত-সন্তান । দেখ না মাতার
 লোলজীহ্বা শুক, শুক রক্তাধার,
 দেখ বাম কর করিয়া প্রসার,
 সদ্য উষ্ণ রক্ত মাথো বারম্বার ।
 নাহি কি ভারতে হেন বীরচারী,
 'আপনার রক্ত করি' বিদারণ,
 করে, জননীর পিপাসা নিবারি',
 ভারত-অশানে শক্তি আরাধন ?

বাই।

বাই,—

ফাটিল হৃদয়, ফাটি' আনয়ে ভূধর,
হায় রে ! হইল শেষে, হইল নিগত।
“বাই” কথা তীক্ষ্ণানল ; আগের ভিতর
জ্বলিল নির্বাপন-বহি জনমের মত।

বাই,—

মেঘরূপী যেই কাল অদূরে দেখিয়া,
উঠিতাম সুখ-স্বপ্নে উভয়ে শিহরি',
মস্তক উপরে সেই জনদ আসিয়া,
প্রহারিল বজ্র, ওই “বাই” ধ্বনি করি'।

বাই,—

বেই ভুজঙ্গের কথা ভাবিয়া অন্তরে,
হায় রে ! হইল প্রিয়ে ! কাতর এমন,
সেই কালসর্প—সেই তীক্ষ্ণ বিষধরে—
যুগল হৃদয়ে, হায়, করিল দংশন।

বাই,—

হায় রে, স্বপ্নের দিন, স্বপ্নের শরীরী
'অশিল, প্রেরণি।' ওই স্বপ্নের আগারে,

অনন্ত বিচ্ছেদ-শিখা ওই ভয়ঙ্করী,

হইতেছে প্রজ্জ্বলিত পূর্ব অধরে।

যাই,—

প্রভাতিছে সুখ-নিশি, এ প্রভাতে আর

আনিবে না পুষ্পোদ্যানে তপস্বী তোমার।

প্রভাত-কিরণ-জালে হাসিবে আবার,

পুষ্পবন, পুষ্পময়ী স্মৃতি তোমার।

যাই,—

কিন্তু সেই সমুজ্জ্বল কুসুম-উদ্যানে

দেখিবে না আর তুমি,—অতৃপ্ত নয়নে

নবান স্রাবক তব চাহি' তব পানে,

সমুজ্জ্বল-সুখ, তব রূপের কিরণে।

যাই,—

চুম্বিবে প্রভাতানিল উদ্যান কুসুম,

চুম্বিবে কুসুম-পত্র তোমার বদন;

চুম্বিবে তোমার,—ছাড়ি' উদ্যান এসুন—

অনন্ত অমৃতপূর্ণ অধর, নয়ন।

যাই,—

কিন্তু সে প্রভাতানিলে করিবে না আর

আমায় ঘূর্ণয়ে সেই সুখা বরিষা,

বহিত যে, হায় ! মম আনন্দ অপার,

সুদীর্ঘ নিশ্বাস এবে করিবে বহন ।

যাই,—

নদী-বক্ষ হ'তে যবে রূপের লহরী

ছড়া'য়ে যাইবে, প্রিয়ে ! দেখিবে না আর

বসিয়া যুবক এক ধৈর্য্য পরিহরি'

নিরখিতে সদা স্নাত বদন তোমার ।

যাই,—

বসি' কাছে তরু তলে, দেখিবে না আর

উন্মত্ত যুবক কেহ হাসিতে কান্দিতে ;

শুনিয়া মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি তোমার

অচল হৃদয়ে স্থখ সাগরে ভাসিতে ।

যাই,—

সেই স্থখ,—করে কর, নয়নে নয়ন,

থেকে থেকে মুখে মুখে, অধরে অধর,

বদনস চারি ঢাকু গির সঞ্চালন,

নয়নে নয়নে-কথা,—সঙ্গীত হৃদয় ।

যাই,—

অকুরিম প্রণয়ের এই অভিনয়

কুরাইল ; কুরাইল হারায়ে : আবার

জীবনের এই অন্ধ মাদক তাম্বল,

বিষাদ তরঙ্গ ওই সম্মুখে আবার ।

যাই,—

বন হ'তে বনা হুতে,—জাহ্নবী সদয়ে

চঞ্চল তরঙ্গে চমকোলাল মন,

বেড়াইবে যবে, স্থিতি অনিমিষে, হার ।

সম্মুখে না নেত্র মম চুম্বিয়া চরণ ।

যাই,—

মায়াহুে মরসী তাঁরে, মগন কাননে,

দেখিবে না সেই বুঝ বিহীন হৃদয়,

সন্ধ্যাস্নানকে বন-শোভা না দেখি নয়নে,

লেখিতে তোমার মুখ চাকু শোভাময় ।

যাই,—

আসিবেক সন্ধ্যা, কিন্তু আসিবে না আর

সেই গুণ সন্ধ্যা মম, গহিবে সমীর,

কিন্তু সেই সন্ধ্যানিলে পাবে না তোমার

স্মৃতি-নিশ্বাস মম ইন্দ্রিয় অধীর ।

যাই,—

বসি' জ্যোৎস্নায় স্নান রক্ত প্রাঙ্গণে,

জ্যোৎস্না-রূপিণী তুমি হাসিবে যখন,

জ্যোৎস্না-নাগরে, নাহি দেখি নয়নে,

হাস্য রে চুটিবে বেই লহরী তখন ।

বাই,—

হার রে, নিশীথে সেই শঙ্কিত অন্তরে,

চুস্বন, রোদন, প্রতিরোদন, চুস্বন ;

হৃদয়ে হৃদয়ে কথা, অক্ষুণ্ণিত স্বরে

প্রাণপূর্ণ সন্তাষণ, প্রতিদস্তাষণ ।

বাই,—

হ'বে সব স্বপ্ন ; কিন্তু অধরে অধরে

যে মদ্রিরা, প্রেমময়ি ! করিয়াছি পান,

তরল বিদ্যায় নত পশি'ছে অন্তরে,

শোণিতে শোণিতে তাহা র'বে বিদ্যমান

বাই,—

পোহাই'ছে নিশি, বাই, বিদায় এখন ;

প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা বুঝিতে না পারি ;

হুইটী জীবনে করি সমস্ত সমাধন,

কি ফল তা'দে চক্ষে প্রভাত সুকারি !

বাই,—

আমার জীবন, প্রিয়ে, তমিলা নজনী,

তব বরষায় তাই জ্যোৎস্না-নাগর,

অন্ত যায় সে জ্যোৎস্না, আমি প্রশান্তি !

করিয়া জীবন মম চর অক্ষর ।

যাই,—

আর কেন, রাখি' বৃকে কমল বদন,

কেন, অশ্রু তরলাগ্নি ঢালি'ছ হৃদয়ে ?

শুনি'ছ কি হৃদয়ে ব'ঝটুকি গুঞ্জন ?

শুন তবে, চক্ষে যাই' দেখিবীর নহে ।

যাই,—

ওই দেখ, পূর্বাকাশে আলোক-লহরী

ছড়াই'ছে উষা ওই খোঁহায় যামিনী ;

এরূপে কি হয় ! মম বিবাদ-শরীরী

পোহাইবে আশাময়ী উষা অহাসিনী ।

যাই,—

এস বৃকে,—আহ ! ভূপ্তি হ'ল না আমার ;

'আন ছবি, 'চির' বৃক বৃকের ভিতরে

রাখি ওই মুখামি, প্রীতিমা তাহার

অ' হ'লে মুদ্রিত চির হইবে অন্তরে ।

অবদানবিন্দনী ।

যাই,—

প্রিয়তমে!—প্রেমময়ি!—জীবন আমার ।

তোম মুখ,—চাপ্ত প্রিয়ে!—একবার চাই

একটা চুম্বন,—চিন্ত ভরিল আমার ;

বিদায় জন্মের মত,—যাই তবে,—যাই ।

PRINTED BY ANTHONY GILSON & Co. at the ALBERT PRESS,
87, MARKET STREET—CALCUTTA.

